৪র্থ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০১

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

ফোন ও ফ্যাক্স (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ ... রাজশাহী, ফোন ঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد: ٤ عدد: ٦، ذو الحجة ١٤٢١هـ ، محرم ١٤٢٢هـ/مارس ٢٠٠١م
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاونديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ সুলতান বিন মুহাম্মাদ মসজিদ, ওমান।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার

	রেজি ঃ ডাক	
	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	
	৬০০/=	৫৩৫/=
	৪১০/=	৩৪০/=
	৫৪০/=	৪৭০/=
	৭৪০/=	৬৭০/=
	৭৭০/=	৬০০/=

ভি. পি. পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত ...

Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষনা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৭ম সংখ্যা
মুহাররম ও ছফর	১৪২২ হিঃ
চৈত্র ও বৈশাখ	১৪০৭-৮ বাং
এপ্রিল	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
E-mail: tahreek@rajbd.com

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - বিবাহের বিধান ০৩
    - মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন
  - উছূলে ফিক্বহ ও ফিক্বহের মধ্যকার বৈপরীত্য ০৯
    - আব্দুল মালেক
  - ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম মনীষীদের বেড়াজালে ইসলাম ১৩
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
  - আদর্শের দুর্ভিক্ষঃ জাতির অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণ ১৫
    - আহমাদ শরীফ
  - যমযম কূপের পানিঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ১৭
    - সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ গোলাম সারোয়ার
  - শূরাভিত্তিক ইসলামী শাসন পদ্ধতি ১৯
    - শায়েখ আলাউদ্দীন খান আল-কুদমী
  - হালদারী কাসন থেকে সাবধান হউন! ২১
    - মুনশী আবদুল মান্নান
- মহিলা ছাহাবীঃ
  - হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) ২৩
    -কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী
- নবীনদের পাতাঃ
  - ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত ২৮
    -যিয়াউর রহমান
- হাদীছের গল্পঃ ৩১
  - (১) উত্তম ব্যবহারের প্রতিফল *-ইমামুদ্দীন*
    (খ) তওবা করার ফল! *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* ৩২
- চিকিৎসা জগত
  - হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াক্ষেত্র ৩২
    - ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
- কবিতা ৩৪
  - তাদের তরে ধিক *-মাহফূযুর রহমান আখন্দ*
  - উত্তর দেবে কেঃ *- সানোয়ারা বেগম (ইজানা)*
  - যুবসংঘ *- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
  - পসন্দ *- মুহাম্মাদ হায়দার আলী*
- সোনামণিদের পাতা ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

এই ঔদ্ধত্যের শেষ কোথায়?

'ফতোয়াবাজদের নিশ্চিহ্ন না করলে কালীমাতা জাগবে না। এদেশ থেকে ফতোয়াবাজদের আমরা সাগরে চুবিয়ে মারবই মারব। মা কালীর চরণে এদের রক্ত উৎসর্গ করে পাপ মোচন করতে হবে। যতদিন এই শক্তিটিকে আমরা এ দেশ থেকে, রাজনীতি থেকে তাড়াতে না পারব, ততদিন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে না এবং আমাদের ধর্মকর্মও হবে না'।

এ ছিল গত ২৭শে মার্চ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত 'শিখা চিরন্তন' ও নির্মীয়মান 'স্বাধীনতা স্তম্ভে'র সন্নিকটে 'রমনা কালীমন্দির' ও 'আনন্দময়ী আশ্রম'-এর স্মৃতিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দলের এম, পি, এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদারের বক্তব্যের কিয়দংশ। স্মৃতিফলক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস,এ, মালেক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারপতি কে, এম সোবহান, ঘাদানিক নেতা শাহরিয়ার কবির, কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্পাদক স্বপন কুমার সাহা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদ নেতা মেজর জেনারেল সি.আর দত্ত (অবঃ) প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও 'দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটি'র মঞ্চ থেকে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' বাতিল না করলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পৃথক 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার হুমকি দেয়া হয়েছিল।

হালদার বাবুদের এই মূঢ় দম্ভোক্তি একদিকে যেমন ঘোর সাম্প্রদায়িক ও উস্কানিমূলক, অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি হুমকি প্রদানের শামিল। ভিন দেশের সেবাদাস হয়ে হালদার মশাইদের এই ধরনের ঔদ্ধত্য ও নিস্ফল আস্ফালন যেকোন দেশেই যেকোন বিচারে একটি গর্হিত অপরাধ। জানি না এই ঔদ্ধত্যের শেষ কোথায়? তবে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয় হালদারীদের নীল নকশার ঘোর সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা ক্ষমতাসীন মুসলিম নামধারী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শাসক শ্রেণীর দুঃখজনক ভূমিকা দেখে। যাঁরা নিজেরা মুসলমান হয়ে, ইসলামী লেবাস পরিধান করে মুসলমানদের রক্ত দিয়ে 'কালীদেবীর' সন্তুষ্টি অর্জনের এই বিপজ্জনক ও লোমহর্ষক অভিলাষের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। আর এই নীরব সমর্থনের মাধ্যমে তাঁরা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিপরীতে একটি সংখ্যালঘু অংশেরই রাজনৈতিক দলে পরিণত হ'লেন। প্রমাণিত হ'ল তাদের বাহ্যিক ধর্মপালন, হজ্জ সম্পাদন, টুপি ও তসবীহ ধারণ, মোনাজাত সর্বস্ব ছবি প্রদর্শন, এ সবই নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উপায়-উপকরণ মাত্র। কেননা এ দেশের রাজনীতিক মাত্রই জানেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে ও মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়ে আর যাই হোক ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়া সম্ভব নয়। আর সেজন্যই তারা নির্বাচন প্রাক্কালে এই অভিনব কৌশলটি হাতছাড়া করতে চান না। সম্ভবতঃ এ কারণেই 'নাস্তিকতা মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ' লেনিনের এই উক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও একটি সমাজতন্ত্রী দলের আদর্শ 'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, নির্বাচনের পরে তাঁদের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন পরিদৃশ্য হয়। 'শিখা অনির্বান' ও 'শিখা চিরন্তন' প্রজ্জ্বলন, মাথায় হিজাব -এর পরিবর্তে কপালে চন্দন তিলক অংকন, মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন, গীতা পাঠ বা উলুধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন ইত্যাকার হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি তাদেরকে সর্বাংশে পেয়ে বসে। সেই সাথে উচ্চারিত হয় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান।

হালদার মশাই -এর উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী-অধিপত্যবাদী অপশক্তির গন্ধ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান চক্র চায় বিশ্ব মানচিত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের আবাসভূমি, সবুজ-শ্যামল ছায়া ঘেরা নদীবিধৌত এই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে। আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি চায় বাংলাদেশে তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। অবশ্য ইতিমধ্যে তারা অনেকাংশ সফলও হয়েছে। কিন্তু তাদের এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হচ্ছে ইসলাম ও ইসলাম পন্থীরা। তাদের পথের কাঁটা হচ্ছে আলেম-উলামা ও ইসলামী নেতৃবৃন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকার, কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, একশ্রেণীর গণমাধ্যম ও রাজনীতিক আজ বাংলাদেশে সচেতনভাবে হউক বা অবচেতন ভাবে হউক বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক রূপে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন কালীমাতার চরণে আলেম-উলামাদের রক্ত উৎসর্গ করার মত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে, তখন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রটিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের কি অবস্থা একটু দেখা যাক। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের পর পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ৯ হাযার ৬২০ টি মসজিদকে মন্দির বা বসতবাড়ী বানানো হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৫৯টি মসজিদ হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে। দিল্লীতেও ৯২ টি মসজিদ তাদের দখলে। রাজনৈতিক অবস্থাও তথৈবচ। বর্তমান লোকসভার ৫৪৫ আসনের মধ্যে মুসলিম সদস্য সংখ্যা মাত্র ২৬। ৭৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলমান ক্যাবিনেট মন্ত্রী নেই। সেদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং বৈষম্যের প্রধান শিকার হয়ে আসছে মূলতঃ বৃহৎ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক গোপন সরকারী নির্দেশনামার মাধ্যমে সকল গুরুত্বপূর্ণ দফতর ও পদে মুসলমানদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়। সর্বোপরি অতি সম্প্রতি সে দেশের অমৃতসর ও নয়াদিল্লীতে পবিত্র কুরআন শরীফে অগ্নি সংযোগ করা হয়। অমৃতসরে মসজিদে শুকরের গোশত নিক্ষেপ করে মসজিদকে অপবিত্র করা হয়। এমনকি কানপুরে প্রতিবাদী মুসলমানদের উপর পুলিশ গুলী চালালে চারজন শাহাদত বরণ করেন। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর এখন সেখানে 'রাম মন্দির' নির্মাণের সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে মাইকে আযান নিষিদ্ধ করে দেশটি চরম সাম্প্রদায়িক বৈরিতারই পরিচয় দিয়েছে। এরপরও কি তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যাবে? নাকি বাংলাদেশের পরম বন্ধু ভাবা যাবে? এ প্রশ্ন দেশের মুসলিম রাজনীতিকদের নিকট থাকলো।

পরিশেষে বলব, ইসলাম শান্তির ধর্ম। পরধর্মে সহিষ্ণুতা ইসলামের মহান আদর্শ। পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ইসলামের কালজয়ী আদর্শ। একমাত্র ইসলামই সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। অতএব অন্য ধর্মের ভাইবোনদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বানঃ মানবজাতির জন্য বিশ্বস্রষ্টার মনোনীত সর্বশেষ দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হয়ে নিজেদেরকে উন্নত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন। অন্যথায় নিশ্চুপ থেকে নিজেদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে চলুন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন- আমীন!!

বিবাহের বিধান

*মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন**

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ আহমাদ (সিলেট)***

বিবাহ প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য শরীয়তের তাগিদযুক্ত একটি নির্দেশ এবং প্রত্যেক নবীর একটি সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনার পূর্বে অনেক নবী পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দান করেছি' *(রা'দ ৩৮)*। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি বিবাহ করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১] এজন্য আলেমগণ বলেন যে, বিয়ে করা নফল ইবাদত থেকেও উত্তম। কেননা এর মধ্যে অনেক নেক উদ্দেশ্য ও প্রশংসনীয় নিদর্শনাবলী সন্নিবেশিত। কোন কোন সময় বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি কামভাবের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তখন তার উপর নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য এবং হারাম কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষিত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ছিয়াম পালন করে, কেননা এটা তার কামভাবকে দমিত করবে'।[২]

বিবাহের শর্তাবলীঃ

বিধান প্রণয়নে ইসলামের গঠনমূলক সৌন্দর্যতা ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহু দিকসমূহের এটিও একটি দিক যে, প্রতিটি চুক্তি বন্ধনের ক্ষেত্রে শর্ত প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে চুক্তি বন্ধন সম্পন্ন এবং স্থায়ী থাকে। অতএব প্রত্যেকটি চুক্তি বন্ধনের কয়েকটি শর্ত থাকে, যেগুলি ছাড়া চুক্তি বন্ধন পূর্ণ হয় না। এটা শরীয়তের সুষ্ঠু বিধানের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এই বিধান মহাকৌশলী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রণীত, যিনি সৃষ্টির কল্যাণকর বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। সৃষ্টির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে যা আসে তিনি তারই বিধান প্রণয়ন করেন। যাতে কোন বিষয়ই যেন লাগামহীন না হয়। যার কোন সীমা নির্ধারিত থাকে না। এ সমস্ত চুক্তি বন্ধনের একটি হচ্ছে বিবাহের চুক্তি বন্ধন। বিবাহের চুক্তি বন্ধনের বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলি নিম্নরূপ।-

১. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টিঃ পুরুষকে এমন কোন মহিলার সাথে বিবাহ করার জন্য বাধ্য করা উচিত নয়, যাকে সে পসন্দ করে না। অনুরূপভাবে মহিলাকেও এমন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করার জন্য বাধ্য করা জায়েয নয়, যাকে সে চায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার হবে' *(নিসা ১৯)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি'।[৩] বিবাহিতা মেয়ের সন্তুষ্টির প্রকাশ শাব্দিক উচ্চারণ দ্বারা হ'তে হবে, আর কুমারী মেয়ের পক্ষে চুপ থাকাই সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা সে প্রকাশ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশে লজ্জাবোধ করতে পারে। আর যদি সে বিবাহ থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করা জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুমারী মেয়ের অনুমতি তার পিতা নেবে'।[৪] আর এ অবস্থায় মেয়ের বিবাহ না দেয়াতে পিতার কোন গুনাহ হবে না। কেননা মেয়ে নিজেই বিয়ে থেকে বিরত থেকেছে। তবে তার হিফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকবে পিতার উপর।

যদি দুই ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দেয়, আর মেয়ে বলে যে, আমি ওমুককে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু অভিভাবক অপর ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতে চায় এমতাবস্থায় মেয়ে যাকে বলে তার সাথে বিয়ে দিতে হবে, যদি তাদের মধ্যে 'কুফূ' হয়। কিন্তু যদি 'কুফূ' বা সমমানের না হয়, তাহ'লে অভিভাবক তার সাথে বিয়ে দেয়া থেকে মেয়েকে বিরত রাখতে পারবেন। আর এ অবস্থায় তার কোন গুনাহ হবে না।

২. অভিভাবকঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ জায়েয হবে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ নেই'।[৫] অতএব কোন মেয়ে যদি অভিভাবক ব্যতীত নিজেই বিয়ে করে, তাহ'লে তার বিয়ে বৈধ হবে না। বরং বাতিল গণ্য হবে। আর অভিভাবক (ওয়ালী) হ'ল, প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধি সম্পন্ন আছাবা (উত্তরাধিকারী) বা আত্মীয়-স্বজন। যেমন- পিতা, দাদা, নাতী এরূপ যতই নীচে যাক না কেন। সহোদর ভাই, সৎ ভাই, আপন চাচা ও সৎ চাচা এবং তাদের ছেলেরা। ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে নৈকট্য হিসাবে এর মধ্যে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বৈপিত্রেয় ভাইগণ, তাদের ছেলেরা এবং নানা ও মামাদের কোন অভিভাবকত্ব নেই। কেননা তারা আছাবা নন। যেহেতু বিবাহে অভিভাবক হওয়া অত্যাবশ্যক, সেহেতু অভিভাবকের পক্ষে

---

* সাবেক সদস্য, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ, সঊদী আরব।

** শিক্ষক, উনাইযা ইসলামিক সেন্টার, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়।

৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬ 'বিবাহতে অভিভাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ।

৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭।

৫. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ।

ওয়াজিব হ'ল, যখন বিবাহের প্রস্তাব দাতার সংখ্যা একাধিক হবে, ভাল অপেক্ষা ভাল হিসাবে সমমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার দিবেন। আর যদি প্রস্তাব দাতা একজন ও সমমানের হয় এবং মেয়ের সন্তুষ্টিও পাওয়া যায়, তাহ'লে অভিভাবকের উপর ওয়াজিব হ'ল, মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দেয়া। কেননা এটা তার নিকট একটা আমানত, যার সংরক্ষণ ও সঠিক স্থানে তার মূল্যায়ন করা তার উপর ওয়াজিব। ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যের কারণে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। আর এটা আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জেনেশুনে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং নিজেদের আমানতের ব্যাপারেও খেয়ানত করো না' *(আনফাল ২৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী ও নে'মত অস্বীকারকারীকে পসন্দ করেন না' *(হজ্জ ৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সবাই এবং তোমাদের সবাইকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে'।[৬]

যে মেয়েকে বিবাহ করা উচিত তার গুণাবলীঃ

বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সুন্দর পরিবার ও সুষ্ঠু সমাজ গঠন। সুতরাং এমন মেয়েকে বিবাহ করা উচিত, যার দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হবে। আর সে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় গুণে গুণান্বিতা হবে।

১. বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে আকৃতিগত পরিপূর্ণতা বোঝায়। কারণ নারীরা যত সুন্দরী ও মিষ্টভাষী হবে, ততই তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে চোখ শীতল হবে, তার কথার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, অন্তর উন্মুক্ত হবে এবং আত্মা প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহপাক বলেন, 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন' *(রূম ২১)*।

২. আত্মিক সৌন্দর্য বলতে দ্বীন ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতা বোঝায়। সুতরাং নারীরা যত বেশী ধার্মিকা ও সৎ চরিত্রের অধিকারিণী হবে, তত বেশী প্রাণপ্রিয়া হবে এবং পরিণাম হবে সুন্দর ও নিরংকুশ। ধার্মিকা মহিলা আল্লাহ্র নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, স্বামীর আবাসস্থল, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ সহ সমস্ত অধিকারের হেফাযত করে। আর আল্লাহ্র আনুগত্যে স্বামীর সহযোগিতা করে। যখন সে ভুলে যায়, তখন স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন চাংগা করে তুলে, আর যখন সে অসন্তুষ্ট হয়, তখন তাকে সন্তুষ্ট করে। চরিত্রবান মহিলা স্বামীর নিকট প্রিয়া হয় এবং সে স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। আর যে বিষয়ে স্বামী অগ্রগামী থাকতে ভালবাসে, সে বিষয়ে বিলম্ব করে না। আর যে বিষয়ে স্বামী বিলম্ব করতে ভালবাসে, সে বিষয়ে অগ্রগামী হয় না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ভালবাসিনী ও সন্তান প্রসবিনী নারীকে বিবাহ কর। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর বিজয়ী হ'তে চাই'।[৭] সুতরাং যদি বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণা মহিলাকে বিবাহ করা সম্ভব হয়, তাহ'লে সেটাই হবে পরিপূর্ণতা ও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।

যাদেরকে বিবাহ করা হারামঃ

যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তারা প্রথমতঃ দুই প্রকার। যেমন (১) যাদের চিরকালের জন্য বিবাহ করা হারাম এবং (২) যাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ করা হারাম।

(১) যাদেরকে চিরকালের জন্য বিবাহ করা হারাম তারা তিন প্রকার। যেমন-

(ক) বংশীয় কারণেঃ এদের সংখ্যা সাত। যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার মধ্যে করেছেন, 'তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও ভাগ্নীকে' *(নিসা ২৩)*।

(১) মা বলতে এখানে নিজের মা, মায়ের আওতার মধ্যে পিতার মা (দাদী) ও মাতার মা (নানী) অন্তর্ভুক্ত।

(২) কন্যা বলতে আপন কন্যা, পৌত্রী ও নাতনী ও এইভাবে যত নীচে যাওয়া যাবে সবই কন্যার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ভগ্নি বলতে সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোন সকলের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

(৪) ফুফু বলতে আপন ফুফু, পিতার ফুফু, দাদার ফুফু, মায়ের ফুফু ও দাদী-নানীর ফুফু সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

(৫) খালা বলতে আপন খালা, পিতার খালা, মায়ের খালা, দাদার খালা ও দাদী-নানীর খালা সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

(৬) ভাইঝি বলতে আপন ভাইয়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের ছেলেদের ও মেয়েদের মেয়ে সকলেই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

(৭) ভাগ্নি বলতে আপন বোনের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোনের মেয়ে এবং তাদের ছেলেদের ও মেয়েদের মেয়ে সকলেই এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) দুধ সম্পর্কের কারণেঃ এরা বংশীয় কারণে হারামকৃত মহিলাদের ন্যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুধ পানে সে রকমই হারাম হয়, যেমন বংশীয় কারণে হারাম হয়'।[৮]

দুধপানে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন-

(১) দুধপান পাঁচ অথবা পাঁচের অধিক বার হ'তে হবে। সুতরাং যদি কোন শিশু কোন মহিলার চার বার দুধ পান

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'ইমারত' অধ্যায়।*

৭. *আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬১ 'মুহরেমাত' অনুচ্ছেদ।*

করে, তাহ'লে উক্ত মহিলা তার মা বলে গণ্য হবে না। কেননা মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'প্রথমতঃ কুরআনে এই নির্দেশই অবতীর্ণ হয়েছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ে দশ বার দুধপানই মহিলাকে হারামে পরিণত করে। অতঃপর এই নির্দেশ রহিত হয় পাঁচবার নির্দিষ্ট সময় দুধপান দ্বারা। আর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুরআনের আয়াত হিসাবে এটি পাঠ করা হ'ত'।[৯]

(২) দুধপান দুধ ছাড়ার সময়ের পূর্বে (অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যে) হ'তে হবে। অর্থাৎ পাঁচবার দুধ পান দুধ ছাড়ার সময়ের আগে হওয়া শর্ত। যদি পাঁচবার দুধপান দুধ ছাড়ার সময়ের পরে হয় অথবা কিছুটা আগে আর কিছুটা পরে হয়, তাহ'লে দুধদাত্রী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবেন না। যখনই দুধপানের শর্তগুলো পুরোপুরি পাওয়া যাবে, তখনই (দুধপানকারী) শিশুটি (দুধদাত্রী) মহিলার সন্তান বলে গণ্য হবে এবং মহিলার অন্যান্য সন্তানরা তার ভাই-বোনের অন্তর্ভুক্ত হবে, চাই তাদের জন্ম তার আগে কিংবা পরে হোক। আর একইভাবে দুধবাবার সন্তানরাও তার ভাই-বোনের অন্তর্ভুক্ত হবে, চাই তারা দুধমার সন্তান হোক বা অপর স্ত্রীর সন্তান হোক। এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, দুধপানকারী শিশু ছাড়া তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুধপানের কোন সম্পর্ক নেই এবং দুধপান তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। সুতরাং তার বংশীয় ভাই তার দুধ মা অথবা দুধ বোনকে বিয়ে করতে পারবে। কেবলমাত্র দুধপানকারী শিশু তার দুধ মা ও দুধ বাবার সন্তান বলে গণ্য হবে।

(গ) বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেঃ তারা হচ্ছেন-

(১) পিতা, দাদা ও নানার স্ত্রীগণ। এভাবে যতই উপরে যাক না কেন। আর এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'আর যে সব স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতা বিবাহ করেছেন, তোমরা তাদেরকে কখনই বিবাহ করবে না' *(নিসা ২২)*। অতএব যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই তার ছেলেদের ও নাতীদের উপর উক্ত মহিলা হারাম হয়ে যাবে, চাই তার সাথে মেলামেশা করুক বা না করুক।

(২) পর্যায়ক্রমে ছেলেদের স্ত্রীগণ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীগণকে হারাম করা হ'ল' *(নিসা ২৩)*। সুতরাং যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই উক্ত মহিলার স্বামীর পিতা, দাদা ও নানার উপর হারাম হয়ে যাবে। তার সাথে সহবাস হোক বা না হোক।

(৩) পর্যায়ক্রমে স্ত্রীর মা ও দাদী-নানীগণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণকে তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল *(নিসা ২৩)*। তাই যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই মহিলার মা ও দাদী-নানী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যদিও সে ঐ মহিলার সাথে সহবাস না করে থাকে।

(৪) স্ত্রীর মেয়ে, তার ছেলেদের মেয়ে ও তার মেয়েদের মেয়ে এভাবে যতই নীচে যাক না কেন। আর এরা হচ্ছে স্ত্রীর অন্য স্বামীর মেয়ে ও তাদের সন্তানাদি। তবে এরা তখনই হারাম বলে গণ্য হবে, যখন স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হবে। সহবাসের পূর্বে যদি বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তাহ'লে স্ত্রীর অন্য স্বামীর মেয়ে ও তার মেয়ে তার উপর হারাম হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা, যারা তোমাদেরই কোলে লালিত-পালিত হয়েছে, সেই সব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের সহবাস হয়েছে। কিন্তু যদি সহবাস না হয়ে থাকে, তাহ'লে তাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করায় কোন দোষ হবে না' *(নিসা ২৩)*। অতএব যখন কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং সহবাস করে তখন মহিলার মেয়েরা, তার ছেলের মেয়েরা ও তার মেয়ের মেয়েরা উক্ত স্বামীর উপর হারাম হয়ে যায়। চাই তারা আগের অপর স্বামীর পক্ষের হোক কিংবা পরের অপর স্বামীর পক্ষের হোক।

(২) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদেরকে বিবাহ করা হারামঃ

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তারা কয়েক প্রকার। যেমন-

(১) স্ত্রীর বোন, তার ফুফু ও খালা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম, যতক্ষণ না স্বামী মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে স্ত্রী থেকে পৃথক হবে এবং স্ত্রী তার ইদ্দতের সময় শেষ না করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং একই সংগে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ২৩)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে একত্রিত করা যাবে না, আর না কোন মহিলাকে তার খালার সাথে একত্রিত করা যাবে'।[১০]

(২) অপর স্বামীর ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা। অর্থাৎ যখন কোন মহিলা অপর স্বামীর ইদ্দতে থাকবে, তখন যতক্ষণ না তার ইদ্দত শেষ হবে ততক্ষণ সেই মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। অনুরূপ ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াও জায়েয নয়।

(৩) হজ্জ অথবা ওমরাহ্র এহরাম পরিধানকারিণী মহিলা, যতক্ষণ না এহরাম খুলে হালাল হবে।

এ ছাড়া আরো কিছু মহিলা রয়েছে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, কিন্তু দীর্ঘতার আশংকায় তাদের উল্লেখ করলাম না। উল্লেখ্য যে, ঋতুজনিতা মহিলাকে বিবাহ করা হারাম নয়, তবে ঋতু থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সংগম করা যাবে না।

---

৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬৭।

১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬০ 'মুহাররেমাত' অনুচ্ছেদ।

বিবাহের বৈধ সংখ্যাঃ

বিবাহের ব্যাপারে মানুষকে লাগামহীন ভাবে তাদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেওয়া এমন একটি বিষয় ছিল, যা ডেকে আনত অরাজকতা, যুলুম-অত্যাচার এবং স্ত্রীদের অধিকার আদায়ে অক্ষমতা। অনুরূপভাবে একজন স্ত্রীর উপরে তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে দেয়াও অন্যায় তথা অবৈধ উপায়ে প্রবৃত্তির তাড়না লাঘব করতে উদ্বুদ্ধ করত। তাই শরীয়ত প্রণেতা মানুষকে চারটি পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ এটি এমন একটি সংখ্যা, যাতে স্বামী ইনছাফ প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রীত্বের অধিকার আদায়ে সক্ষম থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয়, তন্মধ্য থেকে দুইজন, তিনজন ও চারজন নারীকে বিবাহ কর। কিন্তু যদি আশংকা কর যে, তোমরা তাদের সাথে ইনছাফ করতে পারবে না, তবে একজন স্ত্রীই গ্রহণ কর' *(নিসা ৩)*। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে গায়লান ছাক্বাফী নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার নিকট দশজন স্ত্রী ছিল। নবী (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিলেন যে, চারজন স্ত্রী রেখে বাকীদের তালাক দিয়ে দাও। ক্বায়েস বিন হারিছ নামক জনৈক ছাহাবী বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার নিকট আটজন স্ত্রী ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এর উল্লেখ করলে তিনি আমাকে মাত্র চারজন রাখার অনুমতি দেন।

বিবাহের কৌশলগত কারণঃ

জানা আবশ্যক যে, ইসলামের বিধানসমূহ কৌশলপূর্ণ। আর সমস্ত বিধানই তার উপযুক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত। এতে অনর্থক বা অযুক্তির কিছুই নেই। কেননা এগুলি মহাকৌশলী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। তবে সমস্ত কৌশল কি সৃষ্টির জানা আছে? মানুষের জ্ঞান, চিন্তাধারা ও বিদ্যা-বুদ্ধি একেবারে সীমিত। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, সে সব কিছুই জানতে পারবে এবং এটাও অসম্ভব যে, তাকে সব ধরনের জ্ঞান দান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদেরকে খুব অল্প জ্ঞান দান করা হয়েছে' *(ইসরা ৮৫)*। অতএব শরীয়তের যে বিধানগুলি আল্লাহপাক আমাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। চাই আমরা তার কৌশল জানি বা না জানি। কেননা এর কৌশল না জানার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবেই এর মধ্যে কোন কৌশল নিহিত নেই। বরং এর অর্থ হবে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং বোধশক্তি দিয়ে তার কৌশল জানার অক্ষমতা।

বিবাহের কৌশল সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

(১) স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হিফাযত ও সংরক্ষণ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটা দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে, আর লজ্জাস্থানকে সংরক্ষিত করে'।[১১]

(২) সমাজকে অসদাচরণ ও চারিত্রিক বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করা। যদি বিবাহের অনুমোদন না থাকত, তবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অশ্লীলতা চরম আকারে বিস্তৃতি লাভ করত।

(৩) স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দাবী ও সম্পর্কানুসারে একে অপর থেকে স্বাদ উপভোগ করা। তাই পুরুষ সঠিক ভাবে মহিলার পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, পানাহার সহ যাবতীয় দায়ভার বহন করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এবং তোমাদের উপর ন্যায় বিচারের সাথে তাদের পানাহার ও পোষাক পরিচ্ছদের ভার অর্পিত হয়েছে। অনুরূপ মহিলাও ঘরের পরিচালনা ও সংস্কারের মাধ্যমে পুরুষের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে'।[১২]

(৪) বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক গঠন। অনেক পরিবার রয়েছে, যারা একে অপর থেকে অনেক দূরে ছিল, পারস্পরিক কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু বিবাহের কারণে তারা একে অপরের অতি নিকটের তথা আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যান।

(৫) সুসংগঠিত ভাবে মানবজাতির স্থায়িত্ব। কেননা বিবাহ বংশ বৃদ্ধির কারণ। যার মধ্যে মানুষের জাতীয় স্থায়িত্ব অটুট থাকে। আল্লাহ বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সহধর্মিণীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী বিস্তৃত করেছেন' *(নিসা ১)*। যদি বিবাহের বিধান না থাকত, তাহ'লে নিম্নে বর্ণিত দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি অবশ্যই সংঘটিত হ'ত। (ক) মানবজাতির ধ্বংস ও বিনাশ। অথবা (খ) এমন মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যেত, যারা অবৈধ সংগমের দ্বারা সৃষ্ট, যাদের কোন মূল ভিত্তি পাওয়া যেত না এবং তারা সৎ চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিতও থাকত না।

এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। নবী করীম (ছাঃ) অধিক জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি এর দ্বারা অন্যান্য উম্মত ও নবীদের উপর গৌরব বোধ করবেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন করা হয়? তার কারণ কি রিযিকের সংকীর্ণতার ভয়? না লালন-পালনের চাপ? যদি প্রথমটি হয়, তাহ'লে তা হবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর সৃষ্ট সকলকেই তিনি অবশ্যই রুযি দান করবেন। কারণ তিনি বলেন, 'যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রিযিকদানের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

১২. *আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৫৯ 'মহিলাদের দেখাশুনা ও প্রত্যেকের অধিকার' অনুচ্ছেদ।*

নয়' *(হূদ ৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'এমন অনেক প্রাণী আছে, যারা তাদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী' *(আনকাবূত ৬০)*। যারা দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদের হত্যা করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করি' *(ইসরা ৩১)*।

আর যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণ লালন-পালনের ক্লান্তি ও চাপের ভয় হয়, তবে এটাও ভুল হবে। কারণ অনেক পরিবার এমন রয়েছে, যাদের সন্তানদের সংখ্যা অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও তারা লালন-পালনে কতইনা ক্লান্তি বোধ করে থাকে। আবার অনেক পরিবার এমনও রয়েছে, যাদের সন্তান তাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও অতি সহজে লালন-পালনের কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং লালন-পালনে কষ্টবোধ করা আর না করা সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার তাওফীকের উপর নির্ভর করে। বান্দা যখন আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং শরীয়তের বিধান মেনে চলবে, তখন আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপকে সহজ করে দেন' (তালাক্ব ৪)।

যখন প্রমাণিত হ'ল যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ শরীয়ত বিরোধী কাজ, তখন প্রশ্ন হ'ল, মায়ের শারীরিক অবস্থার কারণে জন্ম বিরতীকরণও কি অবৈধ? উত্তরঃ না। মায়ের শারীরিক অবস্থার কারণে সাময়িক জন্ম বিরতীকরণ অবৈধ নয়। স্বামী-স্ত্রী অথবা তাদের দু'জনের কোন একজন এমন পদ্ধতির আশ্রয় নিবে, যা নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভধারণের অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এ ধরনের কাজ জায়েয, যদি স্বামী-স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকে। যেমন স্ত্রী যদি দুর্বল হয় এবং গর্ভধারণে তার দুর্বলতা বৃদ্ধির আশংকা থাকে, কিংবা যদি স্ত্রী অত্যাধিক গর্ভধারিণী হয়, এমতাবস্থায় স্বামীর সন্তুষ্টিতে কোন কৌশল অবলম্বন করাতে কোন দোষ নেই। যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গর্ভধারণে বাধা সৃষ্টি করবে।

বিবাহে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত বিধান পালিত হয়ঃ

বিবাহে বেশ কয়েকটি বিধান পর্যায়ক্রমে পালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নরূপ-

(১) মোহরঃ বিয়ে করার সময় মোহর দেওয়ার কথা প্রমাণিত। চাই এর শর্ত করুক বা না করুক। আক্বদের কারণে যে মাল-সম্পদ স্ত্রীকে দেওয়া হয়, সেটাকেই মোহর বলা হয়। যদি নির্ধারিত হয়, তাহ'লে নির্ধারিত পরিমাণই দিতে হবে। চাই কম হোক বা বেশি। আর যদি নির্ধারিত না হয় যেমন, বিয়ে করল কিন্তু মোহর আদায় করল না এবং এর নামও নিল না, তাহ'লে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে 'মোহরে মিছাল' দেওয়া। অর্থাৎ প্রচলিত মোহর অনুপাতে দেওয়া। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের মোহর প্রদান কর' *(নিসা ৪)*। আর যেভাবে মোহর সরাসরি সম্পদ হ'তে পারে, অনুরূপ কোন প্রকারের লাভ ও উপকারও মোহর হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মহিলাকে একজন পুরুষের সাথে এই শর্তে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে মহিলাকে কুরআনের কিছু আয়াত শিখিয়ে দিবে।[১৩]

(২) ওয়ালীমাঃ বিবাহের দিনগুলিতে স্বামী কর্তৃক খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন এবং লোকজনকে এই জন্য আহ্বান করাকে 'ওয়ালীমা' বলা হয়। এটা নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত সুন্নাত। নবী করীম (ছাঃ) নিজেও ওয়ালীমা করেছেন এবং এর জন্য নির্দেশও দিয়েছেন।[১৪] কিন্তু ওয়ালীমাতে অবৈধ ব্যয় থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। এটা স্বামীর অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পাদন করা উচিত।

(৩) স্বামী-স্ত্রী এবং উভয়ের পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক গঠনঃ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। আর এই সম্পর্ক সমাজে প্রচলিত অনেক অধিকারকে স্বামীর উপর ওয়াজিব করে। তাই যখনই সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, নির্দিষ্ট পরিমাণে কয়েকটি দাবীও প্রমাণিত হয়।

(৪) মুহরাম হওয়ার সম্পর্কঃ স্বামী তার স্ত্রীর মা, দাদী-নানী এভাবে যতই উপরে যাক তাদের মুহরাম হবে। এভাবে স্ত্রীর মেয়ে, তার ছেলেরে মেয়ে, তার মেয়ের মেয়ে এভাবে যতই নীচে যাক না কেন, তাদের সকলের জন্য স্বামী মুহরাম হবে। যদি তাদের মায়ের সাথে সহবাস করে থাকে। অনুরূপ স্ত্রীও স্বামীর পিতা, দাদা-নানা এভাবে যতই উপরে যাক তাদের জন্য এবং স্বামীর ছেলে, ছেলের ছেলে সকলের জন্য মুহরাম বলে গণ্য হবে।

(৫) উত্তরাধিকারিত্বঃ যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে শরীয়ত অনুযায়ী সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে, তখনই তাদের পরস্পরের মধ্যে উত্তারাধিকারিত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমরা পাবে, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তান হ'লে, রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমরা পাবে যখন তাদের কৃত অছিয়ত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রয়েছে তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট-ভাগের এক ভাগ। এটাও তখন কার্যকরী হবে, যখন তোমাদের অছিয়ত পূরণ করা হবে আর যে ঋণ রেখে গেছ তা আদায় করা হবে' *(নিসা ১২)*।

তালাকঃ

শাব্দিক উচ্চারণ কিংবা লিখিত অথবা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে 'তালাক' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তালাক একটি অপসন্দনীয় কাজ। কারণ এতে বিবাহের উদ্দেশ্য সমূহের বিচ্ছেদ ঘটে এবং

---

১৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২ 'যোহর' অনুচ্ছেদ।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ।

পরিবার দ্বিখণ্ডিত হয়। যেহেতু কখনো কখনো স্বামীর সাথে স্ত্রীর থাকাটা কষ্টদায়ক হয়ে পড়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তালাক দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, সেহেতু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হ'ল যে, তিনি বান্দাদের জন্য তালাক বৈধ করে দিলেন এবং তাদেরকে সংকীর্ণতা ও কষ্ট স্বীকারে আবদ্ধ রাখলেন না। সুতরাং যখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, তখন তার পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া দোষণীয় নয়। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব।

(১) হায়েয (ঋতু) অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিবে না। যদি কেউ হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তাহ'লে সে যেন আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যাচরণ করল এবং হারাম কাজে লিপ্ত হ'ল। এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হ'ল যে, সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাছে রাখবে। অতঃপর পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তালাক দিবে। তবে উত্তম হ'ল, দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তাকে তালাক না দেওয়া। অতঃপর যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে, তখন ইচ্ছা করলে তাকে রাখবে অথবা তালাক দিবে।

(২) এমন তহুরে (পবিত্রাবস্থা) তালাক দিবে না, যে তহুরে সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে যতক্ষণ না গর্ভধারণ প্রকাশ হয়ে যাবে। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইবে এমতাবস্থায় যে, স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সে তার সাথে সহবাস করেছে, তাহ'লে তালাক দিবে না যতক্ষণ না স্ত্রী দ্বিতীয় বার হায়েয মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। যদিও সে সময় দীর্ঘ হয়ে যায়। তারপর যদি চায় তাহ'লে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে। হ্যাঁ, যদি গর্ভধারণ প্রকাশ পায়, তাহ'লে তালাক দেওয়াতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে' *(তালাক্ব ১)*।

(৩) স্ত্রীকে এক সাথে একের অধিক তালাক প্রদান করবে না। কেননা এক সাথে তিন তালাক প্রদান করা হারাম। নবী করীম (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন যে তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়েছিল, 'আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হবে? এমনকি এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব না'?।[১৫] তবে এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাকে রাজ'ই হিসাবে গণ্য হবে।[১৬] অনেক মানুষ তালাকের বিধান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাই তারা যখন তালাক দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে, তখন সময় বা সংখ্যার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই তালাক দিয়ে দেয়। বান্দার উপর ওয়াজিব হ'ল, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা এবং সীমালংঘন না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যে কেউ আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমাসমূহ লংঘন করবে, সে নিজের উপর যুলুম করবে' *(তালাক্ব ১)*। তিনি আরো বলেন, 'আর যারাই আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে, তারাই যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

তালাকের উপর পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত বিধান কার্যকরঃ

যেহেতু তালাক মানে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন, সেহেতু এই বিচ্ছেদের উপর কয়েকটি বিধান পর্যায়ক্রমে কার্যকর হয়। যেমন-

(১) স্ত্রীর জন্য ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করা ওয়াজিব। যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে এবং তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করে থাকে। যদি সহবাসের আগে কিংবা একাকী সাক্ষাতের আগেই তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহ'লে তার জন্য ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ করবে এবং স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে তালাক দিবে, তখন তোমাদের দিক থেকে তাদের কোন ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হবে না' *(আহযাব ৪৯)*।

(২) স্বামীর জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে যদি এই তালাকের পূর্বে আরো দু'বার তালাক দিয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে থাকে এবং ইদ্দতের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নেয় অথবা ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আবার তাকে বিবাহ করে, তারপর আবার তাকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, তাহ'লে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ করবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করবে। অতঃপর সেচ্ছায় দ্বিতীয় স্বামী কোনদিন তালাক দিলেই তবে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তালাক দু'বার। অতঃপর নিয়মানুযায়ী তাকে রাখতে পার কিংবা সৎভাবে পরিত্যাগ করতে পার' *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা সবাইকে উপকৃত করেন। আর এ উম্মতের মধ্যে এমন উত্তরসূরী তৈরী করেন, যারা আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হবে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহের সংরক্ষরণকারী হবে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শক হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না এবং আমাদেরকে তোমার করুণা দান কর। তুমি প্রচুর দানকারী। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। আমীন!!

[সংশোধিত ও সংক্ষেপায়িত -সম্পাদক]

---

১৫. নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৯২; মুহাল্লা ৯/৩৮৮ টীকা, মাসআলা ১৯৪৫; যাদুল মা'আদ ৫/২২০-২১।

১৬. মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯।

উছূলে ফিক্বহ ও ফিক্বহের মধ্যকার বৈপরীত্য

-আব্দুল মালেক*

ইসলামকে আমরা গতিশীল জীবন ব্যবস্থা বলে জানি। এই গতিশীলতা রক্ষা পাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি সমাধান গ্রহণের মাধ্যমে এবং সরাসরি না মিললে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এ কথাই বলেছেন। কিন্তু আমরা আজ পূর্ববর্তীদের উপর ভরসা করে বসে আছি। ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে বলে তার স্বরে চিৎকার করছি। পূর্বসূরিরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত বা উদ্ভূত সব সমস্যার সমাধান করে গেছেন, এখন আর ইজতিহাদের কোন দরকার নেই বলে ঘোষণা দিচ্ছি। আমরা বলছি, ইমামগণ যে সব মাসআলা দিয়েছেন তার সবই কুরআন-হাদীছের আলোকে উত্তীর্ণ, তাতে কোন ভুল নেই। ভুল হবে কেবল তাদের রাস্তা ছেড়ে দিলে।

পূর্বসূরি ইমামগণও মানুষ ছিলেন। মানুষের ভুল হয়। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদেরও ভুল হ'তে পারে। কিন্তু তাঁদের প্রতি ভুল আরোপকে আমরা কখনই মেনে নিতে পারি না। এ এক প্রকার গোঁড়ামী। ইমামগণ বলে গেছেন, 'হাদীছ ছহীহ হ'লে তাই তাঁদের মত বলে গণ্য হবে। তাঁদের মত হাদীছের বিপরীত হ'লে তা তাঁরা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারতে বলেছেন'। অথচ মাযহাব নাম প্রাপ্তির পর যে সব ফিক্বহ গ্রন্থ উছূলে ফিক্বহের আলোকে রচিত হয়েছে তাতে যে ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করা হয়েছে তা ধ্রুব সত্য। ইমামগণের মৃত্যুর পর কি এমন একটা ছহীহ হাদীছও পাওয়া যায়নি, যা প্রচলিত মাযহাব সমূহের ইমামদের মত বিরুদ্ধ? যদি পাওয়া যেয়ে থাকে, তাহ'লে তা সংশোধন করা হয়েছে কি?

আমাদের দেশে প্রচলিত হানাফী মাযহাবের উছূলে ফিক্বহ ও ফিক্বহ শাস্ত্রে কি কোন অসামঞ্জস্য নেই? অবশ্যই আছে। এসব উছূল তাদের দাবী মতই ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হওয়ার অনেক পূর্বে রচিত। মুজতাহিদদের উছূল বা নীতিমালায় অসামঞ্জস্যতা থাকার কথা নয়। কিন্তু যে করেই হোক তা থেকে গেছে। এতেই প্রমাণিত হয়, আমরা তাঁদের যোগ্যতার উপর অলৌকিকত্ব ও অসাধারণত্ব আরোপ করলেও তাঁরা নির্ভুল নন এবং চোখ কান বন্ধ করে তাদের অনুসরণ করা চলে না। কুরআন-হাদীছ অনুসরণ করতে গিয়েই কেবল তাদের অনুসরণ করা যাবে। যুগে যুগে যে সব সমস্যা উদ্ভূত হবে ইসলামের গতিশীলতার স্বার্থেই সমকালীন মুজতাহিদগণ তার সমাধান দিবেন। এ জন্য ইজতিহাদের দ্বার কখনও রুদ্ধ হ'তে পারে না বা এই দুনিয়া মুজতাহিদশূন্য হ'তে পারে না। যদি তা হয় তবে ক্বিয়ামত অতীব নিকটবর্তী বলে বুঝতে হবে।

ভুল ধরার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে নিজেদের আমল-আক্বীদা সংশোধনের নিমিত্ত আলোচ্য নিবন্ধে উছূলে ফিক্বহ ও ফিক্বহ শাস্ত্রের কিছু কথা ও কিছু অসামঞ্জস্য তুলে ধরা হ'ল।-

প্রথমতঃ উছূলে ফিক্বহ ও ফিক্বহ শাস্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি, যাতে সাধারণ মানুষ সবাই বিষয়টি বুঝতে পারে।

'উছূলুল ফিক্বহ' একটি সম্বন্ধবাচক শব্দ। এখানে দু'টি পদ রয়েছে। (এক) উছূল (দুই) আল-ফিক্বহ।

'উছূল' শব্দটি 'আছল' -এর বহুবচন। এর অর্থ মূল বা ভিত্তি, যার উপর কোন কিছু গড়ে তোলা হয়। শব্দটি এখানে দলীল অর্থে এসেছে। অর্থাৎ ফিক্বহ শাস্ত্রের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস ইত্যাদি কিভাবে কতটুকু দলীল হ'ল এবং কোন্ গুণের ভিত্তিতে এসব দলীলের কোন্টি দ্বারা ফরয, কোন্টি দ্বারা ওয়াজিব, কোন্টি দ্বারা সুন্নাত, কোন্টি দ্বারা মুবাহ এবং কোন্টি দ্বারা উহাদের বিপরীত হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি সাব্যস্ত হয়েছে, তা উছূলে ফিক্বাহতে তুলে ধরা হয়।

আর 'ফিক্বহ' হ'ল শরীয়তের আমলমূলক আহকাম সংক্রান্ত বিদ্যা, যাতে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ ফিক্বহের কোন মাসআলা বলার সাথে সাথে তা কুরআন থেকে উদ্ধৃত হ'লে সংশ্লিষ্ট আয়াতের উল্লেখ থাকবে। আর যদি আয়াতের সমর্থনে হাদীছ থাকে তাহ'লে তাও উল্লেখ থাকবে। কুরআন থেকে দলীল না থাকলে ঐ মাসআলাটি হাদীছ সম্মত কি-না তা বলা হবে। হাদীছ হ'লে বর্ণনাকারী ও গ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকবে। এ দু'টি থেকে না হ'লে ইজমা ও ইজতিহাদের যে কোন একটি প্রমাণের উল্লেখ থাকবে। যে ইমাম ফিক্বহ শাস্ত্র তৈরী করেছেন, দলীল প্রদানের দায়িত্ব তাঁরই। তিনি মাসআলা উদ্ভাবন করবেন আর দলীল অন্যেরা তাঁর নামে যোগাড় করবেন, তা অযৌক্তিক। কেননা সংশ্লিষ্ট মাসআলায় তাঁর নিকট যে এটাই দলীল হবে, তা অন্যেরা কি করে বুঝলেন? অথচ হানাফী ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। কারণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহের উপর কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এমনকি এই গ্রন্থগুলি সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনেও লেখা হয়নি। অতএব তাঁর নামে রচিত মাযহাবী গ্রন্থে কোন প্রক্ষেপণ থাকলে তার দায়ভার ইমামের উপর পড়ে না; বরং তা পরবর্তী কালের উছূলবেত্তা ও ফিক্বহবেত্তাদের উপরই বর্তাবে।

আলোচনার জন্য এখানে বিখ্যাত উছূলে ফিক্বহ গ্রন্থ 'নূরুল আনোয়ারে'র কিছু উছূল বা নীতিমালা তুলে ধরা হ'ল।-

(১) খাছ (خاص)ঃ 'খাছ' উছূলে ফিক্বহের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে

* শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

শব্দ গঠিত হয়, তাকে খাছ বলে। খাছের হুকুম বা প্রভাব এই যে, খাছকৃত বা খাছ দ্বারা নির্দেশিত বিষয়কে অকাট্যভাবে নিজ গণ্ডীভুক্ত করে এবং নিজে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হওয়ার জন্য ব্যাখ্যামূলক কোন বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।[১]

খাছের এই সংজ্ঞা ও হুকুম কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য ঠিক একই ভাবে সুন্নাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[২]

এতদানুসারে 'খাছ' কুরআন থেকে হোক কিংবা হাদীছ (সুন্নাহ) থেকে হোক উভয়ের সমমর্যাদা পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু বাস্তব সত্য হ'ল, কুরআনের খাছ আর হাদীছের খাছের মূল্য এক নয়। সুন্নাহ থেকে কুরআন উপরে।[৩] এ কি এক যাত্রায় দুই ফল নয়?

তাফরী'আতের আলোচনায় খাছের হুকুমের ভিত্তিতে বলা হয়েছে- কুরআন থেকে যা সাব্যস্ত হবে তা হবে ফরয। কেননা তা অকাট্য। আর সুন্নাত দ্বারা যা সাব্যস্ত হবে তা হবে ওয়াজি। কেননা তা যন্নী বা ধারণা সম্ভূত।[৪]

এই মূলনীতির আলোকে হানাফী মাযহাবে সকল প্রকার ফরয কুরআন হ'তে সাব্যস্ত করার কথা ছিল এবং সুন্নাত দ্বারা কোন ফরয সাব্যস্ত না করা উচিৎ ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তারা এই মূলনীতির উপর অটল থাকেনি, যদিও জনগণের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে, কুরআন দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয়, হাদীছ দ্বারা হয় না। যেমন-

(১) আমরা যে ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি তার কথা কুরআনে থাকলেও ছালাত কখন শুরু এবং কখন শেষ হবে সে কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। সেকথা রয়েছে সুন্নাহ্র মধ্যে। ওয়াক্তের মধ্যে ছালাত আদায় করা ফরয। আর এই ওয়াক্তের শুরু ও শেষ সাব্যস্ত হয়েছে হাদীছ দ্বারা।

(২) দিন-রাতে আমাদের উপর শুক্রবারে ১৫ রাক'আত ও অন্যদিনে ১৭ রাক'আত ছালাত আদায় ফরয। কিন্তু এই ১৭ রাক'আতের এক রাক'আতেরও উল্লেখ কুরআনে নেই। সবই হাদীছ থেকে গৃহীত।

(৩) ছালাতের রুকন ৭টি। তন্মধ্যে শেষ বৈঠক ও খুরূজ বি ছান'ইহী বা মুছল্লীর স্বকর্মের দ্বারা ছালাত শেষ করা দু'টি ফরয।[৫] এই দু'টির কথা কুরআনের কোথাও নেই। প্রথমটির কথা হাদীছে থাকলেও দ্বিতীয়টি হাদীছেও নেই। বুরদায়ীর বর্ণনামতে এ কথা শি'আ ইছনা আশারিয়াদের থেকে গৃহীত।[৬]

(৪) ছালাতে কিরা'আত পড়া ফরয এবং এই ফরয কিরা'আতের পরিমাণ এক আয়াত, চাই তা ক্ষুদ্র হোক।[৭] কিন্তু নূন্যতম এক আয়াতই যে ফরয তাতো কুরআনে নেই। কোন্ দলীলে এটা নির্ণীত হ'ল?

(৫) যোহর ছালাতের ওয়াক্তে জুম'আর ছালাত পড়তে হবে। (ফিক্বহের সকল গ্রন্থ)। কিন্তু জুম'আ যে যোহরের ওয়াক্তেই পড়তে হবে এমন দলীল হাদীছ ছাড়া কুরআনের কি কোথাও আছে?

(৬) যাকাত বছর শেষে ফরয হয় এবং যাকাতের দ্রব্যাদির শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দেওয়া ফরয। এটা কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা ফরয হয়েছে? এ সবই হাদীছের কথা।

(৭) ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে আক্বলমন্দ বা সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া দু'টি সাধারণ শর্ত। এতদ্ব্যতীত কোন ইবাদতই ফরয হয় না। কিন্তু এ শর্ত দু'টি হাদীছ ছাড়া কুরআনের কোথাও আছে কি?

(৮) যাকাতের জন্য নিছাবের অধিকারী হওয়া শর্ত। কিন্তু এই শর্তের কথা হাদীছ ছাড়া কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই।

(৯) আরাফার ময়দানে অবস্থান হজ্জের ফরয কাজ। হাদীছ ছাড়া কুরআনের কোথাও আরাফায় অবস্থানের বর্ণনা নেই।

(১০) ইহরাম বাঁধা ফরয হওয়ার পেছনেও কুরআনের কোন দলীল নেই।

এ জাতীয় উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে, মূলনীতি নির্ধারণ করা হ'ল কুরআন দ্বারা ফরয এবং সুন্নাহ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। অথচ উল্লেখিত ফরযগুলির পেছনে কুরআনের কোন আয়াত নেই। তাহ'লে কি উক্ত মূলনীতিটা ভুল? হাদীছ দ্বারাও কি তাহ'লে ফরয সাব্যস্ত হবে? নতুবা এ ফরযগুলি কিভাবে সাব্যস্ত হ'ল?

(২) 'আমর' (أمر) বা অনুজ্ঞাঃ আদেশদাতা নিজেকে বড় মনে করে কাউকে আদেশ সূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করলে তাকে أمر বা অনুজ্ঞা বলে।

শরীয়তের কোন ফরয সাব্যস্ত করতে এই অনুজ্ঞার (أمر) সবিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 'আমর' বা অনুজ্ঞার শব্দ ব্যতীত কোন ফরয সাব্যস্ত হওয়ার নয়। কেননা বিষয়বিরুদ্ধ কিছু না ঘটলে 'আমর' দ্বারা কেবল ফরযই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আমরের জন্য ফরয ও ফরযের জন্য আমর পরস্পরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর আমর যেহেতু বাচনিক শব্দ তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম দ্বারা কোন ফরয সাব্যস্ত হবে না, যদবধি তিনি তা নিয়মিত না করেন।

---

১. *নূরুল আনওয়ার পৃঃ ১৪-১৫।*
২. *নূরুল আনওয়ার পৃঃ ১৭৫।*
৩. *নূরুল আনওয়ারঃ পৃঃ ১৬।*
৪. *নূরুল আনওয়ার পৃঃ ১৬।*
৫. *আইনী, শরহে কানয ১/৭২ পৃঃ।*
৬. *প্রাগুক্ত।*
৭. *আইনী, শরহে কানয ১/৮৮ পৃঃ।*

নিয়মিত করলে তাঁর আমল দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হবে। আর এখানে أمر বলতে আমরের নামপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, উত্তম পুরুষ, কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য সবগুলিকেই বুঝাবে।[৮]

এখানে বলা হয়েছে- ফরযের জন্য আমরের ছিগা অপরিহার্য।

আর নবী (ছাঃ)-এর কর্ম দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু তিনি কোন আমল নিয়মিত বা লাগাতার করলে, তা দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হবে।

এবার দেখা যাক, এই মূলনীতি কতটুকু মানা হয়েছে এবং কতটুকু মানা হয়নি।

(১) আমরা রাতে-দিনে যে ১৭ বা ১৫ রাক'আত ফরয ছালাত আদায় করি এর পিছনে কোন আমর বা আদেশসূচক শব্দ নেই। এই ফরয নবী (ছাঃ)-এর আমল থেকে নেওয়া হয়েছে।

(২) ছালাতে শেষ বৈঠক ফরয। কিন্তু এর পিছনে কোন আমর বা অনুজ্ঞাসূচক শব্দ না কুরআনে এসেছে না হাদীছে এসেছে। এই ফরযের দলীল হিসাবে আল্লামা আইনী শরহে কানয ১/৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

ولنا إنه عليه السلام أخذ بيد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعلمه التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك-

'আমাদের দলীল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের হাত ধরলেন এবং তাকে তাশাহ্হুদ 'ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' পর্যন্ত শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, যখন তুমি এটা করবে অথবা এটা বলবে, তখন তোমার ছালাত পূর্ণ হবে'।

এখানে দেখুন! কোন আমর বা অনুজ্ঞা নেই। এমনকি শেষ বৈঠক নামক কোন শব্দও এ হাদীছে নেই। তারপরও এটাকে ফরয বলা হ'ল কোন সূত্রে?

(৩) ছালাতে ও অন্যান্য ফরয ইবাদতে নিয়ত করা ফরয। সকল ইমামই একথায় একমত। কিন্তু 'তোমরা নিয়ত কর' এই রকম আদেশসূচক কোন শব্দ না কুরআনে আছে না হাদীছে আছে। সে হিসাবে উক্ত মূলনীতি অনুসারে নিয়ত ফরয হওয়া উচিৎ ছিল না। নিয়ত ফরয হওয়ার দলীল হ'ল-

(ক) وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ- 'তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) এতদ্ব্যতীত কোন আদেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র জন্য আনুগত্যকে খাঁটি করে কেবল তাঁর ইবাদত করবে' *(বাইয়িনাহ ৫)*।

(খ) হাদীছ إنما الاعمال بالنيات 'কর্মের মূল্যায়ণ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[৯] এখানেও 'আমর' বা আদেশ নেই।

(৪) জুম'আর ছালাত শহরেই কেবল বৈধ এবং রাষ্ট্রপতি কিংবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত জুম'আ হবে না, এমন কোন আমর সূচক শব্দ না কুরআনে আছে না হাদীছে আছে। অথচ হানাফী মাযহাবে এ দু'টোই জুম'আ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তমূলক ফরয।

(৫) যাকাত বছরান্তের নিছাব পরিমাণ সম্পদে দেওয়া ফরয। কিন্তু বছরান্তিকতা সম্পর্কে না কুরআনে কোন আদেশ আছে, না হাদীছে।

(৬) যাকাতের দ্রব্যের ৪০ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই ভাগ দেওয়ার কথা হাদীছে এসেছে। যথা- ليس فى أقل من عشرين دينارا صدقة وفى عشرين دينار نصف دينار-

'বিশ দীনারের কমে যাকাত নেই এবং বিশ দীনারে অর্ধ দীনার যাকাত রয়েছে।[১০] এখানে কোন অনুজ্ঞা আছে কি? অথচ মূলনীতিতে বলা হ'ল অনুজ্ঞা ছাড়া ফরয সাব্যস্ত হবে না।

(৭) আরাফার ময়দানে অবস্থান ফরয। তার দলীল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী الحج عرفة 'হজ্জ হ'ল আরাফা'। অর্থাৎ যে আরাফার অবস্থান পেল তার হজ্জ ছহীহ হ'ল।[১১] এখানে কি কোন আমর আছে?

এভাবে খুঁজলে আরো অনেক মাসআলা পাওয়া যাবে যেগুলি ফরয হওয়ার পিছনে আমর বা অনুজ্ঞার শব্দ নেই।

কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক মূলনীতি হচ্ছে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল দ্বারা ফরয সাব্যস্ত করা। কেননা তাঁর প্রচুর নিয়মিত আমল আছে। এমনকি যার সপক্ষে তিনি আদেশও দিয়েছেন, অথচ সেগুলিকে হানাফীগণ ফরয বলেননি। তাঁদের উক্ত মূলনীতি অনুসারে তা ফরয হওয়া আবশ্যক ছিল। নিম্নে এই সূত্রের কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল, যা সূত্রমতে ফরয হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু তারা তা ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা করে রেখেছে।

(১) দাড়ি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে রেখেছেন, অন্যদের রাখতে আদেশ করেছেন এবং না রাখলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তারপরও তাদের মতে দাড়ি রাখা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা।

---

৮. নূরুল আনোয়ার পৃঃ ২৪-২৬।

৯. বুখারী, মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১১৯ পৃঃ।

১০. শরহে কানয ১/১৮৫ পৃঃ।

১১. আহমাদ, আছহাবুস সুনান, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৬৩৫ পৃঃ।

(২) তিনি জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন। অসুস্থতা নিবন্ধন জীবনের শেষ ক'টি দিন জামা'আতে শরীক হননি। অথচ জামা'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা।

(৩) ছালাতের জন্য আযান ও ইক্বামত তিনি নিয়মিত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এগুলি ফরযের মর্যাদা পায়নি।

(৪) ওযূতে তিনি মিসওয়াক, কুল্লী, নাকে পানি প্রদানের মত আমলগুলি নিয়মিত করেছেন, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করেছেন। কিন্তু এগুলো সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা রয়ে গেছে।

(৫) ঈদের ছালাত শুরু হওয়া থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করেছেন এবং কুরবানী দিয়েছেন। কিন্তু এগুলো মাযহাবী ফিক্বহে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

(৬) রামাযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত ই'তেকাফ করেছেন। এক বৎসর না রাখার ফলে ক্বাযা করেছেন। উছূল মতে ই'তিকাফ ফরয হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তাকে সুন্নাতে কিফায়ার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

এভাবে সুন্নাত ও ওয়াজিবের উদাহরণ অনেক টানা যাবে, যেগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিরবচ্ছিন্নভাবে করেছেন অথচ তা ফরয হয়নি। সুতরাং এ উছূল বা মূলনীতির খেলাফ কিছু করা হয়েছে বলে ধরা পড়ল। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর লাগাতার আমল থেকে ফরয সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলা হ'লেও শুধুমাত্র তাঁর আমল থেকে একটি ফরয সাব্যস্ত করার নযীর আছে কি? তাহ'লে এ উছূল তৈরীর স্বার্থকতা কোথায়?

(৩) শারঈ আহকামঃ শারঈ আহকাম সম্পর্কে বলা হয়েছে উহা চার প্রকার। কেননা উহা এ থেকে মুক্ত নয় যে, উহাকে অস্বীকারকারী কাফের হবে কিংবা হবে না। প্রথম প্রকার হ'ল ফরয। দ্বিতীয় প্রকার আবার উহার থেকে মুক্ত নয় যে, উহাকে পরিত্যাগকারী শাস্তির সম্মুখীন হবে অথবা হবে না। প্রথম প্রকার হ'ল ওয়াজিব। দ্বিতীয় প্রকার আবার এর থেকে মুক্ত নয় যে, উহাকে তরককারী তিরস্কারের যোগ্য হবে অথবা হবে না। প্রথমটি সুন্নাত এবং দ্বিতীয়টি নফল। আর হারাম পরিহারের দিক দিয়ে ফরযের গোত্রভুক্ত এবং মাকরূহে তাহরীমী ওয়াজিবের গোত্রভুক্ত।[১২]

ফরয কেমন দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হবে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'উহা এমন দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হবে, যাতে কোন রকম সন্দেহ নেই'।[১৩] হানাফী মাযহাব মতে এমন দলীল কুরআন, সুন্নাতে মুতাওয়াতির ও ইজমায়ে আযীমাত। খবরে ওয়াহিদ ও ক্বিয়াস তাদের মতে যন্নী বা ধারণামূলক দলীল, যা সন্দেহমুক্ত নয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি খবরে ওয়াহিদ দ্বারাও ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন ছালাতের শেষ বৈঠক। শুধু তাই নয় খুরূজ বি ছান'ইহী বা স্বকর্মের দ্বারা ছালাত থেকে বেরিয়ে আসার কথা না কুরআনে আছে, না হাদীছে আছে। ক্বিয়াস দ্বারাই এই ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা ফরযের সংজ্ঞার সাথে একেবারে বেমানান।

ফরয অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক ফরয আছে, যা এক মাযহাবে ফরয হ'লেও অন্য মাযহাবে ফরয নয়। সেক্ষেত্রে এক মাযহাবের লোক সেগুলি ফরয বলে মানলেও অন্য মাযহাবপন্থীরা তার ফরযত্ব অস্বীকার করেছে। এমতাবস্থায় কি তাদের উপর ফরয অস্বীকারের ইলযাম আসবে না এবং তারা কি ফরয অস্বীকারের দরুণ কাফির হবে না?

উদাহরণ স্বরূপ- হানাফী মাযহাবে ছালাতে শেষ বৈঠক ফরয, কিন্তু মালেকী মাযহাবে তা সুন্নাত।[১৪] শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবে ছালাতে দরুদ শরীফ পড়া ফরয, কিন্তু হানাফী মতে তা সুন্নাত।[১৫] শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মতে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয, কিন্তু হানাফী মতে তা ওয়াজিব।[১৬] হানাফী মাযহাবে ফরয ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে ক্বিরাআত পড়া ওয়াজিব, অন্য রাক'আতগুলোতে মুস্তাহাব। কিন্তু শাফেঈ মাযহাবে সকল রাক'আতে এবং মালেকী মতে তিন রাক'আতে ক্বিরাআত পড়া ফরয।[১৭] হানাফী মতে ছালাতে 'তা'দীলুল আরকান' বা প্রশান্তির সাথে রুকূ, সিজদা আদায় ওয়াজিব। কিন্তু শাফেঈ ও আবু ইউসুফের মতে উহা ফরয। শাফেঈ মাযহাব মতে ছালাতে সালাম ফেরানো ফরয, কিন্তু হানাফী মতে উহা ওয়াজিবের উর্ধ্বে নয়। হানাফী মতে দুই পা ও কপাল মাটিতে লাগিয়ে দিলেই সিজদা হয়ে যাবে, কিন্তু অন্যান্য ইমামদের মতে সাত অঙ্গ মাটিতে না লাগালে সিজদা হবে না। উল্লেখিত অঙ্গগুলির সাথে দুই হাত ও দুই হাঁটু মাটিতে ঠেকানর কথা আছে। এক ছালাতের হালই যদি এই হয়, তাহ'লে অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে চিত্রটা কেমন হ'তে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

অনেকে বলেন, খুঁটিনাটি বা ছোটখাট বিষয়ে ইমামদের মতানৈক্য হয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। ফরয একটি মৌলিক বিষয়। এখানে ইমামদের যে মতানৈক্য রয়েছে, তা তো খোলাখুলি তুলে ধরা হ'ল। তারপরও কি উক্ত দাবীর যৌক্তিকতা ও সুযোগ রয়েছে?

শারঈ আহকামের ক্ষেত্রে ফরযের বিপরীত ধরা হয়েছে হারামকে এবং ওয়াজিবের বিপরীত কিছু নেই। কথা দাঁড়াল, ফরয তরক করলে হারাম করা হয় এবং হারাম কাজ করলে উহা থেকে বেঁচে থাকা যে ফরয ছিল তা তরক করা হয়। কিন্তু সুন্নাত তরক করলে কি হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে মৌখিক তিরস্কার ও পদাবনতির বেশি কিছু

১২. *নূরুল আওয়ার পৃঃ ১৬৫-১৬৬।*
১৩. *ঐ, পৃঃ ১৬৬।*
১৪. *শরহে কানয ১/৭২ পৃঃ।*
১৫. *ঐ, ১/৭৫ পৃঃ।*
১৬. *ঐ, পৃঃ ১/৭২।*
১৭. *ঐ, পৃঃ ১/৭৩।*

হবে না। এই উছূল ঠিক হ'লে হানাফী মাযহাবে দাড়ি মুণ্ডনের জন্য ভর্ৎসনার বেশি কিছু করা চলে না। কেননা তাদের মতে দাড়ি রাখা সুন্নাত। অথচ দাড়ি কামানো হানাফী মতে হারাম। আমরা উছূলে দেখলাম, হারামের বিপরীত ফরয। অতএব দাড়ি কামানো যখন হারাম হচ্ছে, তখন উহা রাখা ফরয হবে। আর যদি দাড়ি রাখা সুন্নাত হয়, তাহ'লে উহা কামানো হারাম হবে না। এরূপ উদাহরণ আরো আছে।

এভাবে উছূল বা মূলনীতির মধ্যেই রয়ে গেছে অনেক অসামঞ্জস্যতা। যার ফলে মাসআলা উদ্ভাবনে ভুল-ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্ভাবিত মূলনীতির উপরও থাকা সম্ভব হয়নি বলে মাসআলা বা ফৎওয়ায় অসামঞ্জস্যতা থেকে গেছে। এই অসামঞ্জস্যতার ফাঁক দিয়েই যুগে যুগে শত্রুরা ইসলামের নামে ইসলামের মধ্যে অনৈসলামী রীতি-নীতি ঢুকাতে সমর্থ হয়েছে। অতীতের জাবারিয়া, ক্বাদারিয়া, আশ'আরিয়া, মাতুরিদিয়া ইত্যাদি মতবাদ যেমন দর্শনের নামে ইসলামী আক্বীদায় ত্রুটি ঢুকিয়েছে, বর্তমানেও তেমনি পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র উদারনৈতিকতাবাদ ইত্যাদি মতবাদও ইসলামের স্বচ্ছ রূপকে ঘোলাটে করে দিচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদেরকে অবশ্যই কোথায় ভুল-ভ্রান্তি আছে তা খুঁজে দেখতে হবে। বস্তুতঃ ইজাতিহাদ বা গবেষণার দ্বার রুদ্ধ করার দাবীর মধ্যেই রয়ে গেছে মুসলিম জাতির মৃত্যুর পরওয়ানা। থেমে গেছে তার সকল গতিময়তা। বন্ধ হয়ে গেছে তার সৃষ্টিশীলতা। সে ব্যক্তি তাক্বলীদ করতে গিয়ে এখন যাহা বায়ান্ন তাহাই তিপ্পান্ন করে যে কোন মতবাদের তাক্বলীদ করছে। তাতে তার ধর্ম থাক আর যাক, যেন তাতে কিছু আসে যায় না। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদের করণীয় হচ্ছে-

* পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা।

* ইজতিহাদের দুয়ার উন্মুক্তকরণ।

* যাবতীয় মতবাদ পরিহার করে সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ।

* কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ।

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদের চলার পথে করণীয় ও বর্জনীয় সবই বলে দিয়েছেন। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পন্থা কী হবে তাও বলে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের সে পথেই এগুতে হবে। ভ্রান্তনীতি মেনে ইসলামের উপর শত্রুদের কুঠারাঘাত করার সুযোগ আমরা আপনা থেকে করে দিতে পারি না। অথচ উপরে আলোচিত মূলনীতিগুলিতে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। দয়াময় আল্লাহ আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন!!

***

ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম মনীষীদের বেড়াজালে ইসলাম

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল**

শাশ্বত ইসলাম। সর্বকালের মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র গ্যারান্টি। এই মহা সত্য অনুধাবনের মাধ্যমেই রয়েছে জীবনের সার্বিক সফলতা। সঠিক কথা বলার কারণে কেউ যদি মৌলবাদী কিংবা ধর্মান্ধ বলেন তাতে সত্যিকারের মুসলমানের কিছু যায় আসে না। কারণ সত্যের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। কথিত প্রাজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী তাঁদের যতই অবজ্ঞা করুক না কেন, তাঁরা সেটাকে আমলে না এনে হক্বের পথে সকলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে সদা উদগ্রীব। তাঁরা যথার্থই শান্তিকামী ও সকলের মঙ্গল সাধনে অগ্রসেনানী। ইসলাম হ'ল এমন এক সুমহান ধর্ম এবং পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, যার কোন বিকল্প নেই। তাইতো ইসলাম যিনি বুঝেছেন, তিনি যথাযথ ভাবেই সত্য এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক কালে 'মানবতার ধর্ম' বা 'মানবতাবাদী' এই কথাগুলো প্রায়শ শোনা যায়। মানবতার ধর্মের নামে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ইসলামের অনেক সুমহান নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে যথার্থ গবেষণা না করে অজ্ঞতা বশতঃ বিষোদগার ছড়িয়ে থাকেন। এই ক্ষেত্রে হাল যামানার মুসলিম মনীষীগণও যথেষ্ট অগ্রসর। প্রকৃতপক্ষে এঁরা চান আধুনিকতার সাথে সাদৃশ্য রাখতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার প্রয়োজন। যেমন জিহাদ, নারী নেতৃত্ব, পর্দা সহ শরীয়তের বিভিন্ন বিধান। এই সব ক্ষেত্রে যদি সংস্কারই কাম্য তাহ'লে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় তমসা বিদীর্ণ করে ইসলামের আবির্ভাব হ'ত না। যারা অভ্রান্ত জ্ঞান এবং সত্যের মানদণ্ড মহান আল্লাহ প্রদত্ত 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শাশ্বত অনুশাসনের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন কিংবা শিথীল করবার কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিন্তা করেন ও বলেন, তাদের মুসলিম হিসাবে পরিচিতি প্রদানের কোনই নৈতিক অধিকার নেই। মনে রাখতে হবে, মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি এবং তাঁদের নিজস্ব জীবনবিধান বিদ্যমান। যা চিরন্তন ও সর্বযুগেই প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য বা যে কোন বিজাতীয় মতবাদের সাথে আপসকামীতার প্রশ্ন তো আসতেই পারে না। তৎসংগে সচেতন থাকতে হবে কোনক্রমেই যাতে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ম্লান না হয়।

উদারতা কিংবা আধুনিকতার দোহাই প্রদান করতঃ যাঁরা ইসলামের সুমহান নীতির ইচ্ছামাফিক ব্যাখ্যা প্রদানে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা যে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছেন এটা তাঁরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, না কারো এজেন্ট হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তা নিয়ে চিন্তা করা এবং তাঁদের প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া অতীব প্রয়োজন। উল্লেখিত

* সুপারিনটেনডেন্ট, ভারাডাংগী দারুস-সুন্নাহ দাখিল মাদরাসা, বিরল, দিনাজপুর।

শ্রেণীর পূর্বসূরী হিসাবে যাঁদের মত ও পথের সাথে সচেতন ওলামায়ে কেরাম একমত হ'তে পারেননি, সেই ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হয়, পাশ্চাত্যপন্থী মননশীল মুসলিম মনীষা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন মুসলিম জাগরণের নামে ভারতবর্ষে বৃটিশদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে যেয়ে ইসলামের ঐতিহ্যকে ম্লান করেছেন। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তিনি শুধুই বৃটিশদের তোষামদি করার নিমিত্তে যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়' -এর মাধ্যমে চালু করেছিলেন, তাতে মুসলিম সমাজ আরো কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়েছিল।

শুধু তাই নয় 'ইসলামকে বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক ধর্ম প্রমাণ করার জন্যে তিনি ভাগ্য, ফেরেশতা, জ্বিন, কুমারীর গর্ভে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মকে অস্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজে গমনকে একটা সাধারণ স্বপ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষ বিচারের দিনে স্বশরীরে উপস্থিতি, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতিকেও অস্বীকার করে বলেছেন এগুলো শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ'।[১]

এইভাবে মনগড়া ও কপোলকল্পিত অসংখ্য শরীয়ত বিরোধী বক্তব্য প্রদান করেছেন। যে বিষয়ে হক্কানী আলেমগণ কঠোর সমালোচনা ও বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যেমন, ভারতবর্ষে নির্বাসন কালে 'প্যান ইসলামিজম'-এর মহান দ্রষ্টা আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) যখন সৈয়দ আহমাদের সাথে পরিচিত ও তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হন, অতঃপর তিনি তাঁর "AL-Urwah AL-Wuthqa" পত্রিকায় লিখেন- 'ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদেরকে চরিত্রহীন করার জন্যে স্যার সৈয়দ আহমাদ খানকে উপযুক্ত পাত্র হিসাবে দেখতে পেয়েছিলেন, এজন্য তারা তাকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন এবং আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন ও এটাকে মুসলমানদের কলেজ আখ্যায়িত করলেন, যাতে ঈমানদারদের সন্তানদের আকৃষ্ট করে তাদের মধ্যে নাস্তিকতা প্রচার করা যায়'।[২]

সৈয়দ আহমাদের সুযোগ্য উত্তরসূরী হ'লেন আলীগড়েরই কৃতী ছাত্র শী'আ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ও মু'তাযিলা মতবাদে প্রভাবান্বিত সৈয়দ আমীর আলী, যাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি "The spirit of Islam"। এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে তাঁর যে মেধা ও মননের পরিস্ফুটন হয়েছে, তা ইসলামের গতি তো দূরের কথা বরং গতি সঞ্চারের পরিবর্তে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিখাঁদ তাক্বওয়ার জন্য ইসলাম আজ এই পর্যন্ত এসেছে, তাঁদের বিভিন্নভাবে খাটো করতে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। শুধু তাই নয় তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার পর বিভ্রান্ত মতাবলম্বীদের মতকে অকপটে গ্রহণ ও পক্ষাবলম্বন করেছেন। বিশেষতঃ শী'আ মতবাদের ভ্রান্তিপূর্ণ বেড়াজালে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আবদ্ধ। যার ফলে বহু ইসলামী চিন্তাবিদ তার "The spirit of Islam"-কে দূর্গতিই মনে করেন।

স্ব-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ অনুধাবন করে মুসলিম ভারতে জাতীয়তা ও ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রবক্তা হয়ে পৌত্তলিকদের নিকট প্রিয় হয়ে উঠেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। যিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের একজন সক্রিয় প্রবক্তা হয়ে আজীবন ভারতীয় কংগ্রেসের একজন শ্রেষ্ঠতম কর্ণধার ছিলেন। ভাবতেও অবাক লাগে, মুসলিম মিল্লাতের জন্য তাঁদের অবদান কি?

আমাদের উপমহাদেশ ব্যতীত এহেন মতবাদ ও আদর্শপন্থী এবং বাতিলের সাথে আপসকামী ব্যক্তিত্ব আরো বহু দেশে আবির্ভূত হন। যাঁরা মুসলমানদের স্বার্থে কাজ না করে বাতিলের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন বললে ভুল হবে না, বরং তাঁদের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ও বিকাশে এবং উত্থানে বিজাতীয়গণই মূল ভূমিকা রেখেছেন। এই ক্ষেত্রে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের প্রফেসর জিয়া গোকলপ, যিনিই মূলতঃ আধুনিক তুরস্কের তুর্কী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। আর যার মতবাদের রূপায়নকারী হ'লেন কামাল আতাতুর্ক। এমনিভাবে আধুনিক মিসরের বর্তমান ধাঁচের চিন্তা-চেতনার অগ্রদূত হ'লেন শেখ মুহাম্মাদ আবদুহু। যিনি শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমা ধারার সাথে ইসলামকে মেশাতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর লালিত স্বপ্ন ছিল আল-আযহারের সংস্কার সাধন। বহু প্রচেষ্টা করে অবশ্য সেখানে তিনি সফল না হ'লেও একেবারে বিফল হননি।

শেখ আবদুহু'র স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯০৮ সালে 'কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর বিভিন্ন উদারপন্থী ধারা ও চিন্তাকে আরো প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করতঃ সফল যবনিকায় টেনে আনেন পর্দার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযানকারী ক্বাসিম আমীন ও মিসরের বুদ্ধিজীবীদের মূর্ত প্রতীক খ্যাত প্রফেসর ডক্টর ত্বাহা হোসাইন।

এই শিষ্যদ্বয় তাঁদের লেখনী দ্বারা ইসলামকে শুধু এক হাতই দেখাননি বরং ইসলামের তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছ যে ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয় এটাও প্রমাণের জন্য আদাজল পান করতঃ প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত জন মিসরের কুখ্যাত শাসক জামাল আবদুন নাছের-এর শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তাঁরই পরামর্শক্রমে আল-আযহারসহ সমগ্র মিসরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। মূলতঃ এইভাবে কতিপয় কথিত মুসলমান পণ্ডিত ইসলামী গবেষণার শ্লোগানের আবরণে ইসলামের

১. *মরিয়ম জামিলা, ইসলাম ও আধুনিকতা (ঢাকাঃ দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ), পৃঃ ৪৬।*

২. The reforms and religious ideas of sir Sayyid Ahmed khan, op. cit. pp 117-119.

মৌলিক বিশ্বাস এবং আচরণ সম্পর্কিত প্রাচ্যবাদীদের বক্তব্যকে কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে পড়েন।[৩] এইভাবে প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে মুসলমান নামধারী পণ্ডিতেরা যদি কুরআনকে অন্যান্য সাধারণ বই-এর মত একটি বই মনে করেন, তাহ'লে আল্লাহ না করুন কুরআন পর্যায়ক্রমে তার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং কুরআনের আনুগত্য বা তার প্রতি কেউ সম্মান দেখাবে না। সৈয়দ আমীর আলীর 'দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম', ডঃ ত্বাহা হোসাইনের "On pre Islamic poetry" এবং "The Future of Culture in Egypt", ক্বাসিম আমীনের The "New Women" এই বইগুলো কুরআনকে সেটাই প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে মুসলমানদের মাঝে কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম মনীষী মূলতঃ ইসলাম বিতাড়নের যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা শুরু করেন, তা বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসাবে বাস্তবায়িত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ এহেন চিন্তা-চেতনা নিয়েই নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দে মুসলিম দেশগুলোও প্রবেশ করেছে। মিথ্যার জয়-জয়কারে হতবিহ্বল মুসলিম উম্মাহ্। না জানি কোন ঈমানী পরীক্ষায় মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই বিভীষিকাময় পরিবেশে পাঠিয়েছেন।

আমাদের ফিরে যেতে হবে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অহিভিত্তিক শিক্ষা ও আদর্শে। ইসলাম মহান ধর্ম; একমাত্র চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা। অতএব, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বেড়াজাল হ'তে ইসলামকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। অন্যথায় মুক্তি নেই। নেমে আসবে জাহান্নামের বিভীষিকা। সুন্দর ধরণী হয়ে যাবে অনলকুণ্ড। হ'তে অবশ্য বাকীও নেই। এটাই হ'ল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার ফলাফল।

আশা করি জাতির অবক্ষয়-অবনতি, চারিত্রিক দেউলিয়াপনা, ক্রমঃ অধঃপতন এবং সর্বত্র বিরাজিত অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা সচেতন ব্যক্তিবর্গকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখাতে হবে না। সবকিছুই আমরা জ্ঞাত, বুঝি। তাই ধর্মের ভিত্তিতে তথা ইসলামের সুমহান নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের চিন্তার অসারতা বিশেষতঃ ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম মনীষীদের ভাবনার সংকীর্ণতা প্রমাণ করতঃ সেই বেড়াজাল হ'তে পবিত্র ইসলামকে মুক্ত করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

৩. *ইসলাম ও আধুনিকতা, পৃঃ ৫৯।*

আদর্শের দুর্ভিক্ষঃ জাতির অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণ

*-আহমাদ শরীফ**

দেশ এবং জাতি আজ এক ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় অবস্থায় নিপতিত। শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতিবোধ এবং জীবনের নিরাপত্তা বলতে আজ আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। গ্রামের পর্ণকুটির থেকে শুরু করে রাজধানীর প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলিতে পর্যন্ত কেউ এখন আর নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছে না। একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তির বোবা অনুভূতি যেন আজকাল সবার বুকের ভিতর গুমরে মরছে।

কি হবে এ জাতির? এ জিজ্ঞাসাই সচেতন, বিবেকবান মানুষের বিবেককে তাড়িত করছে। দিকভ্রান্ত মানুষের মত এদেশের মানুষ যেন দিশাহীন হয়ে পড়েছে। মহানবী (ছাঃ)-এর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী হাদীছে যেসব ভয়াবহ ফেতনার আগাম খবর দেয়া হয়েছে, সেসব ফেতনারই যেন কোন একটার আবর্তে আমরা পতিত হয়েছি। কূল-কিনারাহীন এই ফেতনার ঘূর্ণিপাকে পড়ে পরিত্রাহী চীৎকার ছাড়া আমাদের যেন করবার মত আর কিছুই নেই। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে একটা ভয়ঙ্কর হায়েনা চক্র এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইসলাম ও মুসলমানদের আদর্শ-ঐতিহ্য-বৈশিষ্ট্য, যা কিছু অর্জন ও গৌরবের, সেসব কিছুই গুঁড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ইসলাম, মুসলমান, দাড়ি, টুপি ও ফৎওয়া নিয়ে এদেশের কিছু সংখ্যক মানুষের যে গাত্রদাহ, তা সত্যিই অবাক করার মত বিষয়।

যে দানবীয় শক্তিটাকে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সাময়িকভাবে হ'লেও উচিৎ শিক্ষা দিয়ে এই উপমহাদেশে আমাদের জাতিসত্তাকে অন্ততঃ এক শতাব্দী কালের জন্য কিছুটা নিরাপদ করেছিলেন, বালাকোটের জিহাদের ময়দানে যে দানবদের হাতে আল্লাহ্র রাহে প্রাণ দিয়ে আমাদের জন্য আগামী দিনের পথ দেখিয়েছিলেন আমীরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমাদ শহীদ (রহঃ), সেই দানবদের অপশক্তির প্রেতচ্ছায়া আজ বাংলাদেশের বুকে নতুন বেশে, নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। এদের বিষাক্ত দন্তনখর শুধু আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জাতীয় মর্যাদাবোধকেই ধূলিসাৎ করে দিতে ক্ষান্ত হচ্ছে না, আমাদের দ্বীন, ঈমান, তাহযীব-তমুদ্দুন, শিক্ষা ও বোধ বিশ্বাসকে একের পর এক আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের আক্বীদার বিরুদ্ধে মুসলিম নামধারীদের কলমবাজি, চাপাবাজি সীমা অতিক্রম করেছে। রাজনীতির ময়দানে মুসলিম জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচিতি নিয়ে অগ্রসর হ'তে চাইলেই নানা অপবাদের আড়ালে সেই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়া হচ্ছে। গণ্ডায় গণ্ডায় সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রোনিক্স মিডিয়াকে লাগামহীন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামী বোধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

* *শিক্ষক, জগতপুর এডিনইচ সিনিয়র মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

মুসলিম উম্মাহ্‌র চিহ্নিত দুশমন ইহুদীদের মুখ থেকেও যে সব মিথ্যা ও অপবাদের কথা কল্পনা করা যায় না, তার চাইতেও জঘন্য বক্তব্য উদগীরণ করানো হচ্ছে নামে মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত এদেশের এক শ্রেণীর পক্ষ থেকে।

আজ চলছে ব্যাপক তথ্য-সন্ত্রাস। এ দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ইসলামের বিরুদ্ধে লাগাতারভাবে লিখে যাচ্ছে। সর্বোপরি সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, আকর্ষণীয় অনুসরণযোগ্য বাস্তব জীবন আদর্শের মডেলের অনুপস্থিত ও অভাব রয়েছে এদেশে। পরিণতিতে আদর্শের দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছে সর্বত্র। নীতিহীনতা ও মিথ্যার স্রোতে মানুষ আজ বিভ্রান্ত। ক্ষমতা ও শক্তির লড়াইয়ে মানুষ আজ কোনঠাসা ও অতীষ্ঠ। শাসনের পরিবর্তে চলছে ক্ষমতায়ন। শাসনকে স্থায়ীকরণের জন্য শুরু হয়েছে হীন চক্রান্ত। ইতিমধ্যে সারাদেশে তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ অঙ্গণে দলীয়করণ সমাপ্তির পথে। ক্ষমতার দাম্ভিকতায় ও অর্থের দাপটে দেশবাসী আজ শংকিত ও দিশেহারা। ফাকা বায়বীয় বক্তৃতাবাজী, চাপাবাজীর বাচালতায় জীবন প্রবাহে কান ঝালাপালা করছে।

সীমাহীন দুর্নীতি আর সন্ত্রাস সংক্রামক রোগের মত জর্জরিত করছে দেশটাকে। হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ণ, অপহরণ, ধর্ষণ, দখলের কোন বিচার নেই। বীভৎস কাণ্ড ঘটছে একের পর এক। মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে অনেক জনপদ। প্রত্যহ লাশের ছবি পত্রিকার বিশেষ অংশ জুড়ে থাকে। যেখানে ঠাঁই পায় ধর্ষিতার লাশ, চাঁদাবাজদের হাতে নিহত লাশ, সন্ত্রাসী মস্তান বাহিনীর আক্রমণে নেতা-কর্মীর লাশ।

দেশের মানুষের আজ নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তা নেই জান-মাল ও ইযযত-আব্রুর। ঘরের কোণে চুপটি মেরে বসে থাকতেও আজ জীবনের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন। দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় ধর্ষণকারী, সন্ত্রাসী, মাস্তান, চাঁদাবাজ, খুনী, দখলদার, অপহরণকারী ও কালোবাজারীরা। সন্ত্রাসী ও মাস্তানী কর্মকাণ্ড এখন নেতৃত্ব পাওয়ার এবং উপরে ওঠার একমাত্র সিঁড়ি।

দুঃশাসনে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, আন্তর্জাতিক তথা সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই অবক্ষয় ও অধঃপতন ঘটেছে সীমাহীন দলীয়করণের জন্য। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শক্তির দম্ভ, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বিস্তার, স্বৈরাচার ও যালেমশাহীর কালো থাবায় মানুষ আজ করছে হাহাকার। পাপাচার আর ব্যভিচারে ছেয়ে গেছে আজ সারা দুনিয়া। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বেড়েই চলেছে সুদ, ঘুষ আর মদ-জুয়া। অসভ্যতা আর বর্বরতার করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত মানব সভ্যতা।

বেহায়াপনা, নগ্নতার উলঙ্গ পথে বেড়েই চলেছে নারী ধর্ষণের মত পাশবিকতা। অজ্ঞতা, অশিক্ষা আর কুশিক্ষার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানবতা। নীতিবোধ ও ধর্মহীনতার অন্ধকারে বেড়েই চলেছে দুর্নীতি-দুরাচার। একবিংশ শতাব্দীর এ ক্ষণে নেমে এসেছে ফের জাহেলিয়াতের ঘোর আধার। খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি, লুটতারাজ, যালিমের পাপাচার ও ব্যভিচারে অনাচার ক্লিষ্ট এ মানব সমাজ।

দলীয় হানাহানি, শক্তির দম্ভ ও ক্ষমতার লড়াই, প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়া, নানাবিধ জঘন্য কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী ও ক্যাডারেরা। মৌলিক মানবাধিকার, ক্ষমা, মহত্ত্ব, উদারতা, রাজনৈতিক সহনশীলতা আজকে দুর্লভ। রাজনীতির ক্ষেত্রে চলছে সর্বত্রই জোর যুলুম আর নির্যাতনের তাণ্ডবলীলা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজকের সমাজে সৃষ্টি হয়েছে অবৈধ আয়ের নানাবিধ উৎস। ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাবকে অপব্যবহার করে ক্ষমতালিপ্সু ও সুবিধাবাদীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। আর গরীব শোষণ-নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে সততা আজ বিলুপ্ত প্রায়। চোরাচালানী, মজুদদারী, মুনাফাখোরীকে কোন অপরাধ বলেই আজকের সমাজ যেন অনুভব করছে না। মানুষ অর্থের পিছনেই হন্যে হয়ে ঘুরছে। পরকালীন চিন্তা, সেই জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহের চিন্তা-ভাবনার বিলুপ্তি ঘটেছে মানুষের জীবন থেকে। ধনলিপ্সা, ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হীন মানসিকতা, মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষে উধাও হয়েছে ন্যায়পরায়ণতা।

বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা সর্বত্র আজ দলীয় স্বার্থের কাছে পরাভূত। Justice delayed Justice denied এর প্রক্রিয়া দেখা যায় সর্বত্র। আজ সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে অবস্থা আমরা অবলোকন করছি তাহ'ল আমাদের বিচার ব্যবস্থায় উদ্বেগজনক অবনতি। সর্বত্র বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে। সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। যে বিচার ব্যবস্থা মানুষের মানবাধিকারকে সমুন্নত করে, তার পবিত্রতা আজ ভূলুণ্ঠিত। আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো ও শেখানো বিচার ব্যবস্থা হ'তে বঞ্চিত হয়েই আজ আমরা অশান্তি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি ভারাক্রান্ত বিচার-প্রহসনের শিকার হয়েছি।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও চলছে আজ চরম নৈরাজ্য। ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সত্যিকার অর্থে মানুষ তৈরীতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আজ চরম হতাশা। যুব সমাজের নিকট সঠিকভাবে আদর্শ উপস্থাপনের ব্যর্থতার কারণে ধর্মবিরাগী ও নাস্তিক্যবাদীর সংখ্যা বাড়ছে দিনদিন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের খোলস ঝেড়ে ফেলতেও অনেকে উন্মুখ। ইসলাম পন্থীগণ নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দলে লিপ্ত।

একদল বৈরাগ্যবাদের পূজারী, অন্য দল সমাজ সংস্কারে নিয়োজিত থেকে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। একদল ইসলামের কাটছাট চান, অপর দল কোনরূপ রিস্ক নিতে নারাজ। যাঁরা সত্যিকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি, তাদের মধ্যেও রয়েছে অনৈক্যের আবহ। স্ব স্ব কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, কার্যপ্রণালীর বিভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েই নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চলছে আন্দোলন।

সাথে সাথে একদল লোক ধোঁকাবাজি ও ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ হাছিলে ব্যস্ত। অন্যদিকে ইসলামের নামে পীর পূজা, কবর পূজা, আর মহাপবিত্র উরসের নামে মদ,

গাঁজা আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলেমদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলির ফলে মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর সে সুযোগে ইসলামের জাত শত্রুরা ফায়দা লুটছে। শিরক-বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দিন দিন বাড়ছে। 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' -এর বাস্তব প্রয়োগ সমাজে অনুপস্থিত।

দেড় হাযার বছরের দেশ শাসন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েও মুসলিম সমাজ আজ আদর্শ থেকে আহার্য পর্যন্ত অন্যের কাছে ভিখ মাগছে। প্রকৃতই যারা ইসলামকে ভালবাসে তাঁদের নিয়ে সমস্যা। অবাক দুঃখে অবলোকন করতে হয়। কী এক রহস্যময় কারণে তাঁদের মধ্যে ঐক্য নেই। বস্তুত অনৈক্য আজ অকারণে এক প্রস্তর-কঠিন রূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তার প্রতিপক্ষ কী দারুণভাবে ঐক্যবদ্ধ। সশস্ত্র আক্রমণে কেউ যখন এগিয়ে আসে, সব ধরনের মিডিয়া তাতে প্রাণপণ সাহায্য ও উৎসাহ দান করে। সকল অমুসলিমের লক্ষ্য ও কার্যক্রম একই মোহনায় মিলিত-ইসলামকে প্রতিরোধ করো, ইসলামের উত্থানকে যেকোন মূল্যে রুখে দাও। বড় আফসোস! সারা পৃথিবীর মুসলমান শত্রুদের এই দৃশ্য অদৃশ্য সকল তৎপরতার কথা বুঝে, কিন্তু কী যে কারণ মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয় না।

ঐক্যের কথা মুশরিকরা বুঝে ও সেই মত কর্মধারা প্রণয়ন করে। কিন্তু মুসলমান বুঝে না। অথচ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, শুধু এই অনৈক্যের কারণে মুসলমান আজ সর্বহারা। ইসলামের সুনিশ্চিত বিজয় আজ বাধাগ্রস্ত, প্রতিরুদ্ধ।

বর্তমানে আমরা জীবন প্রবাহের সর্বক্ষেত্রেই অধঃপতিত হয়েছি। নৈতিক, মানবিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের ধারা সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ অধঃপাত ও অবক্ষয়ের পেছনে রয়েছে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। শুধু আন্তর্জাতিকভাবেই নয় আমাদের নিজের দেশেই আমরা আমাদের লোকদের ষড়যন্ত্রের শিকার। আমাদের সকল প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা ও প্রতিহত করা আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সমাজের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শকে আমাদের জীবন প্রবাহের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ ও অনুকরণ করেই এ আদর্শের দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা ও প্রতিহত করা সম্ভব। এটাই হউক আমাদের অঙ্গীকার।

এই মুহূর্তে আমরা যদি মহানবী (ছাঃ)-এর অনুপম আদর্শকে আকড়ে ধরি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও সময় আছে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার। তাই প্রয়োজন রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ।

আমাদের মনের জগতে, চিন্তার জগতে, নৈতিকতার জগতে, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনে আনতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের বিপ্লব। তাই আসুন 'উসওয়াতুন হাসানাহ' মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ তথা আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষাকে জীবন প্রবাহের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করি। জাতির জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রসর হবার জন্য আমি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন!!

যমযম কূপের পানিঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

*-সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ গোলাম সারোয়ার**

হজ্জের মওসূম এলেই আব-ই যমযম-এর স্মৃতি, কেরামত এবং অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য সমূহ আমার হৃদয়পটে ভেসে ওঠে। যে ঘটনায় আব-ই যমযম আমার স্মৃতিতে অনন্য হয়ে উঠেছে, সে স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া যাক।

১৯৭১ সনের কথা। জনৈক মিসরীয় চিকিৎসক ইউরোপীয় পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, 'আব-ই যমযম' বা যমযম কূপের পানি পানীয়জল হিসাবে পানের উপযুক্ত নয়'। এ ধরনের বক্তব্য সাধারণত তারাই করে থাকে, যাদের ইসলাম সম্পর্কে অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং ভীতি রয়েছে। তিনি হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন যে, যেহেতু খানা-ই কা'বা সমুদ্র স্তর থেকে নিম্নে এবং মক্কা শরীফের মাঝখানে অবস্থিত। ফলে শহরের সম্পূর্ণ ময়লা পানি চুয়ে যমযম কূপে গিয়ে জমা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, খানা-ই কা'বা শুধু মক্কার মধ্যস্থলে নয়, পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। খানা-ই কা'বা ও যমযম হ'ল আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

মিসরীয় বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য তৎকালীন বাদশাহ ফায়ছালের গোচরীভূত হয়। তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন এবং রাগান্বিত হ'লেন। এ ধরনের বক্তব্য যে অসার, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। বাদশাহ ফায়ছাল সঙ্গে সঙ্গে সঊদী আরবের 'কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়'কে বিষয়টি পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ইউরোপের উচ্চমানের ল্যাবরেটরিগুলোতে পরীক্ষার জন্য 'যমযমের পানি' প্রেরণ করা হোক। সঊদী 'কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়' এ দায়িত্ব সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন 'জেদ্দা বিদ্যুৎ ও পানি লবণ মুক্তকরণ সংস্থা'কে (Jeddah power and Desolation plants)। এই সংস্থাটি সমুদ্র থেকে পানি উত্তোলন করে তা লবণমুক্ত করে জেদ্দা শহরে বিতরণের দায়িত্বে ছিল। আমি ঐ সময় 'জেদ্দা পাওয়ার এবং ডিসলেশন প্লান্টস'-এ লবণমুক্তকরণ প্রকৌশলী হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। পেশায় এবং শিক্ষাগত ভাবে আমি একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ফলে ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি সমূহে আব-ই যমযম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেয়ার দায়িত্ব আমার উপর পড়ল।

ঐ সময় অন্য মুসলিমদের যমযম-এর পানি সম্পর্কে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুভূতি থাকে তার বেশি আমার কোন পূর্ব ধারণা ছিল না। এ পানির গুণাগুন, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমার কোন পেশাগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। অতঃপর আমি খানা-ই কা'বা প্রশাসনের নিকট আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মতি চাইলাম এবং তাদের দফতরে রিপোর্ট করলাম। তাঁরাও সকল সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন এবং প্রয়োজনীয় জনবল আমাকে দিলেন। অতঃপর যমযম কূপ এলাকায় উপস্থিত হয়ে আমি কূপটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করলাম। এ কূপ সম্পর্কে আমার পূর্বে কোন ধারণা ছিল না। লক্ষ্য করলাম

* শিক্ষক, দারুল-হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

যে, অন্যান্য কূপের মত যমযম কূপটি গোলাকার নয়। এটা প্রায় ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রের মত। আর এই ক্ষুদ্র কূপটি হ'তে কোটি কোটি গ্যালন পানি প্রতি বছর হাজীগণ পান করেন, ব্যবহার করেন এবং স্বদেশে নিয়ে যান। এ ধারা অব্যাহত আছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল থেকে।

যমযম কূপ পরীক্ষা ও তদন্তকালে আমি কূপটির দৈর্ঘ-প্রস্থ ছাড়াও অন্য দিকগুলো দেখতে চাইলাম। একজন লোককে কূপটিতে নামতে বললাম। তিনি গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে যমযম কূপে অবতরণ করলেন। তাঁর শারীরিক উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। তিনি ভক্তি ও সম্ভ্রম মিশ্রিত ভীতির সঙ্গে কূপে অবতরণ করলেন। সাহস সঞ্চয় করে কূপের মাঝখানে অগ্রসর হ'লেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কূপের পানির উচ্চতা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত হ'ল। তাকে নির্দেশ দেয়া হ'ল কূপের এক পাশ থেকে অন্য পাশে, এক কোণ থেকে অন্য কোণে এবং সর্বত্র হেঁটে বেড়াতে। হেঁটে হেঁটে কোন জায়গা হ'তে পানি কূপের মধ্যে আসে, তা খুঁজে বের করতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হ'ল। যে পরিমাণে পানি উত্তোলন করা হয়, তাতে এ ক্ষুদ্র কূপটি পূর্ণ হ'তে বহু ধারা বা পাইপ থাকার কথা। তিনি বহু চেষ্টা করেও কোন ছিদ্র বা পাইপ বা কোন্ গর্ত হ'তে পানিটা কূপে এসে জমা হচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে পারলেন না। কোন্ পথ দিয়ে পানি আসে তা আবিষ্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। বাধ্য হয়ে আমাকে পানির উৎসধারা আবিষ্কারের জন্য বিকল্প চিন্তা করতে হ'ল।

যমযম কূপ থেকে উপরে পানি সঞ্চয় (স্টোরেজ) ট্যাঙ্কগুলোতে পানি তোলার জন্য কতগুলো পানি উত্তোলন পাম্প লাগানো ছিল। আমি ভাবলাম অধিক শক্তিসম্পন্ন বড় আকারে আরো অনেকগুলি পাম্প লাগালে অতি দ্রুত পানি তোলা যাবে এবং কূপটির পানি শুকিয়ে যাবে। যেভাবে একটি পুকুরের পানি বা হ্রদের পানি সেচ করে শুকিয়ে ফেলা হয়। সব পানি কিছু সময়ের জন্য পাম্প করে শুকিয়ে ফেলা হ'লে কোন্ দিক থেকে পানি আসে তা বুঝা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাম্প করে যমযমের সব পানি তোলে কূপটি শুকানো গেল না।

কূপটি শুকিয়ে পানির উৎস বের করার অন্য কোন সফল পদ্ধতিও আমি চিন্তা করতে পারলাম না। ফলে আরও শক্তিশালী পাম্প লাগিয়ে পানি উত্তোলন করে তা দেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। তাতেও সফল হ'লাম না। যতই পানি তোলা হয়, ততই নতুন পানি জমা হয় এবং পানি একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকে। এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় ধরে কূপ শুকাবার কাজে কোন সফলতা অর্জন করা গেল না। তখন আমি কূপে নামানো লোকদের নির্দেশ দিলাম, এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। এদিকে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রইল। আমি কূপে নামা লোকদেরকে নির্দেশ দিলাম এবং গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতে বললাম, পানি উত্তোলনের সময় কূপের মধ্যে কোন লক্ষণীয় ঘটনা ঘটে কি-না।

এ প্রক্রিয়া চলাকালে কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি হঠাৎ করে হাত তুলে আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলে চীৎকার করে উঠলেন। তিনি পানির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। তা কোন ছিদ্র নয়; বরং তিনি যে বালির উপর দাঁড়িয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র বালি কণা মনে হচ্ছিল পায়ের নীচে নৃত্য করছে। অতঃপর তিনি কূপের তলায় বহুবার বিভিন্ন দিকে পদচারণা করলেন এবং পাম্প চলাকালে অনুরূপভাবে পায়ের নীচে বালুকণার নৃত্যভঙ্গি উপলব্ধি করলেন। বস্তুতঃ কূপের তলার সমস্ত অংশে পানি উথলে উঠার গতি সমান বলে মনে হ'ল। কূপের কোন অংশেই পানির স্তর কম বেশী হ'ত না। কূপের মধ্যে সর্বত্র পানির উচ্চতা সমান ছিল। আমি আমার জ্ঞান, মেধা ও মনের উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলামঃ অতঃপর পানির স্যাম্পল নিলাম। এ স্যাম্পলগুলো ইউরোপের বহু ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা নিলাম। খানা-ই কা'বায় যমযম সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পাদন করে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আমি কা'বা কর্তৃপক্ষকে মক্কা শহরের অপরাপর কূপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তারা জানালেন যে, অধিকাংশ কূপই ঐ সময় অনেকটা শুষ্ক ছিল। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রিপোর্টটি আমার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট পেশ করলাম। তিনি গভীর উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনলেন। সবকিছু শোনার পর তিনি একটি মন্তব্য করলেন যা মেনে নিতে আমার মন সায় দিল না। তিনি বললেন, 'আভ্যন্তরীণভাবে যমযম কূপের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ রয়েছে। লোহিত সাগরের পানি চুইয়ে চুইয়ে যমযম কূপে আসে। সাগরের পানি শেষ হবার নয়'।

আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগল, মক্কা থেকে জেদ্দার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। যমযম কূপের পানি যদি লোহিত সাগর থেকে আসে, তাহ'লে জেদ্দা থেকে মক্কার মধ্যবর্তী স্থানের কূপগুলোতেও কমবেশী পানি থাকবে। মক্কার পূর্বদিকের কূপগুলোতেও কিছু পানি আসবে। শুধু যমযম কূপেই লোহিত সাগরের পানি আসবে, অন্য কূপগুলোতে আসবে না কেন? কিন্তু মক্কা থেকে জেদ্দা পর্যন্ত এই এলাকার অধিকাংশ কূপই থাকে শুকনো। বেশি পানি তুললে পানি শেষ হয়ে যায়।

যমযম কূপের পানির যে স্যাম্পল ইউরোপের ল্যাবরেটরিগুলোতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের থেকে পানি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেল। আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতেও পানি পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রণয়ন করে রেখেছিলাম। দেখা গেল ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং আমাদের রিপোর্ট-এর ফলাফল একই রকম।

ইউরোপীয় রিপোর্ট এবং আমাদের রিপোর্টের মধ্য হ'তে যে বিষয়টি প্রতীয়মান, তাহ'ল যমযম কূপের পানিতে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সল্টের পরিমাণ মক্কার অন্যান্য কূপের পানি হ'তে অপেক্ষাকৃত বেশি। ম্যাগনেশিয়াম সল্ট এবং ক্যালসিয়ামের আধিক্যের কারণেই যমযমের পানি খেয়ে ক্লান্ত হাজীদের বিদূরিত হয় ক্লান্তি। আরও একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যমযমের পানিতে পরিলক্ষিত হ'ল যে, এতে আছে অধিকতর ফ্লোরাইড। ফ্লোরাইডের একটি গুণ হ'ল যে, সে পানিতে অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন প্রকার জার্ম সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করে। ফলে যমযমের পানি বহুদিন পর্যন্ত রেখে দিলেও পানিতে শেওলা ধরে না এবং পানিতে পোকা জন্মে না। ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ্য ছিল যে, 'যমযমের পানি পানের উপযুক্ত'।

ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হ'ল যে, মিসরীয় ডাক্তারের যমযম পানি সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যটি গবেষণা প্রসূত ছিল না; বরং ছিল বিদ্বেষজাত। এ বিষয়টি বাদশাহ ফায়ছালকে অবহিত করা হ'ল। তিনি প্রীত হ'লেন এবং যে যে পত্রিকায় মিসরীয় ডাক্তারের মন্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছিল, সে সমস্ত পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

উপযুক্ত বিশ্লেষণ হ'তে যমযমের পানির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(ক) যমযম কূপটি কখনো শুকিয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে পানির চাহিদা যত বেড়েছে কূপের পানি সরবরাহও সে অনুপাতে বেড়েছে।

(খ) যমযম কূপের পানিতে লবণাক্ততা এবং স্বাদ সুদূর অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তেমন আছে। এ পানির স্বাদ একটুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি।

(গ) যমযমের পানি পান করার গুণাবলী অতি প্রাচীন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হ'তে হাজীগণ হজ্জ ও ওমরাহ উপলক্ষে মক্কায় এসে যমযমের পানি পান করে থাকেন। সারা বছরেই তাদের আগমন অব্যাহত থাকে। কিন্তু কেউ কোনদিন এ অভিযোগ করেননি যে, যমযমের পানি পান করে তাদের কোনরূপ অসুবিধা হয়েছে।

(ঘ) এ পানি শেফা বা রোগ নিরাময়ক হিসাবে বিবেচিত।

(ঙ) হাজীগণ যমযমের পানি যত বেশি তাদের পক্ষে সম্ভব পেট ভরে পান করে থাকেন এবং সঙ্গে করে নিয়েও যান।

(চ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পানির স্বাদের পরিবর্তন হয়। কিন্তু যমযমের পানির স্বাদ অপরিবর্তনীয়।

(ছ) যমযমের পানি কখনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিশোধনের প্রয়োজন হয়নি।

(জ) এ পানিতে ক্লোরিন মেশানো হয়নি বা ক্লোরিন দ্বারা জীবাণু মুক্ত করা হয়নি, যেমন বিভিন্ন নগর জনবহুল এলাকায় সরবরাহকৃত পানি ক্লোরিনের সাহায্যে পরিশোধিত করা হয়।

(ঝ) পানিতে সাধারণত জলজ উদ্ভিদ, শৈবাল, শেওলা বা ক্ষুদ্র আলজি (Algae) জন্মে। এমনকি জীবাণুর জন্ম হয়। এর ফলে পানির স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যমযমে কখনও জলজ জীবাণু বা উদ্ভিদের জন্ম হয়নি।

(ঞ) ফুটন্ত বা পরিশোধিত জীবাণু মুক্ত পানি রেখে দিলেও কিছুকাল পর তাতে জলজ উদ্ভিদ বা জীবাণুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু বছরের পর বছর টিন, ক্যান বা বোতলে যমযমের পানি রেখে দিলেও দেখা যায় এতে কোন জীবাণুর সৃষ্টি হয় না।

আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় বিবি হাজেরা (আঃ) ও তদীয় শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্য যমযমের ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। এতে সংমিশ্রিত হয়েছিল আল্লাহ্‌র খাছ রহমত। যার ফলে যমযমের পানি পেয়েছে এমন সব অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোন পানিতে থাকে না। যমযমের পানির সঙ্গে কোন পানির তুলনা হয় না।

[জনাব মঈনুদ্দীন আহমাদ রচিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি ১৯৯৬ সালের ১২ জুলাই করাচির ইংরেজি দৈনিক 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন জনাব, এ জেড, এম, শামসুল আলম]

॥ তথ্যঃ কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, আগষ্ট ২০০০ সংখ্যা ॥

শূরাভিত্তিক ইসলামী শাসন পদ্ধতি

-শায়েখ আলাউদ্দীন খান আল-কুদমী।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতি কাফির ও মুশরিকরা মুসলিম জাহানে থাবা বিস্তারের সাথে সাথে ঈমান-আক্বীদাও ছিনিয়ে নিতে বসেছে। সকল আলেম ও ঈমানদার মুসলমানরা জানে ও বিশ্বাস করে যে, 'সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার'। এ বিশ্বাস না থাকলে নিঃসন্দেহে সে কাফির। এর অর্থ হ'ল সাকল্য ক্ষমতার অধিকার একমাত্র আল্লাহপাক। তিনিই আইনদাতা, রিযিকদাতা, জীবন-মরণের কর্তা। এটা তৌহীদের অন্তর্গত। কিন্তু পাশ্চাত্য কাফির-মুশরিকরা নিয়ে এসেছে মানবীয় সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ জনগণের সার্বভৌমত্ব। এখানে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। নেতা নির্বাচন করা হয় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে। একে বলা হয় গণতন্ত্র। এটা পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের একটি প্রতারণা। ভোটদানের পর জনগণের কোন ক্ষমতা থাকে না। নির্বাচনের পর বিজয়ী প্রার্থী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অত্যাচারী, লুটেরা, সম্পত্তি দখলকারী ও দুর্নীতিবাজ হ'লেও ভোটারদের হায় আফসোস করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। ধরিবাজ, অবৈধ অর্থ ও সম্পদের মালিক, সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক, প্রতারক, মিথ্যুক, লোভী এবং সীমাহীন সম্পদ ও অর্থ কামাইয়ের লালসায় যারা লিপ্ত, তারাই গণতন্ত্রের সফল ভোটপ্রার্থী। এরা বড় দলের নেতাদের নিকট হ'তে বিপুল টাকার বিনিময়ে দলীয় টিকিট সংগ্রহ করে নির্বাচনে দাঁড়ায়। এসব পেশাদারী পদ্ধতি। এ ভোটাভোটির পরিণামে দুনিয়াতে জাহেলিয়াত কায়েম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা সুদের লগ্নি চালু রেখেছে। ফলে মযলুমের হাহাকারে আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপছে।

ইসলামের কাছে মানবতার মূল্য বেশী, যা ঈমানের সাহায্য মন-মগজে আপ্লুত হয়। আল্লাহভীতি তা নিয়ন্ত্রণে রাখে। নফস পরিশুদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে গিয়ে তার সৃষ্টিকে ভালবাসে। ফলে মানবতার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটে। আর কাফির-মুশরিকদের কাছে মানবতার চেয়ে ভোটের মূল্য বেশী। কারণ, ভোট তাদের ক্ষমতাসীন করে ও ক্ষমতায় রাখে। ক্ষমতার সাহায্যে যুলুম ও অর্থ-সম্পদ লাভের জন্য মানবতাবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াই তাদের স্বভাব।

ছিদ্দীক্ব পর্যায়ের লোকেরাই পূর্ণ মানবতার অধিকারী হন। খোলাফায়ে রাশেদার চারজন খলীফাই ছিদ্দীক্ব পর্যায়ের ছিলেন। এই পর্যায়ের ব্যক্তিগণই ইসলামের শাসক হওয়ার যোগ্য। একজন সাধারণ ঈমানদার লোকও জানে যে, মানবীয় সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা আল্লাহদ্রোহিতার শামিল। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এটাই তৌহীদ।

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটে নেতা নির্বাচন না হ'লে দেশ অচল হয়ে

যাবে বলে কেউ মনে করতে পারেন ভেবে এখানে ইসলামের শাসন-পদ্ধতির একটা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। এটা অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নয়। যারা কুফর-শিরক তথা পেশাদারী বর্জনের আন্দোলন করে ইসলামী শূরাভিত্তিক শাসন-পদ্ধতি তথা খিলাফত কায়েম করবেন, তারাই স্থির করবেন কিরূপ পদ্ধতিতে শূরাভিত্তিক শাসন কায়েম করবেন। কেননা ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। এতে কোন খুঁত নেই।

আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বে আল্লাহ্র আইনের হেফাযত ও প্রয়োগের জন্য নেতা মনোনয়ন করা হবে পরামর্শের দ্বারা, 'শূরাভিত্তিক'। উদাহরণ স্বরূপ- তৃণমূল থেকে বলছি, মসজিদের ইমাম বা নেতা মনোনীত হবেন মুছল্লীগণের মধ্য থেকে। তিনি পরহেযগার, কর্মঠ, দক্ষ ও চরিত্রবান লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। তিনি মসজিদের ইমামতী করবেন এবং কমিটির সদস্যদের নিয়ে তার মসজিদের আওতাধীন গ্রাম বা মহল্লার ইয়াতীম, বিধবা, পঙ্গু ও দরিদ্রদের মাঝে সরকারী অনুদান বা সাহায্য বিতরণ করবেন। ইসলামের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী দুস্থ ব্যক্তি মুসলমান বা অমুসলিম যেই হোক, তাকে সাহায্য করবেন, তারতম্য করবেন না।

একটি ইউনিয়নের সকল মসজিদের ইমামগণ একটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে উক্ত ইউনিয়নের মধ্য থেকে একজন যোগ্য, কর্মঠ, দক্ষ ও পরহেযগার বা আল্লাহভীরু লোককে নেতা বা ইমাম নিযুক্ত করবেন। কেউ যদি প্রার্থী হয় বা প্রচার চালায়, তাহ'লে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। সকল স্তরে মনোনীত ইমাম বা নেতাগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে, ইসলামবিরোধী কাজে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হ'লে, আজীবন নেতাই থাকবেন। তিনি যোগ্য এবং পরহেযগার লোকদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শদাতা নিয়োগ করে তার ওপর যেসব সরকারী দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে তা সুসম্পন্ন করবেন।

অনুরূপভাবে থানা বা উপযেলা পর্যায়ের 'মজলিশে শূরা' হবে থানার সকল মসজিদের ইমামগণ, মুজাহিদগণ, মাশায়েখগণ ও ইসলাম প্রচারক ওয়ায়েজীনগণকে নিয়ে। তারা একজন যোগ্য, দক্ষ, ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ ইমাম বা নেতা মনোনয়ন করবেন। তিনি হবেন 'কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা'র সদস্য। তার ওপর যে সকল সরকারী দায়িত্ব অর্পিত হবে তা পালনের জন্য দক্ষ ও পরহেযগার লোকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন এবং তাদের নিয়ে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। মনোনয়নকারীদের মধ্যে মতভেদ হ'লে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থানা শূরার সদস্যদের সাথে আলোচনা করে একজনকে ইমাম মনোনীত করে দিবেন।

থানার ইমামগণকে নিয়ে গঠিত হবে 'কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা'। উক্ত শূরা একজন যোগ্য, দক্ষ, ত্যাগী, সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ, চরিত্রগুণসম্পন্ন লোক হবেন। কুফর, শিরক বর্জন আন্দোলনের সাথে যুক্ত এরূপ একজনকে 'খলীফা' মনোনীত করবেন। কুফর-শিরক বর্জনের আন্দোলনের মাঝেই এরূপ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। তিনিই হবেন আঞ্চলিক 'খলীফা' বা শাসক। পদত্যাগ বা কুরআন-সুন্নাহ্র বিপরীত কাজ না করলে কিংবা আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি খলীফা থাকবেন। তবে তার জীবদ্দশায় যদি ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে, তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে এবং তার শাসন ব্যবস্থা ও সেনাবাহিনীকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এ নিকট ন্যস্ত করবেন। তিনি তাকে শাসক হিসাবে রাখতে পারেন বা অন্যকে আঞ্চলিক খলীফা বা তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন। এতে করে ঐ দেশ বা অঞ্চল বিশ্ব খিলাফতের অন্তর্গত হয়ে যাবে। তাকে উক্ত পদে বহাল রাখতে তিনি 'মজলিশে শূরা'র সাহায্যে আঞ্চলিক সমস্যা সমূহের সমাধান করবেন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অধীনস্ত শাসক হিসাবে।

বিশ্ব খিলাফতের কোন দল থাকবে না। না সরকারী না বেসরকারী দল। খলীফারও কোন দল থাকবে না। খোলাফায়ে রাশেদায়ও কোন দল ছিল না। কারণ, একই আদর্শ, একই আইন, কুরআন-সুন্নাহ্তে আছে। দলের কাজ 'মজলিশে শূরা'ই করবে। খলীফা তার পসন্দমত কিছুসংখ্যক দক্ষ, বিজ্ঞ ও পরহেযগার লোকদের নিয়ে তার শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং উযীর, উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। আল্লাহ্র আইনের হেফাযত ও প্রয়োগ করবেন।

যদি আমরা মুসলমান হিসাবে বাঁচতে ও ঈমান নিয়ে মরতে চাই তবে শূরাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় আসতেই হবে। পাশ্চাত্য প্রতারকদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা বর্জন করে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের ওপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ এবং ছাহাবাগণের শূরাভিত্তিক মহৎ ব্যক্তিদের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি কায়েম করতে হবে। শূরাভিত্তিক শাসননীতিতে প্রজাতান্ত্রিক শোষণ, লুটপাট সন্ত্রাস, ছিনতাই ও রাজনৈতিক দুষ্কর্মের অবকাশ থাকবে না। ইসলামী বিধান অনুযায়ী মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা মিটানো ও সবার জন্য সমান ইনসাফ কায়েম করাই হবে এর মূল লক্ষ্য।

যুদ্ধবিদ্যা ও কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্রগুণ লাভ করা যেহেতু সুন্নাত ও ওয়াজিব, সে জন্য খিলাফত কায়েমের পর প্রত্যেকটি যুবককে ন্যাশনাল প্রোগ্রামের অধীনে প্রত্যেক থানায় সামরিক ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শমত চরিত্র গঠন করে কুরআন-হাদীছ শিক্ষাসহ সামরিক ট্রেনিং দিয়ে থানার উন্নয়নকর্মে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই ন্যাশনাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ না করলে কেউ সরকারের সিভিল ও মিলিটারী চাকরি পাবে না। এখান থেকে সেনাবাহিনী ও মুজাহিদ বাহিনীর জন্য লোক বাছাই করা হবে। বাকী সব ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবক রিজার্ভ বাহিনীতে থাকবে।

এই শূরাভিত্তিক ইসলামী আদর্শই আগামী দিনের শোষণ, যুলুম ও সন্ত্রাসমুক্ত সুশীল ও শান্তিময় সমাজ গড়ে নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবে ইনশাআল্লাহ।

॥ সংকলিত ॥

হালদারী কাসন থেকে সাবধান হউন!

-মুনশী আবদুল মাননান।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কালীমন্দির নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে একটি স্মৃতিফলক উদ্বোধন করা হয়েছে। সরকারী উদ্যোগ ও খরচে এই মন্দির নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে। স্মৃতিফলক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস,এ, মালেক। তিনি মন্দির নির্মাণে ৫০ হাযার টাকা দানও করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কালীমন্দির নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি সরকার কবে কার কাছে দিয়েছে, তার কোন তথ্য ওয়াকিবহাল মহলের হাতে নেই। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বা অন্য কোথাও এর উল্লেখ থাকলে জানার কথা। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কাছে সরকার এই প্রতিশ্রুতি গোপনে দিয়ে থাকলে আলাদা কথা। এক্ষেত্রে প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি বা ঘোষণার কথা কারো জানা নেই।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা যেখানে সাক্ষ্য দিয়েছেন সেখানে সরকারের 'প্রতিশ্রুতির' কথা অস্বীকার করা যায় কিভাবে? তবে যেহেতু দেশবাসী ও তথ্যাভিজ্ঞ মহল প্রকাশ্য কোন ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতির কথা জানে না, সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আশা যেতে পারে যে, সরকারের যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ গোপনে দেয়া হয়েছে। আর যাদের কাছে দেয়া হয়েছে, তারাও বিষয়টি গোপনেই রেখেছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতির গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হ'লেও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন গোপনে করা সম্ভব নয়। বাস্তবায়ণ পর্বে তাই প্রতিশ্রুতির কথা বলতে হয়েছে। মন্দির নির্মাণের গরজ ও খরচ সরকারকেই নিজ কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কালীমন্দির নির্মাণ 'বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন ছিল কি-না, জানা যায় না। বরং যেটা জানা যায় সেটা এই যে, কালীমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন। এও জানা যায় যে, তার আমলে কালীমন্দিরের যেটুকু চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি কি কখনো কালীমন্দির নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্নের কথা কি কাউকে বলে গিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বর্তমান সরকার ও সরকারী দলের নেতৃবৃন্দই দিতে পারবেন। সমালোচকরা বর্তমান সরকারকে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন সংস্থা' বলে অভিহিত করে থাকেন। কালীমন্দির নির্মাণ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন-পদক্ষেপ থেকে স্বভাবতই মনে হয়, তিনি এই মন্দির নির্মাণেরও স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবার মন্দির নির্মাণের দাবী তিনি স্বয়ং প্রত্যাখ্যান করায় মনে হয়, সত্যি সত্যিই তিনি চাইলে ঐ সময়ই মন্দির নির্মিত হ'তে পারতো, মন্দিরের শেষ চিহ্ন এভাবে অবলুপ্ত হ'তো না। যদি ধরে নেয়া হয়, তিনি চাননি ওখানে মন্দির নির্মিত হোক, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় বর্তমান সরকার কেন তা নির্মাণের উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিয়েছে? এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্ন নয় অথচ সরকার তা বাস্তবায়ন করছে! এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য থাকাই সম্ভব। অনেকের ধারণা, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা স্বার্থে সরকার এই উদ্যোগ-পদক্ষেপ নিয়েছে। স্মৃতিফলকের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার অগ্রাধিকার পাওয়ার বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সরকারের উদ্দেশ্যের দিকটি একটু পরে আমরা বিবেচনায় আনবো। তার আগে কালীমন্দিরের স্মৃতিফলক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সরকারী দলের অন্যতম নেতা সুধাংশু শেখর হালদার মহাশয়ের কিছু উক্তি নিয়ে দু'চার কথা বলা দরকার। তার বক্তব্য হিসাবে পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা একদিকে যেমন ঘোর সাম্প্রদায়িক মনোভাবজাত, উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি হুমকি প্রদানের শামিল। তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে 'ফতোয়াবাজদের' টেনে এনেছেন এবং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। কালী বা কালীমন্দিরের সঙ্গে তথাকথিত ফতোয়াবাজদের কি সম্পর্ক? অথচ তিনি 'ফতোয়াবাজদের' কালীমাতার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাদের বিনাশের মধ্যে কালীমাতার জাগরণের সম্ভাব্যতা নির্ণয় করেছেন। বলেছেনঃ 'ফতোয়াবাজদের নিশ্চিহ্ন না করলে কালীমাতা জাগবে না।'

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ফতোয়া প্রদান ও ফতোয়া গ্রহণ এমন একটি ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের ক্ষেত্রে যার কোন বিকল্প নেই। ইসলামের অভ্যুদয়কাল থেকে এই ব্যবস্থা সব দেশের সব মুসলিম সমাজেই চালু রয়েছে।

মুসলমান যেখানে আছে, ইসলামী শরীয়তও সেখানে আছে। আর ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ যেখানে আছে ফতোয়া গ্রহণ প্রদানের ব্যবস্থাও সেখানে আছে। এ বিষয় তাত্ত্বিক ও বিস্তারিত কোন আলোচনা বিশ্লেষণে আমরা যাব না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলবঃ ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তি কে বা কারা, ইসলামের অনুশাসন-বিধানে তার উল্লেখ আছে। এর বাইরে কারো ফতোয়া দেয়া অনুচিত। কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানাভাবে কিংবা ভিন্ন উদ্দেশ্যে অথবা কোন কিছুর বশবর্তী হয়ে কোন বিষয়ে ফতোয়া

দিলে বা ফতোয়ার অপব্যবহার করলে তার দায়-দায়িত্ব পুরোটাই তার ওপর বর্তায়। এজন্য কোনভাবেই উপযুক্ত ফতোয়াদাতা বা ফতোয়া গ্রহণকারী দায়ী হ'তে পারে না। কিন্তু মহলবিশেষ 'ফতোয়াবাজ' শব্দটি প্রয়োগ করে সাধারণভাবে ফতোয়াদাতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যাচ্ছে। ফতোয়া একটি অধিকার, যা থেকে তারা এদেশের মুসলমানদের বঞ্চিত করতে চায়। ফতোয়াদাতা ও ফতোয়া গ্রহণকারী মুসলিম সমাজেরই অন্তর্গত। তাদের সম্পর্ক ওতপ্রোত এবং অবিভাজ্য। ফতোয়াদাতাদের নিশ্চিহ্ন করার কথা বললে তা মুসলিম বা মুসলিম সমাজের ওপরই গিয়ে পড়ে। 'ফতোয়াবাজদের' নিশ্চিহ্ন করলে মুসলিম সমাজ স্বাতন্ত্র্যে, পার্থক্যে, মর্যাদায় টিকে থাকতে পারে না। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব থাকলে কি 'ফতোয়াবাজ'দের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব?

সুধাংশু শেখর হালদার মহাশয় 'ফতোয়াবাজ'দের নিশ্চিহ্ন করার কথা বলে আসলে কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি কি বস্তুতঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রতিই হুমকি প্রদান করেননি? মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কালীমাতার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি মুসলমানদের দ্বারা পূজ্য নন এবং মুসলমানরা হিন্দু সমাজ-সম্প্রদায়েরও অংশ নয়। অবাক ব্যাপার যে, হালদার মহাশয় 'ঘুমন্ত' দেবী কালীমাতার জাগরণের পথে মুসলমানদেরই প্রতিবন্ধক খাড়া করেছেন। তার কথা একটাই- কালীমাতাকে জাগাতে হ'লে 'নিশ্চিহ্ন' করার কাজে নামতে হবে। কিভাবে এই 'নিধন-নিশ্চিহ্নযজ্ঞ' তারা চালাতে চান, তাও বলতে বাদ রাখেননি। 'আমরা সাগরে চুবিয়ে মারবই মারব' বলে অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছেন, সাগরের পথ ছাড়া এদেশের মুসলমানদের যাওয়ার কোন পথ নেই। তিনি তাদের পাপ মোচনের জন্য কালীর চরণে 'ফতোয়াবাজ'দের রক্ত উৎসর্গ করার অপরিহার্যতার কথাও জানিয়েছেন।

হালদার মহাশয় দু'টি গুরুতর অভিযোগও এনেছেন। বলেছেনঃ যারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে এবং লাঙ্গলবন্দ স্নানের দিনে হরতাল ডেকেছে তারাই নাকি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইন্দিরামঞ্চ ও রমনা কালীমন্দির ভেঙ্গেছে। তার অভিযোগ দু'টি খুবই বিভ্রান্তিজনক। সকলেই জানেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন প্রেসিডেন্ট তখন সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছিল। আর লাঙ্গলবন্দ স্নানের দিন হরতাল ডেকেছিল চারদলীয় জোট। এরা কিভাবে ইন্দিরামঞ্চ বা কালীমন্দির ভাঙ্গার সঙ্গে জড়িত বা এজন্য দায়ী, তা বুঝে আসে না। ইন্দিরামঞ্চ ভাঙ্গার ঘটনাটি ঘটেছিল তখন, যখন হালদার মহাশয়ের দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। কারা ভেঙ্গে ছিল না ভেঙ্গে ছিল তাতো তারাই ভাল জানার কথা। অন্যদিকে কালীমন্দির ভেঙ্গেছিল পাকিস্তানী সৈন্যরা। কালীমন্দির ভাঙ্গার সঙ্গে কোনভাবেই এদেশের মানুষ জড়িত নয়। অথচ সব দায়-দোষ তিনি চাপিয়েছিলেন এরশাদ সাহেব এবং চারদলীয় জোটের ঘাড়ে এবং অবশেষে তিনি আসল কথাটিই বলে ফেলেছেন। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যাদের সঙ্গে রয়েছে সেই দলগুলোকে তিনি 'শত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং কোনরূপ রাখ-ঢাকের আশ্রয় না নিয়ে বলেছেন, 'যতদিন এই শক্তিটিকে আমরা এদেশ থেকে, রাজনীতি থেকে তাড়াতে না পারব ততদিন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে না এবং আমাদের ধর্মকর্মও হবে না।' তার এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ বিরোধী যে রাজনৈতিক শক্তি, তা হালদার মহাশয়দের শত্রু। সেই শত্রুমুক্ত করতে পারলে তারা ধর্মকর্ম করতে পারবেন।

এইসব দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, হুমকি ও উস্কানিমূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে তিনি এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে কোথায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তা কি সত্যি সত্যিই অনুধাবন করতে পেরেছেন? তিনি কার্যত তার সম্প্রদায়কে একমাত্র আওয়ামী লীগের অনুগত ও সমর্থক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি অবস্থানে উপস্থিত করেছেন।

এবার আসা যাক আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যের বিষয়ে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কালীমন্দির নির্মাণের উদ্যোগ-আয়োজন-পদক্ষেপের পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে, অনেকের মতে তা রাজনৈতিক। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সরকার এমন দু'টি পদক্ষেপ নিয়েছে যার লক্ষ্য হিন্দুদের সমর্থন নিশ্চিত করা। এর একটি হ'লোঃ কালীমন্দিরের স্মৃতিফলক উদ্বোধন এবং অপরটি হ'লোঃ অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল সংক্রান্ত একটি বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন। এই দু'টি পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার বুঝাতে চায় যে, আওয়ামী লীগই এদেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল, যে কিনা হিন্দুদের বন্ধু ও স্বার্থরক্ষায় ব্রতী। একথা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও পর্যালোচকদের কারোই অজানা নেই যে, ব্যতিক্রম বাদে এদেশের হিন্দুদের সবাই আওয়ামী লীগের ভোটার হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। এই ভোট ব্যাংক আগামী নির্বাচনে যাতে অটুট থাকে সে জন্যই এ দু'টি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগে যেসব হিন্দু নেতা রয়েছেন, তাদের অধিকাংশই হালদার মহাশয়ের মতামতের অনুসারী। তারা আওয়ামী লীগকেই তাদের রাজনৈতিক মিত্র মনে করেন এবং আওয়ামী লীগ মনে করে এদেশের হিন্দুরা তাদের 'ঘরকা মুরগী'। আওয়ামী লীগের হিন্দুপ্রীতি এবং হিন্দুদের আওয়ামী লীগপ্রীতি একাকার হয়ে গেছে। হিন্দুদের আওয়ামী লীগপ্রীতি সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে কিংবা বলা যায়, সাম্প্রদায়িক মনোভাবজাত।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের হিন্দুপ্রীতি এক বিরাট রাজনৈতিক বিচ্যুতি। হিন্দুদের সমর্থনের জন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করার ফলে আওয়ামী লীগ কার্যত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি সংখ্যালঘু অংশের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। দু'টিই অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও অনভিপ্রেত।

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে বিশিষ্ট সাংবাদিক ফেরদৌস আহমাদ কোরেশী বিষয়টি নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন। তার আলোচনা থেকে প্রাসঙ্গিক দু'টি অংশ এখানে আমরা হুবহু উদ্ধৃত করছি।

একঃ 'বলা হয় বাংলাদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক'। ১৯৭০-এর নির্বাচন থেকে এই প্রবণতার শুরু, '৯৬-এর নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গোটা সম্প্রদায় সম্প্রদায়গতভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ার পরিণাম এই হয়েছে যে, অন্য রাজনৈতিক দলগুলো (এমন কি মধ্যপন্থী ও বামপন্থী দলগুলোও) হিন্দু ভোটারদের ভোট পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ফলে অবধারিতরূপে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সব দলের নেতা-কর্মীরা মুসলমান ভোটারদের মন রক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এই পরিস্থিতি মোটেই সুখকর নয়।'

দুইঃ 'একটা সাদামাটা হিসাব কষা যাক। বাংলাদেশের বিগত কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৩৩%-এর কাছাকাছি। এরমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোট ১২-১৩%। অর্থাৎ দেশের ৮৭% মুসলমান ভোটারের মাত্র ২০% আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে থাকেন। আওয়ামী লীগের জনসমর্থনের এই চিত্র দলটির সুদৃঢ় সামাজিক অবস্থানের প্রমাণ রাখে না। আর সেই সঙ্গে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, দেশের হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশের জনসমষ্টির মূল স্রোতধারার বৈরী অবস্থানে রয়েছে। এই পরিস্থিতিও কি আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণকর হচ্ছে?'

এ প্রশ্ন আমাদেরও। বিষয়টি হিন্দু সম্প্রদায় ও তার নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। কথায় বলেঃ 'মেড়া কোঁদে খুঁটার জোরে'। হালদার মহাশয়দের খুঁটার জোর কোথায় তা তারাই জানেন। আওয়ামী লীগ যে সে খুঁটা নয়, ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর বিশ্লেষণ থেকে তা পরিষ্কার। 'সুদৃঢ় সামাজিক অবস্থান' নেই এমন একটি দলকে সম্প্রদায়গতভাবে সমর্থন দিয়ে যে হিন্দুদের কোন লাভ হয়নি তা বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। ঐ দলের বলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৈরী অবস্থানে যাওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে হুমকি-ধমকি উচ্চারণ করা সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার পরিচয় বহন করে না।

॥ সংকলিত ॥

মহিলা ছাহাবী

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)

*-কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

ইসলামের সুমহান আলোকরশ্মি শুধু পুরুষের অসি-র ছায়াতেই বিচ্ছুরিত হয়নি। এতে কিছু সংখ্যক মহিলারও রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন তাঁদের প্রথম সারির একজন। ইসলামে তাঁর অবদান অনন্য। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পিতা আবুবকর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের সেই সংকট মুহূর্তে তিনি তাঁদের জন্য 'ছাওর' গিরি গুহায় খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিয়ে এবং স্বীয় কলিজার টুকরা সন্তানকে সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবনোৎসর্গ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তিনি ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে আছেন। দরিদ্র স্বামীর গৃহে নির্মম দারিদ্র্যতার কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিন্দুমাত্রও স্বামীর প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা ও আনুগত্য এবং ইসলাম হ'তে বিমুখ হননি।

নাম ও পরিচয়ঃ

নাম আসমা।[১] উপাধি 'যাতুন নিত্বাক্বাইন'।[২] পিতার নাম আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)।[৩] মাতার নাম কুতাইলা বিনতে আব্দুল উয্যা আল-আমেরিইয়াহ।[৪] তাঁর পুরো বংশ পরিক্রমা হ'লঃ আসমা বিনতে আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বিন আবু কুহাফাহ ওছমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফিহ্র।[৫] তিনি আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর মা ও যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাঃ)-এর স্ত্রী।[৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) তাঁর সহোদরা বোন[৭] মতান্তরে বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন।[৮] তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৯]

---

* *কামিল পরীক্ষার্থী (হাদীছ বিভাগ), আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।*

১. *ঢঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ* (বৈরুতঃ দারুন নাফাইস, ১২ তম সংস্করণ ১৯৮৪), *৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫।*

২. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাছার সীরাতির রাছূল (ছাঃ)* (রিয়াযঃ মাকতাবাহ দারুস সালাম, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), *পৃঃ ২২০।*

৩. *মুহাম্মাদ নূরুযযামান, সংগ্রামী নারী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃঃ ১৩০।*

৪. *শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ ইং/ ১৪১৭ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।

৫. *তালিবুল হাশেমী, মহিলা ছাহাবী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং), পৃঃ ১৪৩; ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী (ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১।*

৬. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪ ইং/১৪১৫ হিঃ), *৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৬।*

৭. *মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯।*

৮. *মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৪৩।*

৯. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৫৬; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৪৩।*

ইসলাম গ্রহণঃ

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর পূর্বে মাত্র ১৭ জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ 'আস-সাবিকূনাল আওয়ালূন'-এর কাতারে তিনি ছিলেন আঠারতম।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতে তাঁর অবদানঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে বের হ'লে। পরের দিন কুরাইশ নেতা আবু জাহল একদল কুরাইশ বাহিনীসহ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দরজায় করাঘাত করে। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বের হয়ে আসেন। আবু জাহল ক্রোধ কুঞ্চিত নেত্রে জিজ্ঞেস করল, তোমার পিতা কোথায়? উত্তরে আসমা বললেন, সেটা আমি বলব কিভাবে?[১১] একথা শ্রবণ মাত্রই নরাধম আবু জাহল হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিষ্পাপ কপোলে প্রচণ্ডভাবে থাপ্পড় মারল। এতে তাঁর কানের দুল ছিটকে দূরে পড়ে গেল।[১২]

হযরত আসমা (রাঃ) পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও পিতা আবুবকর (রাঃ)-এর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে ভাই আব্দুল্লাহ্‌র সাথে প্রতি রাতেই 'ছাওর' গিরি গুহায় খাবার পৌঁছাতেন ও কুরাইশদের পরিকল্পনা জানাতেন। তৃতীয় রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট তিনটি উট ও একজন লোক পাঠানোর জন্য খবর পাঠালেন। সে মোতাবেক আলী (রাঃ) উট তিনটিসহ হাযির হ'লেন।[১৩] আসমা (রাঃ) তাঁদের জন্য দু'তিন দিনের খাবার তৈরী করে একটি থলেতে দিলেন এবং এক মশক পানি সংগ্রহ করে দিলেন। কিন্তু থলে এবং মশকের মুখ বাঁধার মত নিকটে কোন রশি ছিল না। অন্যদিকে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অনেক মূল্যবান। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে কোমরবন্দ ছিড়ে থলের ও মশকের মুখ বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আসমা (রাঃ)-এর এ অবদানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'যাতুন নিত্বাক্বাইন' (দুই কোমরবন্দওয়ালিনী) উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জন্য দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আসমার কোমরবন্দের বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতে দু'টি কোমরবন্দ দান করুন'![১৫]

হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পর তাঁর অন্ধ পিতা আবু কুহাফা (তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) আসমা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আসমা! আবুবকর তোমাদেরকে দু'ধরনের মুছীবতে ফেলে গেছে। নিজেও চলে গেছে আবার সমস্ত অর্থ-সম্পদও সাথে নিয়ে গেছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) সত্যিই সমস্ত অর্থ-সম্পদ সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আসমা (রাঃ) বয়োবৃদ্ধ ও অন্ধ দাদাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি একটি কাপড়ের থলেতে কিছু নুড়ি পাথর ভরে সেটা সেই জায়গায় রাখলেন, যে জায়গায় হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজের মাল রাখতেন। তারপর তিনি দাদা আবু কুহাফার হাত ধরে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'দাদাজান! আপনি হাত দিয়ে দেখুন, এতে কত সম্পদ রয়েছে'। আবু কুহাফাহ সেই কাপড়ের পুটলীর উপর হাত রেখে নিশ্চিত হয়ে বললেন, 'আবুবকর ভালই করেছে। সে তোমাদের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করে গেছে'।[১৬]

দাম্পত্য জীবনঃ

আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাঃ)-এর সাথে হযরত আসমা (রাঃ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৭] যখন যুবায়র (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়, তখন যুবায়র (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র নিপীড়িত রিক্তহস্ত যুবক। তাঁর কোন চাকর-বাকর ছিল না। কেবলমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটি ঘোড়া ছিল। পিতৃকূলে ধন-ঐশ্বর্যের মাঝে সুখ-স্বাচ্ছন্দে গড়ে ওঠা আসমা (রাঃ) স্বামীর এ সীমাহীন দারিদ্র্যতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ। স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও আনুগত্যের জন্য তিনি বিশ্ব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।[১৮]

মদীনায় হিজরতঃ

হযরত আসমা (রাঃ) স্বামী যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র তার গর্ভে ছিল।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি ভাই আব্দুল্লাহ মা উম্মে রুমান ও বোন আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন।[২০]

হিজরতের পর তাঁর গর্ভে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নবজাতক। তাঁর জন্মের পর মুহাজিরগণ আনন্দ-উল্লাসে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত

---

১০. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৫৬; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৪৩।*
১১. *গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকাঃ আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০।*
১২. *মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২৫।*
১৩. *সংগ্রামী নারী, পৃঃ ১৩৪।*
১৪. *ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৬; মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২০; সিয়ার ২/২৮৯ পৃঃ।*
১৫. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৫১-৫৭; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/২০৯ পৃঃ।*
১৬. *সিয়ার ২/২৯০ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৫৯-৬০; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৪৬।*
১৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৬।*
১৮. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৫৭ পৃঃ; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/২০৯ পৃঃ।*
১৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৬।*
২০. *মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধালুভী, হায়াতুছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯।*

করে তুলেন। ইহুদীরা লজ্জায় মস্তক অবনমিত করে। কেননা এতদিন ইহুদীরা রটিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের উপর যাদু করেছে, তাই মুহাজিরদের কোন সন্তান হবে না। আব্দুল্লাহ্‌র জন্মের ফলে তাদের মিথ্যা রটনার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল।[২১]

বীর সন্তান আব্দুল্লাহ্‌র সাথে শেষ সাক্ষাতঃ

হযরত আসমা (রাঃ) ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর শেষ সাক্ষাতটি অত্যন্ত করুণ, অবিস্মরণীয় ও শিক্ষণীয়। এ সাক্ষাতের সময় হযরত আসমা (রাঃ) যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্য ও ন্যায়ের পথে হিমাদ্রির ন্যায় অটল, অবিচল, অকুতোভয়, ধৈর্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্ব ইতিহাসে এমন বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা সত্যিই বিরল। এ সাক্ষাৎকারটি পৃথিবীর শেষ প্রলয় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় অম্লান থেকে প্রতিটি আদর্শ মা ও সন্তানকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল ও অবিচল থাকতে প্রেরণা যোগাবে ইনশাআল্লাহ।

উমাইয়া খলীফা ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর হিজায, মিসর, ইরাক, খুরাসান ও সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-কে খলীফা হিসাবে মেনে নেয় এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে।[২২] কিন্তু উমাইয়া রাজবংশ তা মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা তাকে দমন করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে বিরাট এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং তাতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের পরিস্থিতি এমন চরম আকার ধারণ করে যে, তাঁর সৈন্যরা বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাঁর সন্তানেরাও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আশ্রয়ে চলে যেতে থাকে। এমনি চরম সংকটময় মুহূর্তে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) মা আসমা (রাঃ)-এর সাথে শেষ সাক্ষাত করতে যান। আসমা (রাঃ) তখন একশ' বছরের বয়োবৃদ্ধা।[২৩] মাতা-পুত্রের জীবনের শেষ হৃদয়গ্রাহী সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপঃ

আব্দুল্লাহ (রাঃ)ঃ আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

আসমা (রাঃ) ঃ وعليك السلام ياعبد الله .. ما الذى اقدمك فى هذه الساعة، والصخور التى تقذفها منجنيقات الحجاج على جنودك فى الحرم تهز دور مكة هذا؟!

'ওয়া আলায়কাস সালা-ম হে আব্দুল্লাহ, ... হাজ্জাজের সৈন্যবাহিনীর মিনজানিক্ব (অস্ত্রবিশেষ) হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার সৈন্যবাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করছে, মক্কার ঘর-বাড়ী প্রকম্পিত হচ্ছে। এমন চরম সংকটময় মুহূর্তে তোমার আগমন? কি উদ্দেশ্যে?

আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঃ মা, আপনার সাথে একটা পরামর্শ করতে এসেছি।

আসমা (রাঃ) ঃ আমার সাথে পরামর্শ! কি ব্যাপার?

আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঃ আমার সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য হাজ্জাজের ভয়ে বা প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এমনকি আমার সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনেরাও চলে গেছে। এখন আমার সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক আছে। তাঁদের সাহসিকতা, বীরত্ব ও ধৈর্য যতই বেশি হোক না কেন, হাজ্জাজের বিশাল বাহিনীর সম্মুখে দু'ঘন্টাও তাঁরা কোনভাবেই টিকতে পারবে না। এদিকে উমাইয়াদের পক্ষ হ'তে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে যে, আমি যদি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেই এবং অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত হই, তাহ'লে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আমি যা চাইব তাই দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি পরামর্শ দিচ্ছেন?

আসমা (রাঃ)ঃ ব্যাপারটি একান্তই তোমার ব্যক্তিগত। তুমিই তোমার সম্পর্কে ভাল জান। যদি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তুমি হক্বের উপর আছ এবং মানুষকে হক্বের দিকেই আহ্বান করছ, তাহ'লে তোমার পতাকাতলে যাঁরা অটল থেকে শাহাদত বরণ করেছে, তাদের মত তুমিও অটল ও ধৈর্যশীল হও। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহ'লে তো তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। এমনকি তুমি নিজেকে ও তোমার লোকদেরকে ধ্বংস করেছ।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঃ তাহ'লে আমি আজ নিশ্চিত শাহাদত বরণ করব মা।

আসমা (রাঃ)ঃ ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا- فيلعب برأسك غلمان بنى أمية-

'স্বেচ্ছায় হাজ্জাজের নিকট আত্মসমর্পণ করলে বনী উমাইয়ার ছেলেরা তোমার মুন্ডু দিয়ে ফুটবল খেলবে। তার চেয়ে বীরের মত যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করাই তোমার জন্য উত্তম।'

---

২১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৬; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিহ ছাহাবাহ ৭/৫৭-৫৮ পৃঃ।*

২২. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিহ ছাহাবাহ ৭/৬১; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/২১০।*

২৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৩; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিহ ছাহাবাহ ৭/৬২।*

আব্দুল্লাহ (রাঃ)ঃ আমি মৃত্যুকে ভয় করি না মা। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমার শাহাদতের পর তারা আমার হাত-পা কেটে বিকৃত করে ফেলবে।

আসমা (রাঃ)ঃ নিহত হওয়ার পর আবার ভয় কিসের? যবেহকৃত বকরীর চামড়া উপড়ে ফেলা হোক বা তাকে টুকরো টুকরো করা হোক তাতে পরোয়া কিসের? আল্লাহ্র উপর ভরসা করে রণাঙ্গণে বীর পুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড় বেটা! গোমরাহ ব্যক্তিদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকার চেয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে তলোয়ারের নীচে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সহস্রগুণ শ্রেয় নয় কি?

তেজস্বিনী মায়ের তেজস্বী পুত্রের মনে প্রেরণার অনির্বাণ জ্বলে উঠল, মুখমণ্ডলের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'হে আমার কল্যাণময়ী মা! আপনার সুমহান মর্যাদা আরও বুলন্দ হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার পবিত্র যবান থেকে এ অমীয় বাণীগুলো শোনার জন্যই আপনার খেদমতে হাযির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হইনি। দুর্বল হইনি। তিনিই সাক্ষী, আমি দুনিয়ার কোন লালসার জন্য সংগ্রাম করছি না; বরং এ সংগ্রাম হারামকে হালাল ঘোষণার কারণেই। আমি এখনই রণাঙ্গনে ফিরে যাচ্ছি। আমি শাহাদত বরণ করলে আমার জন্য দুঃখ করবেন না। আমার সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করবেন।

আসমা (রাঃ)ঃ الحمد الله الذى جعلك على ما يحب وأحب -

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি তাঁর ও আমার পসন্দনীয় কাজের উপর তোমাকে অটল ও অবিচল রেখেছেন।' হে পুত্রধন আমার! তুমি এগিয়ে এসো আমি শেষবারের মত একটু শরীরের গন্ধ শুঁকি এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ এটাই হয়ত আমার ও তোমার ইহজীবনে শেষ সাক্ষাত।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর মায়ের হাত-মুখ চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগলেন আর তাঁর মা আসমা (রাঃ) ছেলের মাথা, মুখ ও কাঁধে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুঁকতে ও চুমু দিতে লাগলেন। তিনি ছেলের সারা শরীরে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি এ কি পরেছ?

আব্দুল্লাহ (রাঃ)ঃ মা, এ তো আমার বর্ম।

আসমা (রাঃ)ঃ বেটা যাঁরা শাহাদতের প্রত্যাশী এটা তাঁদের পোশাক নয়। তুমি এটা খুলে ফেল। এর পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পরিধান কর।[২৪]

২৪. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৬২-৬৭; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৫৯-৬১; সংগ্রামী নারী, পৃঃ ১৩৮-১৪১; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/২১১-১২।*

স্নেহময়ী ও তেজস্বিনী মায়ের কথামত তিনি বর্ম খুলে পাজামা পরলেন এবং শত্রুসৈন্যের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অসংখ্য আক্রমণ দুর্বার গতিতে প্রতিহত করে চললেন। ইতিমধ্যে মসজিদের একপার্শ্ব থেকে মিনজানিকের একটা পাথর এসে তাঁর মাথায় লাগলে তিনি ঢলে পড়লেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করতে করতে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করলেন-

أسماء أسماء تبكينى × لم يبق إلا حسبى ودينى

وصارم لانت به يمينى

'(আমার মৃত্যুর শোকে) কেঁদো হে আসমা! আমার কিছুই অবশিষ্ট রইল না বংশ ও দ্বীনদারী ছাড়া। অসি আমার দক্ষিণ হস্তকে সিক্ত করেছে'।[২৫]

আসমা (রাঃ) ও হাজ্জাজঃ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর শাহাদতের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আসমা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, আমীরুল মুমেনীন আমাকে এ কথা জানতে পাঠিয়েছেন যে, তোমার পুত্রের তোমার প্রয়োজন আছে কি-না। আসমা (রাঃ) বললেন, নিহত পুত্রের আমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? তবে আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ জানিয়ে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- يخرج فى ثقيف كذاب ومبير- فأما الكذاب فقد رأيناه تعنى المختار واما المبير فانت-

'বনী ছাক্বীফ গোত্র থেকে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন হত্যাকারী যালিম আবির্ভূত হবে। ইতিমধ্যে আমরা মিথ্যাবাদী মুখতার বিন আবু ঊবায়েদ ছাক্বাফীকে দেখেছি। আর হত্যাকারী যালিমটি হ'লে তুমি'।[২৬]

ইন্তেকালঃ পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর শাহাদতের পর মতান্তরে পাঁচ, দশ, বিশ বা একশ' দিন পর হযরত আসমা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। শেষোক্ত মতটিই প্রসিদ্ধ।[২৭] মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর।[২৮] কিন্তু এ দীর্ঘ জীবনে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি সামান্য বুদ্ধি ভ্রষ্টতাও দেখা যায়নি।[২৯]

চরিত্র ও মর্যাদাঃ

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারিনী। সত্যবাদীতা, সাহসীকতা, তেজস্বীতা

২৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম জিলদ, ৮ম জুয, পৃঃ ২৭৪ হায়াতুছ ছাহাবাহ ১/৫৫৯।*

২৬. *সিয়ার ২/২৯৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।*

২৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।*

২৮. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৭/৬৯।*

২৯. *হায়াতুছ ছাহাবাহ ১/৫৫৭; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/২০৯ পৃঃ।*

ধৈর্যশীলতা, দানশীলতা ইত্যাদি অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল তাঁর জীবন। দানশীলতায় তিনি ছিলেন অনন্যা। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) বলেন-

ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف- اما عائشة فكانت تجمع الشيئ إلى الشيئ حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه- واما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد-

'আমি (আমার খালা) আয়েশা ও (মা) আসমা অপেক্ষা অধিক দানশীলা কোন মহিলা দেখিনি। কিন্তু তাঁদের দু'জনের দানের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। (খালা) আয়েশার স্বভাব ছিল তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্রে জমা করতেন। যখন দেখতেন যে যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ একদিন তা সবই গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। মা আসমার স্বভাব ছিল তিনি আগামী কালের জন্য কোন জিনিস জমা রাখতেন না। অর্থাৎ তাঁর হাতে সম্পদ আসার সাথে সাথেই তা বিলিয়ে দিতেন'।[৩০]

হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) মৃত্যুর সময় হযরত আসমা (রাঃ)-কে একখণ্ড জমি দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জমিটি একলক্ষ দিরহামে বিক্রয় করে সমস্ত অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেন।[৩১] একবার হযরত আসমা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সমস্ত দাস-দাসী আযাদ করে দেন।[৩২]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ

ইলমে হাদীছেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। ছাহাবী রাবীদেরকে মোট পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। তিনি হ'লেন চতুর্থ স্তরের রাবী।[৩৩] তাঁর থেকে মোট ৫৬টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩৪]

তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন পুত্র আব্দুল্লাহ ও উরওয়া, নাতী আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়া ও আব্বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, আবু ওয়াক্বেদ আল-লাইছী, সুফিয়া বিনতে শায়বা, মুহাম্মাদ বিন মুনকাদের, ওয়াহ্হাব ইবনে কায়সান, আবু নূফাইল মু'আবিয়া ইবনে আবী আক্বারাব, মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হানত্বাব, ফাতিমা বিনতে মুনযির ইবনে যুবাইব, আব্দুল্লাহ ইবনে কায়সান ইবনে আবী মুনাইকাহ, আব্বাস ইবনে হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র প্রমুখ।[৩৫]

সন্তান-সন্ততিঃ

হযরত আসমা (রাঃ)-এর গর্ভে পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা হ'লেন- আব্দুল্লাহ, উরওয়া, মুনযির, মুহাজির, আছেম (রাঃ), খাদীজা (রাঃ), উম্মে হাসান (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ও উরওয়া ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।[৩৬]

যবনিকাঃ

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) এমন একজন মহিয়সী মহিলা, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের উষালগ্ন থেকে শুরু করে ইসলামের উত্থান যুগ, খুলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ ও উমাইয়া খেলাফতের স্বৈর শাসন প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থাকে অসম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। প্রতিকূলতার আকাশ ছোঁয়া ঢেউয়ে যেখানে বীর পুরুষগণ তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে গেছেন, সেখানেও তিনি নারী হয়েও শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। নিজ সন্তানদেরকে তিনি আদর্শ, সাহসী, ধৈর্যশীল, সত্য-ন্যায়ের অকুতোভয় বীর সেনানী হিসাবে গড়ে তুলেছেন। মা হয়েও নিজ কলিজার টুকরা সন্তানকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল ও অবিচল থাকার ও জীবনোৎসর্গ করার জন্য যেভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তিনি চিরদিন বিশ্বের আদর্শ মা-দের জন্য রাতের স্বচ্ছ আকাশের ধ্রুবতারা হয়ে থাকবেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যথার্থই বলেছেন- Give me a good mother, I shall give you a good nation. 'আমাকে একজন আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদের একটি সুন্দর জাতি উপহার দেব।' কতই না উত্তম হ'ত, যদি বিশ্বের মুসলিম মহিলারা এই মহিয়সী মহিলা ছাহাবীর জীবনী থেকে শিক্ষা নিত!

---

৩০. *সিয়ার ২/২৯২।*
৩১. *সংগ্রামী নারী, পৃঃ ১৩৭।*
৩২. *সিয়ার ২/২৯২।*
৩৩. *আব্দুর রহীম। হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃঃ ২৯৯।*
৩৪. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা১/২১৩; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৬৪।*
৩৫. *সিয়ার ২/২৮৮।*
৩৬. *মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৬৪।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

নবীনদের পাতা

ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত

-যিয়াউর রহমান*

'গীবত' আরবী শব্দ। যার অর্থ কারো অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা করা, পরনিন্দা বা দোষ চর্চা করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় গীবত বলা হয় কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতি এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। চাই তা বাচনিক ভঙ্গি, লেখনীর মাধ্যমে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হৌক। অথবা অন্য যেকোন পন্থায় বর্ণনা করা হোক না কেন। সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। আর যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই, তবে তা মিথ্যা অবপাদ হিসাবে গণ্য হবে। কুরআনের ভাষায় যাকে 'বুহতান' বলা হয়।[১]

'গীবত' ও 'বুহতান' সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান গীবত কি? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, গীবত হচ্ছে তোমার কোন মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপসন্দ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে উক্ত ত্রুটি বর্তমান থাকে, যে ত্রুটি সম্পর্কে আমি বললাম? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যে দোষের কথা বললে, তার মধ্যে যদি সেই দোষ বর্তমান থাকে তবেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সে ত্রুটি তার মধ্যে বর্তমান না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ (বুহতান) আরোপ করলে'।[২]

আলোচ্য হাদীছে মহানবী (ছাঃ) 'আখাকা' (তোমার ভাই) শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তুমি যার গীবত করছ সে তোমার নিকটাত্মীয় না হ'লেও মূলতঃ সে তোমার ভাই। কেননা তার ও তোমার পিতা-মাতা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)। তোমরা উভয়েই মুসলমান। আর সকল মুসলমান ভাই ভাই। অতএব নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে, অন্যদের গীবত করা থেকেও তদ্রূপ বিরত থাকা উচিত।

বর্তমান কালে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলেই গীবতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করে চলেছে। অনেকে বলে থাকেন যে, গীবত হচ্ছে এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনে বলা সম্ভব নয়। অতএব সামনে বর্ণনা করা যায় এমন কোন দোষ বর্ণনা গীবত হবে না। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়।

গীবতের প্রকারভেদঃ

গীবত দু'ভাবে হ'তে পারে। একটি অস্থায়ী, যা কেবল মুখ দ্বারা বলা হয়। অন্যটি স্থায়ী, যা লেখনীর মাধ্যমে বই, পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ানো হয়। মৌখিক গীবত মানুষ হুবহু মনে রাখতে পারে না বা তার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘায়িতও হয় না। পক্ষান্তরে লিখিত গীবত স্থায়ী ও ভয়ংকর। যুগ যুগ ধরে মানুষ ঐ মিথ্যা প্রচারণাকেই (গীবত) সত্য বলে ভাববে ও তার ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত নেবে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে সে লজ্জিত হবে। পরিণামে মৌখিক গীবতকারীর শাস্তির চেয়ে লিখিত গীবতকারীর শাস্তি বেশি ও স্থায়ী হবে।[৩]

গীবত হারাম হওয়ার কারণঃ

গীবত করা হারাম। মহান আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেন- وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا- أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-

'তোমরা একে অপরের গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ কর? বস্তুতঃ তোমরা তা ঘৃণা কর' *(হুজুরাত ১২)*। অত্র আয়াতে গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং কোন মুসলমানের বেইয্যতী ও অপমানকে তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইয্যতী জীবিত মানুষের গোশত ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য হবে। মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে তারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের গোশত খাওয়া যেমন হারাম তেমনি গীবত করাও হারাম।

আলোচ্য আয়াতে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের

---

* দশম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

১. আব্দুল হাই লাখনোভী, গীবত বা পরনিন্দা, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকাঃ আলহেরা প্রকাশনী, মে ১৯৯৪), পৃঃ ৫।

২. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮।

৩. মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুন '৯৯, পৃঃ ৫।

সমতুল্য গণ্য করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচুতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানের জন্য অপরিহার্য যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকলে কমপক্ষে শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা ইচ্ছাকৃত গীবত শোনাও গীবত করার শামিল।

হযরত মায়মূন (রাঃ) বলেন, 'একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম জনৈক সাথী ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির সাথী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, একথা ঠিক। তবে তুমি তার কথা শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছে। এ ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রাঃ) নিজে কখনও কারু গীবত করেননি। তার মজলিসে কারু গীবত করতেও দেননি।[৪] এছাড়া হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا –

'তোমরা একে অপরের দোষ অন্বেষণ কর না, পরস্পর গুপ্তচরবৃত্তি কর না, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কর না, হিংসা কর না, পরস্পর ঘৃণা কর না, পরস্পরে চক্রান্ত কর না। তোমরা সকলে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৫]

গীবতের অপকারীতাঃ

১. গীবতকারীর দো'আ কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে, সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দো'আ কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না। একদা লোকেরা ইবরাহীম ইবনে আদমের নিকট অভিযোগ করল যে, তাদের দো'আ কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ৮টি দোষ রয়েছে। তার ৮ নম্বরটি হচ্ছে, তোমরা অপরের দোষ চর্চা করছ অথচ নিজেদের দোষের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করছ না।[৬]

২. গীবতের কারণে পারস্পরিক ভালবাসা, সহৃদয়তা ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়।

৩. গীবতের কারণে সামাজিক জীবনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার উন্মেষ ঘটে।

৪. গীবতের কারণে মারামারি, রক্তারক্তি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়। সমাজের শান্তি-শৃংখলা ও সাম্য বিনষ্ট হয়। গীবত পরিবেশকে কলুষিত, বিঘ্নিত ও অশান্তিময় করে তোলে। সর্বোপরি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।[৭]

গীবত পরিত্যাগের উপকারিতাঃ

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

১. গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিত্যাগ করল সে এ জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا– 'গীবত ব্যভিচার হ'তেও ভয়ানক'।[৮] অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিত্যাগ করল, সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করল।

৩. গীবত পরিত্যাগের মাধ্যমে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়। কেননা কুরআনে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. যে ব্যক্তি গীবত করে না, সে ক্বিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সম্পদ, সম্মান ও রক্ত হারাম'।[৯]

৫. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায়, সে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।[১০]

গীবতের পরিণতিঃ

১. আল্লাহপাক বলেন, 'যারা এ বিষয়টি পসন্দ করে যে, অন্যের কোন লজ্জাকর কথা বা কাজ মুমিন সমাজে প্রচারিত হউক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি সমূহ রয়েছে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না' *(নূর ১৯)*।

২. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি মিথ্যুকদের আনুগত্য করবেন না। তারা চায় যে, আপনি নমনীয় হ'লে তারাও নমনীয় হবে। আপনি অধিকহারে শপথকারী ও নিকৃষ্ট লোকের আনুগত্য করবেন না। যে পরনিন্দা করে ও একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে বেড়ায়' *(ক্বালাম ৮-১১)*।

---

৪. সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮৪-১২৮৫।
৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮।
৬. গীবত বা পরনিন্দা, পৃঃ ৩৭-৩৮।
৭. মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, তানবীরুল মেশকাত আরবী-বাংলা (ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ইং), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৩২।
৮. বাইহাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৮৭৪।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯।
১০. গীবত বা পরনিন্দা, পৃঃ ৪২-৪৩।

৩. 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দানসমূহকে খোঁটা দিয়ে ও মনোকষ্ট দিয়ে বরবাদ করে ফেল না' (বাক্বারাহ ২৬৪)।

৪. 'যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, সে বিষয়ের পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রত্যেকটি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*।

৫. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, শ্রেষ্ঠ মুসলিম কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার যবান ও হাত হ'তে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে'।[১১]

৬. হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা রাসূল (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। অথচ কোন বড় বিষয়ের কারণে নয় (যা এরা ছাড়তে পারত না)। একটি হ'ল এই যে, এদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে থাকত না। মুসলিম-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে 'পেশাব থেকে পবিত্র হ'ত না'। দ্বিতীয় জন পরনিন্দা করে বেড়াত'।[১২]

৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'প্রতিদিন সকালে উঠে বনু আদমের প্রতিটি অঙ্গ জিহ্বার নিকটে মিনতি করে বলে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথে আছি। তুমি সোজা থাকলে আমরা সোজা আছি। আর তুমি বাঁকা হ'লে আমরাও বাঁকা বা পথভ্রষ্ট হব'।[১৩]

৮. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'যখন আমার মি'রাজ হয়, তখন আমি একদল লোকের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের হাতের নখগুলি তামা দিয়ে তৈরী। যা দিয়ে তারা মুখ ও বক্ষসমূহ ক্ষত-বিক্ষত করছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? জিব্রীল (আঃ) বললেন, এরা হ'ল তারাই যারা দুনিয়াতে ভাইয়ের গোশত খেয়েছিল ও তাদের সম্মানের উপর হামলা করেছিল'। অর্থাৎ গীবত ও পরনিন্দা করেছিল।[১৪]

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'পরনিন্দাকারী বা চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৫]

দুর্ভাগ্য যে, আমরা নিজ দোষ না ধরলেও অপরের দোষ ধরতে পারদর্শী। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা অপরের দোষ চর্চা দিয়ে কাজের সূচনা করি। অথচ মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ- 'এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য আয়না তুল্য'।[১৬] আমাদের উচিত মুমিন ভাইয়ের দোষ তাকে ধরিয়ে দেওয়া এবং তা অন্যের কাছে গোপন রাখা।

১০. আবু বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- لاَتَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ-

'তোমরা মুসলমানদের গীবত কর না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ কর না। কেননা যে ব্যক্তি তাদের দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে তিনি তার স্বগৃহে লাঞ্ছিত করে দেন'।[১৭]

অতএব কারু কোন দোষ বর্ণনা করতে দেখলে আমাদের তাকে নিষেধ করা উচিত। যে গীবতের প্রতিবাদ করে, তার ছওয়াব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে প্রতিবাদ করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে আগুনকে সরিয়ে নেবেন'।[১৮] অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হ'ল যে, গীবত মহা অপরাধ। গীবত করা থেকে বিরত থাকলে জান্নাত পাওয়ার আশা করা যায়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-

'যে ব্যক্তি স্বীয় জিহবা ও গুপ্তাঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[১৯] কারণ এ দু'টি বস্তুই অধিকহারে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই জঘন্যতম পাপ থেকে বিরত থেকে ইহকালে শান্তি এরবং পরকালে সেই ভয়ঙ্কর জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করার তাওফীক দান করেন। -আমীন!!

১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৬।
১২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৮।
১৩. তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮৩৮।
১৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৪৬।
১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৩।
১৬. সনদ হাসান, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১১০; মিশকাত হা/৪৯৮৫।
১৭. তাফসীর কুরতুবী ১৬/২৮৪-২৮৫; তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/২৭৩।
১৮. তিরমিযী, সনদ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০২৮।
১৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১২।

সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন।

হাদীছের গল্প

(ক) উত্তম ব্যবহারের প্রতিফল

-ইমামুদ্দীন*

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) নাজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী (সৈন্য) পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে ধরে আনল। তার নাম 'সুমামাহ ইবনে উসাল'। সে ইয়ামামাবাসীদের সরদার। তারা তাকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। রাসূল (ছাঃ) তার কাছে আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তুমি কি মনে করছ? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার ধারণা ভালোই। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহ'লে অবশ্যই আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি মাল চান তাহ'লে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা আদায় করা হবে। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তাকে (সেদিনের মত তার নিজের অবস্থার উপর) ছেড়ে দিলেন।

অতঃপর পরের দিন নবী করীম (ছাঃ) তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কি মনে হচ্ছে? সে জবাবে বলল, তাই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। অর্থাৎ যদি আমার প্রতি মেহেরবানী করেন, তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর মেহেরবানী করবেন। আর যদি আপনি হত্যা করেন তাহ'লে একজন খুনী লোককে হত্যা করবেন। আর যদি মাল-সম্পদ চান, তাহ'লে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা দেয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) আজও তাকে (নিজের অবস্থার উপর) ছেড়ে দিলেন। এইভাবে রাসূল (ছাঃ) তৃতীয় দিনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কি মনে হচ্ছে? জওয়াবে সে বলল, আমার তাই মনে হচ্ছে, যা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি। যদি আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুকম্পা করবেন। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহ'লে একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি মাল-সম্পদ চান, তাহ'লে যতটা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা দেয়া হবে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) (লোকদিগকে) বললেন, তোমরা সুমামাহকে ছেড়ে দাও। (তাকে ছেড়ে দেয়া হল)। অতঃপর সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বলে উঠলঃ 'আশ্হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু'। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম, পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারও চেহারা আমার নিকট অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! (ইতিপূর্বে) আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক অপ্রিয় ও ঘৃণিত দ্বীন আমার কাছে আর কোনটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! (এর আগে) আপনার শহরের চেয়ে অধিক ঘৃণিত শহর আর কোনটিই আমার কাছে ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচাইতে অধিক প্রিয় হয়ে গেছে।

আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে এমন অবস্থায় ধরে এনেছে, যখন আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে হুকুম দিচ্ছেন? রাসূল (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ শুনালেন এবং ওমরা পালনের আদেশ করলেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় পৌঁছলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছ? তিনি জওয়াবে বললেন, তা হবে কেন; বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা হ'তে আর একটি গমের দানাও আসবে না *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/৩৯৬৪, 'জিহাদ' অধ্যায়, 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*।

শিক্ষাঃ হাদীছটিতে মূলতঃ সৎ বা উত্তম আচরণের সাথে সাথে অপূর্ব ক্ষমা ও অনুকম্পার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় তাও এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) সুমামার সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করলেন। তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ফলশ্রুতিতে সুমামাহ রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হ'ল। তার তনুর প্রতিটি কোষে ইসলামের উষ্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'ল। সাথে সাথে গোসল সেরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে স্বীয় জীবন সপে দিল।

অতঃপর সুমামাহ ব্যক্ত করল যে, তার নিকট যে বিষয়গুলি পৃথিবীতে সবচেয়ে অপ্রিয় ও ঘৃণার বস্তু ছিল, তা ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তম ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে এমনটি সম্ভব হয়েছিল। তাই শত্রুর সাথেও দুর্ব্যবহার না করে উত্তম ব্যবহার করা আমাদের উচিৎ। মিত্রের সাথেতো নয়ই। শত্রুর সাথে উত্তম ব্যবহার করা ইসলামের একটি অবর্ণনীয় হিকমত। মহান আল্লাহ বলেন,

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ-

অর্থাৎ 'মন্দকে উত্তম ভালোর দ্বারা মোকাবেলা কর, তাহ'লে দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়েছে' *(হা-মীম সিজদাহ ৩৪)*। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উত্তম ব্যবহার করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

* আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

(খ) তওবা করা

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তীকালে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসারত্যাগী খৃষ্টান দরবেশের কথা বলে দেয়া হ'ল। সে দরবেশের নিকট জানতে চাইল যে, সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি-না? দরবেশ বলল, নেই। ফলে লোকটি দরবেশকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে এক আলেমের কথা বলে দেয়া হ'ল। সে তাঁর নিকট গিয়ে বলল যে, সে একশত লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি-না? আলেম বললেন, হ্যাঁ, তওবার সুযোগ আছে। তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহ্র ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যাবে না। কেননা ওটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করলে তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'ল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতা বলল, এ লোকটি তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশতা বলল, লোকটি কখনও কোন ভাল কাজ করেনি। এমন সময় অন্য এক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে তাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তারা তাকেই এ বিষয়ের শালিস নিযুক্ত করল। শালিস বললেন, তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটবর্তী হবে, সে দিকেরই সে অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর জায়গা পরিমাপের পর যেদিকের উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করেছিল তাকে সে দিকেরই নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতা লোকটির জান কবয করল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩২৭ 'দো'আ' অধ্যায়, 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সৎ লোকদের জনবসতির দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়েছিল কাজেই তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা একদিকের জমিকে দূরে সরে যেতে এবং অন্যদিকের জমিকে নিকটে আসতে বলে ফেরেশতাদেরকে জমি মাপার হুকুম দিয়েছিল। কাজেই তারা সৎ লোকদের জমির দিকে লোকটিকে আধ হাত বেশি নিকটবর্তী দেখতে পেল। তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হ'ল। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, সে নিজের বুক ঘষে অসৎ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।

শিক্ষাঃ 'তওবা' অর্থ ফিরে আসা, অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ নিজের কৃত অপরাধ স্মরণ করে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং ঐ পাপের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিজ্ঞা করা। আল্লাহপাক তওবাকারীকে পসন্দ করেন। হাদীছে বর্ণিত ব্যক্তি দুর্ধর্ষ খুনী হওয়া সত্ত্বেও তওবা করার কারণে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেন এবং রহমতের ফেরেশতারা তার জান কবয করে। এক্ষণে আমাদেরকেও আমাদের কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে তওবা করা উচিত। আল্লাহপাক সকল মুসলিম ভাইকে ক্ষমা করুন- আমীন!!

* সাং- শৌলমারী, পোঃ ডাকালীগঞ্জ, জলঢাকা, নীলফামারী।

চিকিৎসা জগৎ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াক্ষেত্র

(The field action of homeopathic medicine)

*-ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান মতে জীবনীশক্তি, ঔষধশক্তি এবং প্রাকৃতিক রোগশক্তি সবই অজড়, অমূর্ত, অতি ইন্দ্রীয় এবং শক্তিসম্পন্ন (Potentized)। এগুলির কোনটিই স্থুল বা জড় নয়। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির ঔষধমাত্রই জড় বা স্থুল। এই জড় বা স্থুল ঔষধগুলি খাদ্যস্তরে ক্রিয়া করে থাকে।

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে থাকি সে সকল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়ে পরিপাক হয়ে যেভাবে রস রক্তাদি ধাতুতে পরিণত হয় ও শরীরের পুষ্টি সাধন করে থাকে, অন্যান্য জড় বা স্থুল জাতীয় ঔষধগুলিও ঠিক সেভাবেই অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের মত আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে থাকে। কোনটিই শক্তি স্তরে ক্রিয়া করতে পারে না।

কেন পারে না? কারণ এগুলি জড় বা স্থুল। এই জড় বা স্থুল কেবল জড় বা স্থুলের উপরই ক্রিয়া করতে পারে। এগুলি অজড় বা শক্তিস্তরে ক্রিয়া করতে পারে না।

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক উভয় সম্প্রদায়ের ডাক্তারগণই নেট্রাম মিউর (Nacl)-কে একটি বিশেষ মূল্যবান ঔষধ বলে মনে করেন। বাস্তবে আমরা প্রতিদিন খাদ্যের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ (Nacl) খাই অথচ এর দ্বারা কোন ভেষজ ক্রিয়াই প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যখন সেই লবণ (Nacl)-কে শক্তিকরণ প্রথায় এর জড়ত্ব ঘুচায়ে শক্তিসম্পন্ন (Potentized) করা হয়, তখন দ্রব্যের (Nacl) অন্তর্নিহিত ভেষজশক্তি প্রকাশিত হয় এবং এর দ্বারা কত যে অদ্ভূত ফল লাভ হয় তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া যেহেতু জীবনীশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ জীবনীশক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাই পূর্বে এর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ঔষধের প্রাথমিক বা প্রধান ক্রিয়া এর গৌণ ক্রিয়া বা জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলে হোমিওপ্যাথি'র গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারা যায়। কোন ভেষজ সেবনের অব্যবহিত পরে যদি জীবনীশক্তি বিকৃত হয় এবং স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ ভালো হ'তে মন্দ বা মন্দ হ'তে ভাল হয়, তবে তাকেই ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়া বা প্রধান ক্রিয়া বলে। আসলে জীবনীশক্তির ও ঔষধ উভয়ের মিলিত ক্রিয়াই প্রাথমিক ক্রিয়া বা প্রধান ক্রিয়া।

যখন জীবনীশক্তি স্বাস্থ্যের পরিবর্তনের প্রতিকার কল্পে কার্য আরম্ভ করে, তখন তাকে ঔষধের গৌণ ক্রিয়া বা জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া বলে। আর এই প্রতিক্রিয়া

* এম,এস-সি, ডিএইচ এমএস, শিক্ষক, দারুস সালাম আলিয়া মাদরাসা, রাজশাহী।

প্রাথমিক ক্রিয়ার বিপরীত। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি স্থূল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আগুনে হাত পুড়ে গেলে ফোস্কা হয়। এটা কি শুধু আগুনের ক্রিয়া নাকি আরও কিছু আছে? না, এটি শুধু আগুনের ক্রিয়া নয়, এর ভিতর জীবনীশক্তির ক্রিয়াও প্রচ্ছন্ন থাকে। কারণ, আগুনের যে উত্তাপে জীবিত মানুষের গাত্রে ফোস্কা উঠে, তা অপেক্ষা অধিক উত্তাপেও মৃতের গাত্রে ফোস্কা উঠে না।

মোটকথা, যখনই কোন প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখনই তা জীবনীশক্তির বর্তমান হেতুই হয়। যে স্থলে জীবনীশক্তির স্বল্পতা বা অভাব হয়, সে স্থলে যন্ত্রণা হয় না। যে সকল রোগী বাঁচে না, রোগের শেষ অবস্থায় তাদের বিশেষ যন্ত্রণাও থাকে না। এই যন্ত্রণা জীবনীশক্তির দ্বারাই উদ্ভূত হয়। বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর'।

আমাদের জড়দেহের সুস্থতায়, অসুস্থতায় ও আরোগ্যে জীবনীশক্তি স্বাস্থ্য সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের জড়দেহের অভ্যন্তরে আত্মা সদৃশ অতিইন্দ্রীয় অজড় শক্তিধর বিরাজমান। একে Spiritual vital force, Autocracy এবং Dynamic নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের দেহ জড় পদার্থ (inanimate)। ইহাই অজড় প্রাকৃতিক ব্যাধিশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

সুস্থতায় জীবনীশক্তিঃ জীবন একটি সূক্ষ্ম ও জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে জীবনীশক্তির সুস্থতা অপরিহার্য। আত্মিক জীবনীশক্তি মানুষের সুস্থতায় তার জড় দেহকে সঞ্জীবন দান করে। সুস্থ অবস্থায় এই শক্তি দেহের সমস্ত অংশের উপর অবাধে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। সকল সংবেদন, অনুভূতি ও কার্যকলাপে বিভিন্ন বিভাগকে জীবনীশক্তি এমন চমৎকার নির্বিরোধ একনিষ্ঠতায় ঐক্যবদ্ধ রাখে যাতে আমাদের অন্তর্বাসী বিচার-বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মন এই জীবন্ত দেহ যন্ত্রটিকে আমাদের অস্তিত্বের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অবাধে নিযুক্ত করতে পারে। আমাদের জড় যান্ত্রিক দেহ জীবনীশক্তি ব্যতীত অনুভূতিশীল ও সক্রিয় হয় না এবং আত্মরক্ষা করতে পারে না। জড়দেহ একমাত্র এই অজড় অমূর্ত জীবনীশক্তি হ'তেই তার জীবনের সকল অনুভূতি ও কর্মক্ষমতা লাভ করে। অসুস্থ দেহে জীবনীশক্তি তার প্রশাসন সঠিকভাবে চালাতে পারে না। এতে জীবনীশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় না।

পত্র-পল্লব ও ফুলের সমারোহে সুশোভিত প্রকৃতিকে দেখে যেমন বসন্তকালের পরিপূর্ণ প্রকাশ অনুভূত হয়, তেমনি জীবনীশক্তিকে তার পরিপূর্ণতায় দেখতে হ'লে পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ দেহের দরকার। এরূপ নিটোল স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ দেহে জীবনীশক্তি স্বমহিমায় যাবতীয় অঙ্গ সমূহের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালু রাখে। মনের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তিও চলে একইভাবে।

অসুস্থতায় জীবনীশক্তিঃ জড়দেহের সর্বত্র অবস্থিত জীবনীশক্তিই প্রাকৃতিক অশুভ রোগশক্তি কর্তৃক প্রথম অসুস্থ হয়। অজড় রোগশক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই অজড় জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে। রোগশক্তি ও জীবনীশক্তি উভয় অজড় বাস্তব সত্ত্বা। প্রকৃতিতে উভয়ে সদৃশ কিন্তু প্রকারে ভিন্ন। Similar repels-এই প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশক্তি জীবনীশক্তিকে সঙ্গতভাবেই আক্রমণ করে। দেহ একটি জড় সত্ত্বা। এর উপরে অজড় রোগসত্ত্বার আক্রমণ চলে না। কারণ Dissimilar attracts জীবনীশক্তি অসুস্থ হ'লে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক হ'তে থাকে। এই অস্বাভাবিক অবস্থাকেই আমরা ব্যাধি নামে আখ্যায়িত করি। আসলে উহা হোমিওপ্যাথি মতে ব্যাধি নয়, ব্যাধির লক্ষণ বা ফল মাত্র। অজড় ব্যাধি অদৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং ব্যাধিজনিত এই বিকৃত লক্ষণ ব্যতীত উহাকে জানার অন্য কোন উপায় নেই। লক্ষণের দ্বারাই অতিইন্দ্রীয় ব্যাধি আমাদের ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য হয়। অজড় জীবনীশক্তি জড়দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অজড় রোগশক্তির আক্রমণ তাই অভ্যন্তরীণভাবেই হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাধি ভিতর হ'তে বাইরের দিকে আত্মপ্রকাশ করে। Susceptibility বা রোগ প্রবণতা/সংবেদনশীলতা জীবনীশক্তির রোগাক্রান্ত হওয়ার একমাত্র শর্ত। সংবেদনশীল না হ'লে নির্বিকার জীবনীশক্তির উপরে রোগের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। রোগশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত জীবনীশক্তি বিভিন্ন অস্বাভাবিক লক্ষণ উৎপাদনের মাধ্যমে উহার সুস্থতার জন্য সহায়ক সদৃশ ঔষধ কামনা করে থাকে।

আরোগ্যে জীবনীশক্তিঃ রোগাক্রান্ত জীবনীশক্তি সর্বক্ষণ রোগ মুক্তির সংগ্রাম চালায়। ঔষধ অজড় রোগশক্তি ও জীবনীশক্তির মত অজড় শক্তিসম্পন্ন (Potentized) না হওয়া পর্যন্ত জীবনীশক্তি ও রোগশক্তির উপর আক্রমণ চালাতে পারে না। হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির ঔষধগুলি অজড় শক্তিসম্পন্ন (Potentized) নয় অর্থাৎ ইহারা জড় বা স্থূল। তাই, এই সকল ঔষধ দ্বারা প্রকৃত আরোগ্য কার্য সম্পন্ন করা যায় না। প্রকৃত আরোগ্য কার্য সম্পন্ন হয় বিজ্ঞান বিধৃত নিয়মে Similar repels অর্থাৎ সদৃশ্য প্রতিহত করে। সুতরাং রোগ ও ঔষধের মধ্যে সদৃশ সম্পর্ক বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যাধির বিরুদ্ধে ঔষধশক্তি (কৃত্রিম ব্যাধিশক্তি)-কে নিযুক্ত করলে প্রকৃতির সদৃশ নীতিতে উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে নীচের সূত্রানুযায়ী। সূত্রটি হচ্ছে- Every action must have a reaction. Action and reaction are equal and opposite. ঔষধ প্রথমে রোগশক্তিকে আক্রমণ করে। ঔষধশক্তির আঘাতে রোগশক্তি ধ্বংস বা বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলতর ঔষধশক্তি অতঃপর সদৃশ জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে বসে। ক্ষণস্থায়ী ঔষধশক্তি প্রতিরোধপ্রবণ জীবনীশক্তির সম্মুখে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না, ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত হয়। জীবনীশক্তি সুস্থ হ'লে বিকৃত/অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি আপনা আপনিই বিদূরিত হয়।

[হ্যানিম্যানের Organon of medicine গ্রন্থ থেকে বিবর্তিত -লেখক]

কবিতা

তাদের তরে ধিক

-মাহফূযুর রহমান আখন্দ
পি-এইচ, ডি গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বোশেখ মাসে পাঞ্জাবী আর
অন্য সময় প্যান্ট শার্ট
পয়লা বোশেখে বাউল সাজে
অন্য মাসে বড় লাট।
একুশ এলে বাংলা ভাষা
সারা বছর হিন্দি গান
গোটা জীবন বেনামাজী
শবেবরাতে হালুয়া খান।
রোজার মাসে বিকেল হ'লেই
ইফতারিতে ভীড়
ঈদের দিনে টুপি মাথায়
মস্ত বড় পীর।
এদের বলে বর্ণচোরা
আস্ত মুনাফিক
এমন জীবন গড়ে যারা
তাদের তরে ধিক্।

***

উত্তর দেবে কে?

-সানোয়ারা বেগম (ইভানা)
২৯ নং মালিটোলা, ঢাকা।

মনে কত প্রশ্ন জাগে- উত্তর দেবে কে?
পাই না ভেবে দিক-দিশা দুঃখ লাগে সে।
ভুল করেও ভুল স্বীকারে আমরা নারাজ কেন,
পাপ করেও পাপকে মোরা ভয় করি না কেন?
কথায় কাজে মিল না হ'লে নীতি থাকে কই,
এমন পীরের কাছে কেন আমরা বায়া'আত হই।
ভুল আক্বীদা দলের সাথে আমরা কেন থাকি,
কোন্ আমলের কথা ছিল, করছি মোরা কি?
নির্ভেজাল আমল বলতে, আমরা যেটা বুঝি,
একবাক্যে স্বীকার করতে হইনা কেন রাযি?
ভুলের মধ্যে আছি মোরা সবাই সেটা জানি,
তবু আমরা ভুলের রশি করছি টানাটানি।
হকের দা'ওয়াত দিতে গেলে হুমকি কেন আসে,
আবার দেখি হক কথা সবাই ভালবাসে।
সৃষ্টির সেরা আমরা কেন করব এমন কাজ,
প্রেমে ভরা মনটা দিয়ে বুঝতে হবে আজ।

***

যুবসংঘ

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

যুবসংঘ, যুবসংঘ, তুমি মোর প্রিয়তম,
তোমার জন্য বাজি রেখেছি এই জীবন মম।
তুমি বাংলার ফুটন্ত ফুল
তোমাকে চিনতে তাই করিনি ভুল॥
তুমি একই সূরে বেঁধেছ দু'কোটি ফুলের মালা,
সত্য-ন্যায়ের পথে আগুয়ান তাইতো সবার জ্বালা।
তুমি কুরআনেরই পথ
তুমি হাদীছেরই মত॥
তুমি লাখো যুবকের হৃদয়ের স্পন্দন,
তুমি মুক্তির, তুমি জান্নাতের এক শিহরণ।
স্বার্থদ্বন্দ্ব সব ছেড়ে দাও
রাসূলের পথে এগিয়ে যাও॥
তুমি রাসূলের নিজ হাতে গড়া
'হিলফুল ফুযূল' সম॥ ঐ
করেছি কত দল
পাইনি সত্য অবিরল
তুমি 'ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম' ছাড়া আর কিছু নও,
তাই তো পেয়েছি এবার সত্যের পরিচয়।
মনে নিয়ে অনেক আশা
অন্য সংগঠনে পাইনি দিশা
তুমি পবিত্র অহি-ব সংগঠন
তোমার জন্য দিতে পারি জীবন
তুমি কালজয়ী এক বিপ্লবী যম॥

***

পসন্দ

-মুহাম্মাদ হায়দার আলী
মান্দা, নওগাঁ।

আমি পসন্দ করি
যে দ্বীনের পথে ধরছে তরী।
যে মহত্ত্বে করতে পারে বাজিমাত
বাতিলের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাত
যে মেনে নেয় না দ্বীনের নামে কোন বিদ'আত
সত্যের নীড়ে করে দিনপাত
সেই মোর পসন্দ,
হোক তার চির সুপ্রভাত।

***

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. সূরা মুজাদালাহ।
২. সূরা ফাতেহাকে। ৩২ টি।
৩. সূরাতুল ফাত্হ।
৪. ১৭ বার।
৫. সূরা আছর-এর প্রথম আয়াত।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১. বিবরণ ৫. হজ্জ ৭. নব ৮. রীতি ৯. অশ্রু ১০. পাকা ১২. কারবালা।

উপর-নীচঃ

২. বহন ৩. রজব ৪. তাহরীক ৬. প্রতিশ্রুতি ১০. পার, ১১. কা'বা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানঃ

১। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম থানা কোনটি?
২। বাংলাদেশের বৃহত্তম বাঁধ কোনটি?
৩। বাংলাদেশের পল্লী মহিলা কবি কে?
৪। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কে?
৫। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু কে?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)

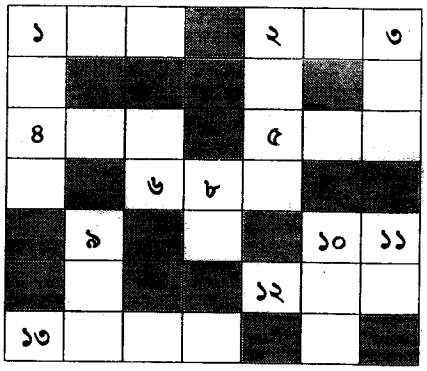

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❐ পাশাপাশিঃ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি ২. 'উম্মুল কুরআন' যাকে বলা হয় ৪. একটি মুসলিম দেশের নাম ৫. মুসলমানদের সাক্ষাতে যা বলা হয় ৬. পরীক্ষার হলে যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০. ছাদাক্বাহ-এর বাংলা শব্দ ১২. বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১৩. চার অক্ষরের একটি সূরার নাম।

❐ উপর-নীচঃ

১. হাদীছের যে কিতাব সারা বিশ্বে পড়ানো হয় ২. সঊদী আরবের সাবেক বাদশাহ ৩. নবী করীম (ছাঃ) যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৮. অল্প-এর প্রতিশব্দ ৯. জাহেলী যুগে আরবের প্রখ্যাত মেলা ১০. তিন অক্ষর বিশিষ্ট সূরার নাম ১১. পুরুষ-এর প্রতিশব্দ।

❐ *এইচ, এম, মুহসিন*
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

যাদু নয় বিজ্ঞান

ক্যালকুলেটর দিয়ে শব্দ তৈরীকরণঃ

প্রিয় সোনামণিরা! আমরা জানি ক্যালকুলেটর হিসাব-নিকাশের একটি যন্ত্র। কিন্তু এটি দিয়েও যে শব্দ (Word) তৈরি করা যায়, তা কি জানি? বিশ্বাস না হ'লে চলো না পরীক্ষা করে দেখি। তবে এক্ষেত্রে ক্যালকুলেটরটি উল্টো করে ফলাফল দেখতে হবে।

সূত্রগুলি নিম্নরূপঃ

- ❐ $5 \times 1421 = SOIL$ (মাটি)।
- ❐ $5 \times 69 = SHE$ (সে, স্ত্রী)।
- ❐ $4 \times 1777 = BOIL$ (সিদ্ধ)।
- ❐ $2 \times 355 = OIL$ (তেল)।
- ❐ $6 \times 0.1289 = HELLO$ (সম্ভাষণ)
- ❐ $13 \times 26 = BEE$ (মৌমাছি)।
- ❐ $34 \times 227 = BILL$ (টাকার হিসাব)।
- ❐ $30 + 21 = IS$ (হয়)।
- ❐ $750 + 21 = ILL$ (অসুস্থ)।

অনুরূপভাবে বাক্যও তৈরী করা যায়। যেমন-

$5 \times 15430269 = SHE\ IS\ ILL$ (সে অসুস্থ)।

নিজেরা চেষ্টা করলে এভাবে আরও নতুন নতুন শব্দ ও বাক্য তৈরী করতে পারবে।

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক সোনামণি শাখা।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৩০) মাখনপুর (পূর্বপাড়া) ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালক)

শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী সরদার
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ অমিত হাসান (উজ্জ্বল)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সুজাউদ্দৌলা
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ হাসান তারেক।

(২৩১) মাখনপুর (পূর্বপাড়া) ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী সরদার
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শিউলী খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মৌসুমী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রুবীনা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোযীনা আখতার মণি
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ রুবীনা আখতার।

(২৩২) বুরূজ ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, তানোর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আসলামুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ আযীমুদ্দীন
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ নূরুল হুদা
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ শেফালী খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ মুরশিদা খাতুন।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মিরা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রেশমী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ তাজমীন খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ বুলবুলি খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ আমীনা খাতুন।

(২৩৩) শেখর আহলেহাদীছ মাদরাসা (বালক) শাখা, ফরিদপুরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ হাজী ইলিয়াস খাঁন
সহ- উপদেষ্টা ঃ মুফীযুর রহমান
পরিচালক ঃ হাজী আবু জা'ফর।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ ইয়ার মোল্লা
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আযাদ শিকদার
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ রুহুল আমীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ইরান সরদার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ বিল্লাল মৃধা।

সোনামণি প্রশিক্ষণঃ

(১) মোহনপুর, রাজশাহীঃ গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় খানপুর ফুরক্বানিয়া মাদরাসা মোহনপুর, রাজশাহীতে ৫০ জন বাছাইকৃত সোনামণিকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিবাক্যের উপর প্রশিক্ষণ দেন নওদাপাড়া মাদরাসা সোনামণি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠন বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সোনামণি মোহনপুর উপযেলা পরিচালক জনাব মুস্তফা।

(২) গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বাদ ফজর মাখনপুর ফুরক্বানিয়া মাদরাসা, মোহনপুর, রাজশাহীতে ৪০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সংগঠনের উপর প্রশিক্ষণ দেন মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শফীকুল ইসলাম। সাধারণ জ্ঞানের উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল বারী এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন।

(৩) গত ২রা মার্চ শুক্রবার বুরূজ ফুরক্বানিয়া মাদরাসা মোহনপুর, রাজশাহীতে প্রায় শতাধিক সোনামণি নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সোনামণি কি? এর প্রতিষ্ঠাকাল, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র ও কর্মসূচীর উপর আলোচনা রাখেন মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠন ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সোনামণিদের জীবন গঠন পদ্ধতি, মেধা পরীক্ষা ও যাদু নয় বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে বালক-বালিকাদের দু'টি ভিন্ন শাখা খোলা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হাফেয দুররুল হুদা ও মাওলানা আযীমুদ্দীন।

(৪) গত ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে রাত পৌনে বারটা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বাছাইকৃত ২৫ জন ছাত্রকে নিয়ে সোনামণি কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ভবিষ্যৎ সোনামণি দায়িত্বশীল তৈরীর লক্ষ্যে অত্র মাদরাসার হলরুমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সোনামণি

সংগঠনের উপর বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম। ৫টি নীতিবাক্যের আলোকে সোনামণি সংগঠনের উপর প্রশিক্ষণ দেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। সোনামণি সংগঠন কি, সোনামণি সংগঠন কেন করব এবং সোনামণি সংগঠন বাস্তবায়নের পদ্ধতি কি, ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সোনামণি সংগঠনের কর্মপদ্ধতির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

মায়ের অভিলাষ

-আনজুমানআরা সুলতানা
গাংনী কলেজ পাড়া
মেহেরপুর।

আমার শুধু ইচ্ছে করে
খোকামণি অনেক বড় হবে
কুরআন-হাদীছ পড়ে শুনে
বীর মুজাহিদ হবে।
ইসলাম আর মুসলিমদের
কষ্ট দিচ্ছে যারা
প্রতিহত করবে তাদের
জিহাদী হাত দ্বারা।
বীর সৈনিক খালিদ-ত্বারীক
মূসা-আলী-হায়দার
আমার ছেলে হবেই তেমন
খাছ রহমতে আল্লাহ্‌র।
শিরক-বিদা'আতের আড্ডাখানা
ভাঙ্গবেই একদিন
খান্‌কা, মাজার, কবর পূজার
রাখবে না আর চিন।
বিশ্বজুড়ে অহি-র বিধান
ক্বায়েম করবেই করবে
শয়তান আর তাগূতিরা
মরবেই মরবে॥
ভয় নাইকো- ভয় করি না
আল্লাহ মেহেরবান
তারই পথে জিহাদ করে
দিয়ে দিবে প্রাণ॥

***

শপথ

-মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন
(৫ম শ্রেণী)
জলাইডাঙ্গা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

আমরা হব আদর্শবান
করব ন্যায় কর্ম
গড়ব মোরা সঠিক সমাজ
আনবো ফিরিয়ে ধর্ম।
মোরা যালিমের হব মৃত্যু
হব মাযলূমের প্রাণ
অন্যায়ের হব যম
ন্যায়ের হব ভক্ত।
দেশ সমাজ ধর্ম
করব দোষ মুক্ত
বাতিলের নিকট থেকে
হব চির বিভক্ত।
অন্যায় আর অবিচার
করব মোরা উচ্ছেদ
গড়ব মোরা সমাজ সুখের
আনব ফিরিয়ে সঠিক ধর্ম।

***

ওঠ হে যুবক!

-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান (মুন্না)
সহ-পরিচালক
সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

ওঠ হে যুবক!
দৃষ্টি মেলে দেখ!
আর কত কাল
এইভাবে থাকবে
মিথ্যার বেড়াজালে জড়িয়ে।
কেন? আজও মিছে ঘুরে মরবে
আঁধার জগতের অলিগলি পথে
তুমি কি পাওনি আজও
মুক্তির আহ্বান?
মনের বন্ধ দুয়ার খুলে দাও
ইসলামের রজ্জু আঁকড়ে ধর।

***

সংশোধনীঃ

গত সংখ্যায় সোনামণিদের পাতায় প্রকাশিত 'সোনামণির পাপ' শিরোনামের কবিতাটি 'সোনামণির পণ' পড়তে হবে। *-সম্পাদক।*

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ঢাকা-আগরতলা সরাসরি বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত

ঢাকা-আগরতলা রুটে সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় দেশের সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই বাস সার্ভিস চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু হওয়ার পর এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আরো একদফা অগ্রগতি সাধিত হ'ল। দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটা হবে দ্বিতীয় সরাসরি বাস রুট। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ঢাকা-কলকাতা রুটে বাস সার্ভিস চালু হয়।

কন্যা শিশু, তাই আছড়িয়ে হত্যা!

৪র্থ বারের মত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় এক পাষণ্ড পিতা তাকে আছড়িয়ে মেরে ফেলেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় এক যুগ পূর্বে সিরাজগঞ্জ যেলার রায়গঞ্জ থানার গাড়াদহ গ্রামের আব্দুস সালাম বিয়ে করার পর তার তিন তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। এরপর সে পুত্র সন্তানের আশা করতে থাকে। কিন্তু শেষতক ৪র্থ দফায় তার স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে ক্ষুব্ধ হয়ে সে নবজাতক শিশু কন্যাকে আছড়িয়ে মেরে ফেলে। ঘটনাটি জানাজানি হবার আগেই সে কৌশলে তার মৃত সন্তানের দাফনের কাজ সম্পন্ন করে।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের বেশীর ভাগই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত

-যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মানবাধিকার রিপোর্ট

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো ২০০০ সালের দীর্ঘ মানবাধিকার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগের উচ্চতর পর্যায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে। ফলে তারা প্রায়শই সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু নিম্ন আদালতের কর্মকর্তারা নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীনে হওয়ায় তারা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে আগ্রহী হন না। বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার এই পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক স্বার্থে ঘন ঘন ব্যবহার করে থাকে।

পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে এবং শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছে। পুলিশ অফিসাররা বহুসংখ্যক মারাত্মক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ বেশ কয়েকটি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং কয়েক ব্যক্তি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে পুলিশের হেফাযতেই প্রাণ হারিয়েছে। সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ নিয়মিতভাবে নির্যাতন, প্রহার এবং অন্যান্য ধরনের মানবাধিকার লংঘনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। সরকার বিক্ষোভকারীদের ঘন ঘন পিটিয়ে থাকে। নির্যাতন ও আইন গর্হিত মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, সরকার তাদের দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তির বিধান কদাচিত করেছে।

কারাগারগুলোর অবস্থা দুর্বিষহ। কারাগারে ও সরকারী হেফাযতে মহিলা বন্দীদের ধর্ষণের ঘটনা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে আছে। যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটক অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ৫৪ ধারার ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন প্রণীত 'জননিরাপত্তা আইন' পুলিশকে তাদের ক্ষমতা অপপ্রয়োগের বৃহত্তর সুযোগ করে দিয়েছে। বিচার বিভাগের বেশীর ভাগই নির্বাহী ক্ষমতার প্রভাবাধীন এবং তারা দুর্নীতিগ্রস্ত। বিপুলসংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকায় বিচার প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়েছে। অপরদিকে বিচার শুরুর পূর্বে দীর্ঘকাল যাবত ধৃত ব্যক্তিদের আটক রাখার কারণেও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ঘরবাড়ীতে তল্লাশি চালায় এবং সরকার বস্তিবাসীদের জবরদস্তি করে অন্যত্র সরিয়ে দেয়।

দিনাজপুরে নীলা পাথরের সন্ধান

দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে বিশ্বমানের 'এ' গ্রেডের নীলা পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। মধ্যপাড়া প্রকল্পের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'নাম-নাম কর্পোরেশন' উক্ত প্রকল্পে নীলা অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিশেষজ্ঞ আনে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত প্রকল্পে মোট মজুদ নীলার মূল্য হবে সাড়ে ৩ হাযার কোটি ডলারের বেশী। তবে নীলা উত্তোলন শুরু হ'লে মোট মজুদের পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বেশী হ'তে পারে।

বিশেষ একটি মহল এই নীলা উত্তোলন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছে। কারণ, বিশ্ব বাজারে বর্তমানে ভারতীয় নীলা একচেটিয়া ব্যবসা করছে। বাংলাদেশের নীলা উত্তোলন শুরু হ'লে ভারতীয় নীলার রফতানী ব্যাহত হবে। ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে বিশেষ একটি মহল বাংলাদেশী নীলার উত্তোলনকে বিলম্বিত করছে।

অপরদিকে মধ্যপাড়া প্রকল্পে প্রায় আড়াই লাখ টন কঠিন শিলা মজুদ রয়েছে। বর্তমানে এদেশের প্রকল্পসমূহে ভারত থেকে আমদানীকৃত পাথর ব্যবহৃত হচ্ছে। মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা ব্যবহৃত হ'লে যেমন নিজেদের সাশ্রয় হবে, তেমনি দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে।

১৮ বছর বিনা বিচারে কারাগারে কাটিয়ে যামিনে মুক্তি পেলেন আনোয়ার

১৮ বছর বিনা বিচারে কারাগারে আটক থাকার পর যামিনে মুক্তি পেলেন আনোয়ার হোসাইন। গত ২১ মার্চ তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোল্লা মোস্তফা কামাল এই অমানবিক ঘটনার শিকার হত্যা মামলার এই আসামীর যামিন মঞ্জুর করেছেন।

মানসিক অসুস্থতার কারণে আসামীকে মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ করা হ'লে হাইকোর্ট ১৯৮৩ সালে তিন মাসের জন্য মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত করেছিলেন। কিন্তু তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মামলার কার্যক্রম চালু না থাকায় এক সময় তা মামলা জটের মধ্যে পড়ে হারিয়ে যায়। অতঃপর এই মামলা গত ১৬ বছরে একটি বারের জন্যও আদালতে উঠেনি।

১৯৮৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে রায়েরবাজার এলাকা থেকে আনোয়ারকে মোহাম্মাদপুর থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। আদালত ২৭ মার্চ ২০০১ মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছে।

বিশ্বের অনেক ভাষাই হারিয়ে যেতে পারে

-কফি আনান

গত ১৫ই মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষায় এই ইনষ্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কফি আনান জাতিসত্তার পরিচয়ের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উল্লেখ করেন এবং মায়ের ভাষায় কথা বলার দাবীকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংক্ষেপে বিশ্ববাসীর ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্বের ৬শ' কোটি লোক ৬ হাযারেরও বেশী ভাষায় কথা বলে। এসব ভাষার অনেকগুলোই হারিয়ে যেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

বোরক্বা খুলতে বাধ্য করা হয়েছে!

রাজধানীর আজিমপুর গার্লস হাই স্কুল এণ্ড কলেজে এস,এস,সি পরীক্ষার্থী ছাত্রীদের কাউকে বোরক্বা পরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ছাত্রীদেরকে গেটের বাইরে বোরক্বা খুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করা হয়। তাতে ছাত্রী ও অভিভাবকরা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। ছাত্রীরা বোরক্বা খুলতে আপত্তি করলে গেটে কর্মরত স্কুলের ষ্টাফরা জানান, এটা স্কুলের নিয়ম। এখানে বোরক্বা খুলেই প্রবেশ করতে হবে। প্রায় ৪০ জন ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে বোরক্বা খুলতে হয়েছে।

[বাংলাদেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি অবশেষে তুরস্ককেও ছাড়িয়ে যাবে? হায় ইসলামী চেতনা! তুমি কোথায়!! -সম্পাদক]

প্রতিবছর দেশের ১% কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে

বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ২১২ হেক্টর আবাদি জমি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই হারে আবাদি জমির পরিমাণ কমতে থাকলে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট আবাদি জমি এক-চতুর্থাংশ কমে যাবে বলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (বার্ক) সূত্রে জানা গেছে।

বার্ক-এর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে সারা দেশে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৮১ লাখ ৫৭ হাযার হেক্টর। ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে এই জমির পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭১ লাখ ৯২ হাযার এবং ৬৯ লাখ ১৮ হাযার হেক্টর। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় এক শতাংশ কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সর্বোপরি সরকারী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলার ফলে গত তিন দশকে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে সারাদেশে মাত্র ৯০ লাখ টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হ'লেও বর্তমানে সারা দেশে ২ কোটি টন খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে।

বার্ক-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ ইন্দ্রজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশের অনেকেই বিদেশে অবস্থান করে সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে কৃষি জমি কেনার পরিবর্তে নিজের জমিতে বাড়ি তৈরির কথা ভাবেন। কারণ, কৃষি কাজে ফলন ভাল না হওয়ার ঝুঁকি থাকলেও একটি বাড়ি থেকে নিয়মিত ভাড়া পাওয়া যায়। আবাদি জমি রক্ষার জন্য দেশে কার্যকর আইন থাকা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

যিম্মী নাটকের অবসান

দীর্ঘ ১ মাস পর অবশেষে তিন ইউরোপিয়ান যিম্মী মুক্ত হ'লেন। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর অসম সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত জোয়ানরা পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের আস্তানায় সরাসরি ঝটিকা অভিযান চালিয়ে গত ১৭ই মার্চ শনিবার ভোরে তিন বিদেশীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

জানা যায়, রাঙ্গামাটি শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাউখালী উপযেলার নকশাছড়া-দইজজাপাড়া নামক পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা অপহরণকারীদের আস্তানায় 'সার্চিং রেসকিউ অপারেশন' চালায় চৌকস সেনাদল। আচমকা ক্রাকডাউনে দিশেহারা হয়ে উপজাতীয় ক্যাডাররা সেনাদলকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লে সেনাবাহিনীও পাল্টা গুলী চালায় এবং প্রায় ১০ মিনিট গুলী বিনিময়ের পর সন্ত্রাসীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এরপর ১৭ মার্চ ভোর সাড়ে ৫টায় সেখানে পাহাড়ের ঢালুতে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর থেকে তিন বিদেশীকে বিনা রক্তপাতে উদ্ধার করে বাঁশখালী আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। আর সেই সাথে মাসব্যাপী শ্বাসরুদ্ধকর যিম্মী নাটকের অবসান ঘটে।

উল্লেখ্য, বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারী বিকাল সাড়ে ৪টায় রাঙ্গামাটি-মানিকছড়ি-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়কের ৪০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে বেতছড়ির ১৮ মাইল নামক স্থানে ৬ জন সশস্ত্র পাহাড়ী সন্ত্রাসী ২ ডেনিশ ও ১ বৃটিশ প্রকৌশলীকে অপহরণ করেছিল।

পদ্মার উপর এগিয়ে চলেছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু নির্মাণের কাজ

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাকশী সড়ক সেতুর কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৩ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে এ সেতুর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন। দেশের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে পাকশীর নিকটে পদ্মা নদীর উপর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন পাকশী সেতু (প্রস্তাবিত মনসুর আলী সেতু) হার্ডিঞ্জ রেলওয়ে সেতুর ৩শ' মিটার ভাটিতে পাবনা ও কুষ্টিয়া যেলার মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সেতুটি হবে ১ দশমিক ৮০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য, ১৮ দশমিক ১০ মিটার প্রস্থ এবং ৪ লেন বিশিষ্ট। সেতুটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫শ' ৬৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে 'জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন' (জেবিআইসি) দিবে ৪শ' ৯৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার স্থানীয়

মুদ্রায় যোগান দেবে ৭১ কোটি ৩২ লাখ টাকা। মোট ১৭টি স্প্যান বিশিষ্ট কংক্রিট পাইল ফাউণ্ডেশনের এ সেতুর ঈশ্বরদী প্রান্তে ১০ কিঃ মিঃ এবং ভেড়ামারা প্রান্তে ৬ কিঃ মিঃ সংযোগ সড়ক থাকবে। এই সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছেন স্যার মট ম্যাক ডোনাল্ড।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, যমুনা বহুমুখী সেতুর অনুরূপ ম্যাগনেট পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে পাকশী সেতু। ব্যতিক্রম হবে শুধু পাইলিং-এর ক্ষেত্রে। পাকশী সেতুর পাইলগুলো কংক্রিটের। এই সেতুর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে যুক্তরাষ্ট্রের 'পারসন এণ্ড ব্রিংকারহফ এণ্ড এসোসিয়েটস'। আগামী ২০০৩ সালের মধ্যে এ সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী আর নেই

প্রখ্যাত বাগ্মী, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন আলেম, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য, সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার সাবেক সম্পাদক ও বংশাল জামে মসজিদের সাবেক খতীব মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (৮০) গত ২১শে মার্চ বুধবার দিবাগত রাত ৮টায় ঢাকার বংশালে এক ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, চার কন্যা ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। ১৯৯৭ সালে তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। পরে একটু সুস্থ হ'লেও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পরদিন ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ যোহর ঢাকার বংশালে মাওলানা বর্ধমানীর প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ঐ দিন রাতেই দিনাজপুর শহরের পটুয়াপাড়াস্থ তাঁর নিজ বাসভবনে লাশ পৌঁছানো হয়। পরদিন ২৩ শে মার্চ শুক্রবার বেলা ২-১৫ মিনিটে স্থানীয় লালবাগ ঈদগাহ ময়দানে তাঁর শেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আতীকুর রহমান (৩০) জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। জানাযায় প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মুছল্লী শরীক হন। অতঃপর ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সাতক্ষীরায় সাংগঠনিক সফরে থাকাকালীন ২২ শে মার্চ দুপুরে টেলিফোনে মাওলানা বর্ধমানীর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন। অতঃপর সফর সংক্ষিপ্ত করে ঐ দিন রাতেই টেক্সিযোগে রওয়ানা দিয়ে ফজরের প্রাক্কালে রাজশাহী পৌঁছেন এবং বাদ ফজর পুনরায় দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যথাসময়ে মাওলানা বর্ধমানীর জানাযায় শরীক হন। জানাযার ছালাতের পূর্বে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ পাক তাঁকে একই সাথে লেখনী ও বাগ্মিতার দু'টি বিরল প্রতিভা দান করেছিলেন। তিনি শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বদা আপোষহীন ছিলেন। তিনি উভয় বাংলার একজন স্বনামধন্য সালাফী আলেম ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে উভয় বাংলার মুসলমানগণ বিশেষ করে আহলেহাদীছ জামা'আত দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। তিনি তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি নিজের পক্ষ থেকে ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে জানাযায় শরীক হন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী), সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম (বগুড়া), অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান (জয়পুরহাট), মজলিসে শূরা সদস্য এস,এম, মাহমূদ আলম (ঢাকা), কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (রাজশাহী), 'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (ঢাকা), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাসিক **আত-তাহরীক** গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও-এর অধ্যক্ষ মাওলানা মুয্যাম্মিল হক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দিনাজপুর (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার সভাপতি দ্বয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এতদ্ব্যতীত ঢাকা থেকে বংশাল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নু'মান ও তাঁর সফর সঙ্গীরা জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, জুম'আর পূর্বে দিনাজপুর পৌঁছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মরহুমের পটুয়াপাড়াস্থ বাসভবনে গমন করেন ও মাওলানার লাশ দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি মাওলানার জামাতা, ছেলে ও নাতিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন ও তাদের নিকট থেকে মাওলানার জীবনের বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন।

[আমরা মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তবে আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, মৃত্যুর ৪২ ঘন্টা পরে দাফন হ'লেও এবং সুস্থ দেহে দেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতিকে বংশাল বা দিনাজপুরের জানাযাতে দেখা যায়নি। এমনকি দিনাজপুরের জানাযায় জমঈয়তের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাউকে না দেখে জনগণের সাথে আমরাও হতবাক হয়েছি। দেশবরেণ্য আলেমদের প্রতি এ ধরনের অনীহা কারুরই কাম্য নয়। -সম্পাদক]

খৃষ্টান ও কাদিয়ানী চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন

সম্প্রতি এ/৪ সাইজের চার পৃষ্ঠা ব্যাপী কম্পিউটারে মুদ্রিত দু'টি পৃথক কাগজ দেশের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর নিকটে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিকটে প্রেরক-এর নাম ঠিকানা বিহীনভাবে লম্বা ইনভেলাপে ডাক মারফত পাঠানো হচ্ছে। সেখানে সম্প্রতি হাইকোর্ট কর্তৃক সকল ধরনের ফৎওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশের আলেম সমাজের ব্যাপক প্রতিবাদকে কটাক্ষ করে প্রতিবাদকারী আলেমদেরকে 'ইহুদীপন্থী' বলা হয়েছে এবং সূরায়ে বাক্বারাহতে বর্ণিত তালাক্ব সংক্রান্ত ২৩০-২৩২ আয়াতত্রয়কে 'আয়াতে মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে, 'এইরূপেই ইহারা প্রত্যেক বিষয়ে কোরআন পরিপন্থী ফতোয়া প্রদান করিয়া থাকে, যাহা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত'। অতঃপর প্রমাণ হিসাবে অনেকগুলি আয়াতের ভুল ও কদর্থ পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর সূরা নিসা ১৭১ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, 'ঈসা-মসীহ-এর অঙ্গীভূত রূহটিই হইতেছেন 'আল্লাহ'। সুতরাং আল্লাহর দেহাবয়বই যে তাঁহার রাসূল এবং রাসূলের অঙ্গীভূত রূহটিই যে আল্লাহ, তৎসম্পর্কে আল্লাহ নিজ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করিয়া দিলেন।'

দ্বিতীয় প্রচার পত্রটিতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরেও নবী আসবেন এবং বর্তমানে রয়েছেন বলে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ভুল অর্থ পেশ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ মানুষকে কোরআনের মাধ্যমে তাঁহার পূর্বকালের রাসূল আহমাদ-এর সর্বশেষ রাসূল রূপে পুনরাগমনের সংবাদ

দান করিয়াছেন'। অতঃপর বলা হয়েছে, এইসব লোকেরা 'সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'খত্মে নবুওয়াত সংরক্ষণ কমিটি' নামকরণ পূর্বক রাসূলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে এক ঘাতক দল সংগঠিত করিয়াছে।'

লিফলেটের শেষে লেখা হয়েছে-
প্রচারেঃ রাসূলুল্লাহ।

উপরোক্ত লিফলেট দু'টি সম্প্রতি আমার ও আমার একজন সহকর্মীর নামে ডাকযোগে এসেছে। এর মধ্যে দু'টি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে। ১- এটি কোন খৃষ্টান এনজিও কর্তৃক প্রচারিত। ২- খৃষ্টান এনজিওদের সমর্থন নিয়ে ক্বাদিয়ানী তৎপরতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। আর এই অপতৎপরতার পিছনে সরকারী আনুকূল্য লাভের জন্য হাইকোর্টের ফৎওয়া বিরোধী সাম্প্রতিক রায়কে সমর্থন করা হয়েছে মাত্র। অতএব সকলের সাবধান হওয়া কর্তব্য।

-ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাতক্ষীরা সীমান্ত চোরাচালানের ট্রানজিট পয়েন্ট

অবৈধ ভাবে আসা গরু থেকেই পুলিশ প্রশাসন মাসিক মাসোহারা পায় ৫০ লক্ষ টাকা

সাতক্ষীরা থেকে মতিয়ার রহমান মধুঃ সাতক্ষীরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে গরু চোরাচালানী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাতক্ষীরার ১৩৮ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা এখন চোরাচালানে উন্মুক্ত। সীমান্ত সংলগ্ন সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া, দেবহাটা, কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর উপযেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় 'ক্যাশিয়ার স্লিপ' বা অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রতি থানার ক্যাশিয়ার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা করে ৫টি থানায় মোট মাসে ৫০ লক্ষ টাকা মাসোহারা বা বখ্‌রা আদায় করে থাকে। ফলে সরকার সাতক্ষীরা যেলার ১৩৮ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় গরুর উপর অর্পিত রাজস্ব কর প্রতি মাসে দেড় কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন সাতক্ষীরা যেলার ৭টি উপযেলার মধ্যে ৫টি উপযেলায় সীমান্ত পথ রয়েছে। এইসব সীমান্তে প্রায় ৩ শত চোরাই ঘাট রয়েছে। এইসব ঘাটগুলির প্রতিটি দিয়ে দৈনিক কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০টি ভারতীয় গরু অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ৩ শত ঘাট দিয়ে দৈনিক প্রায় ৯ থেকে ১০ হাযার ভারতীয় গুরু আসে।

সরকার সীমান্ত বরাবর সাতক্ষীরা সদর উপযেলার সাতানী করিডোর ও কলারোয়ার সোনাবাড়িয়া নামক স্থানে শুল্ক স্থাপন করলেও বিডিআর ও পুলিশের অলিখিত চুক্তি বা স্লিপের কারণে চোরাকারবারীরা ভারতীয় গরু শুল্ক প্রদানের মাধ্যমে বৈধকরণের সুযোগ গ্রহণ করছে না। সূত্র মতে জানা গেছে, সীমান্ত থেকে শুল্ক ফাড়ি বেশ দূরে। ফলে ঘাট মালিকদের মাধ্যমে বিডিআর ও পুলিশ উৎকোচ গ্রহণ করে সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে গরু পাচার করে থাকে। এসব গরু পাচারের জন্য ঘাট মালিকদের প্রত্যেক ঘাটে ১০ থেকে ১২ জন দালাল রয়েছে। তারা সীমান্তের বিডিআর ও পুলিশকে মোটা অংকের টাকার বিনিময় ম্যানেজ করে থাকে। ঘাট মালিকরা মাসে বা সপ্তাহে থানার পুলিশ ক্যাশিয়ারের মাধ্যমে প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মোটা অংকের টাকা দিয়ে থাকে।

বিদেশ

আমেরিকার ভয়াবহ সমাজ চিত্রঃ ৮০% মেয়ে বিয়ে ছাড়াই সন্তান নিচ্ছে

আমেরিকার কানেকটিকাটের হার্টফোর্ড শহরের শতকরা ৮০ ভাগ সন্তান জন্ম নিয়েছে কুমারী মাতার গর্ভ থেকে। এদের 'লাভ চাইল্ড' বা 'ন্যাচারাল চাইল্ড' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এদের জন্মদাতা বাবার হদিস নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ৫৫টি শহরের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, স্কুলগামী মেয়েরাই বেশী সন্তান ধারণ করছে। গর্ভবতী হবার জন্য স্কুলের বন্ধুরাই জড়িত। একজন সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা, অনেক টিনেজ গার্ল 'চাইল্ড ক্যারিকে' ফ্যাশন হিসাবেও দেখে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯৮ সালে হার্টফোর্ড সিটিতে বিবাহবন্ধন ছাড়াই শতকরা ৮২ ভাগ কিশোরী গর্ভধারণ করেছে এবং সন্তান প্রসব করেছে।

'কানেকটিকাট এসোসিয়েশন ফর হিউম্যান সার্ভিস'-এর নির্বাহী পরিচালক পল গিওনফিডো বলেছেন, এটি সমাজের একটি দুঃখজনক প্রতিচ্ছবি, যা কল্পনাও করা যায় না। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ক্যালোরিনের মতে, ৪টি কারণে স্কুলগামী মেয়েরা গর্ভবতী হয় অথবা বাচ্চা নেয়। এগুলো হচ্ছে ফ্রি মিক্সিং, দারিদ্র্য, স্কুল থেকে ঝরে পড়া ও সংস্কৃতি। দরিদ্র মেয়েরা বাচ্চা ধারণ করলে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এ কারণেও হয়ত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা সন্তান গ্রহণে আগ্রহী হয়ে থাকে।

[এই সাথে যেনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের চিত্রটাও জানতে পারলে ভাল হ'ত। এতে পরিষ্কার হ'য়ে যেত তথাকথিত আধুনিক পরিবার ব্যবস্থার পরিণতিটা কি? জানা উচিত যে, ইসলামই সর্বাধুনিক পরিবার ব্যবস্থা প্রদান করেছে। সেখান থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই তাকে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে পশুত্বের অন্ধ গলিতে। বাংলাদেশী নেতারা সাবধান হউন। -সম্পাদক]

ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানব শিশু জন্মদানের উদ্যোগ

ইটালীর একজন প্রজনন বিশেষজ্ঞ রোমে এক সম্মেলনে বলেছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য তিনি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিশুর জন্মদানের কাজ শুরু করবেন। পৃথিবীর বহু দেশে এই ক্লোনিং বা জিন প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাণের প্রতিরূপ তৈরী করার বিষয়টি নিষিদ্ধ হ'লেও ইটালীতে তা নিষিদ্ধ নয়। ইটালীর বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সাবানিরো অন্তনিরি নামের এই বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আগামী ২ বছরের মধ্যে ক্লোনিং পদ্ধতিতে শিশুর জন্মদান সম্ভব হবে। আর এ চিকিৎসার জন্য ৬শ' মহিলা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে তিনি জানান।

বৃটেনে ৫০ লাখ লোক চরম দারিদ্র্যে নিপতিত

বৃটেনে এখন ৫০ লাখ লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। গোটা মহাদেশে দারিদ্র্য জরিপকারী সংস্থা 'ব্রেড লাইন ইউরোপ' জানায়, বৃটেনে ক্রমবর্ধমান হারে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব লোক মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন গবেষক ডেভিড সর্ডন বলেন, আমরা অনেক লোককে খুঁজে পেয়েছি যাদের হাতে কোন অর্থ নেই। এটা আমাদের বিস্মিত করেছে। তিনি বলেন, এ ধরনের কল্যাণ রাষ্ট্রে দারিদ্র্যের গভীরতা সম্পর্কে আমরা অনুধাবন করি

না। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের ব্যাখ্যা অনুযায়ী চরম দারিদ্র্যের অর্থ হ'ল খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ও তথ্যের অভাব।

রিপোর্টে বলা হয়, বৃটেনে ৯ শতাংশ পরিবারের আয় তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর ফলে তারা চরম দারিদ্র্যে নিপতিত। ৮ শতাংশ পরিবার জানায়, তাদের আয় প্রয়োজনের চেয়ে সামান্য কম। ৪ শতাংশ বা ২০ লাখ লোক বলেছে, গত বছর তারা খাদ্যের সংকটে ভুগেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিগত কয়েকটি সরকারের আমলে বৃটেন ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তারা কল্যাণ রাষ্ট্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

[গণতন্ত্রের লীলাভূমিতে এই দুর্দশা হ'লে বাংলাদেশী গণতন্ত্রীরা আমাদের কি উপহার দিবেন, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। -সম্পাদক]

এক লাখ ভেড়া মেরে ফেলবে বৃটেন

ব্রিটিশ সরকার প্রায় এক লাখ ভেড়া মেরে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি দেখা দেয়া খুরা রোগ যাতে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রিন্স অব ওয়েলস এই দুর্যোগ মুহূর্তে এগিয়ে এসেছেন খামারিদের সহায়তায়। খামারিরা যাতে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারেন সে লক্ষ্যেই তিনি ৫ লাখ পাউন্ড দিচ্ছেন।

গবাদিপশুর এই রোগ গোটা বৃটেনে গোশতের সংকট সৃষ্টি করেছে। খামারিরা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে গরু ও ভেড়া। খামারের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও পুড়িয়ে ফেলেছে। বৃটেনের মুসলমানরা এবার কুরবানী দিতে পারেনি। সেখানে পশু জবাই ও গোশত বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশ ইউরোপ থেকে সব ধরনের পশু, গোশত এবং ডেইরি সামগ্রী আমদানির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

পঞ্চাশ বছর পর দুই কোরিয়ার মধ্যে ডাক যোগাযোগ শুরু

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে পঞ্চাশ বছর পর গত ১৫ই মার্চ প্রথমবারের মত ডাক বিনিময় শুরু হয়েছে। সশস্ত্র পাহারাবেষ্টিত সীমান্ত দিয়ে উভয় দেশের প্রতি ৩০০টি করে চিঠি বিনিময়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। সীমান্তবর্তী অসামরিক গ্রাম পানমুন জামে এই চিঠি বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে কোরীয় উপদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এই দু'টি দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ার পর এটাই উভয় দেশের প্রথম চিঠি বিনিময়।

ঘুষ গ্রহণঃ ফিলিপাইনে ১০ পুলিশের মৃত্যুদণ্ড

ফিলিপাইনের নিম্ন আদালত গত ১২ই মার্চ ১০ জন পুলিশকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ঘুষ নিয়ে চীনের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে কারাগার থেকে পালানোর সুযোগ দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এ দণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

[বাংলাদেশের ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে এইরূপ দণ্ড দিলে অবস্থাটা কি হবে?- সম্পাদক]

বৃটেন থেকে ৩০ হাযার অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীকে বের করে দেয়া হবে

লেবার সরকার সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে যে, এ বছর বৃটেন থেকে ৩০ হাযার অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীকে বের করে দেয়া হবে। এজন্য যেকোন কঠিন পদক্ষেপ নিতে সরকার দ্বিধা করবে না। বৃটেনের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত এক বছরে এত বেশি সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীকে বের করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হ'ল বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের একজন মুখপাত্র ডাউনিং স্ট্রীটের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, এ বছর এপ্রিল থেকে শুরু করে পরবর্তী ১২ মাসে মোট ৩০ হাযার অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীকে জোরপূর্বক হ'লেও বৃটেন থেকে বের করে দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন ধরনের নমনীয়তা দেখানো হবে না।

দেউলিয়া হওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্রের বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

যুক্তরাষ্ট্রের বহু ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ঋণের দায়ে জর্জরিত। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া হওয়ার পথে। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা চলছে। তবে আদালতগুলো দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করায় ২০০০ সালে ৫ ভাগ মামলা হ্রাস পেয়েছে। তারপরেও আদালতে কুঋণ মামলার সংখ্যা ১২ লাখ ৫০ হাযার। ১৯৯৯ সালে মামলার সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ২০ হাযার। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৪ লাখ ৪০ হাযার। এদিকে ব্যক্তিগত কুঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে ব্যক্তিগত কুঋণ হ্রাস পেয়েছে ৫ ভাগ। ১৯৯৯ সালে ব্যক্তিগত কুঋণের পরিমাণ ছিল ১২ লাখ ৮০ হাযার ডলার। ২০০০ সালের কুঋণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ২০ হাযার ডলার।

মোবাইল ফোনে ভাইরাস!

এক নতুন ধরনের ভাইরাস বিশ্বের লাখ লাখ মোবাইল ফোনকে অকেজো করে দিচ্ছে। এই ভাইরাস সংক্রমণে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিশ লক্ষাধিক মোবাইল ফোন অকেজো হয়ে গেছে। মটোরোলা ও নোকিয়া দু'টো কোম্পানিই এই ভাইরাস সংক্রমণের কথা স্বীকার করেছে। তারা মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের এই ভাইরাসের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনে যদি এমন কোন ধরনের কল রিসিভ করেন, যেটাতে কলারের আইডি নাম্বার কিংবা 'কল' শব্দটি প্রদর্শিত হয় না, তাহ'লে রিং বাজতে দিন কিন্তু কলের জবাব দিবেন না এবং এভাবে রিং হ'তে হ'তে ফোনটিকে অফ হয়ে যেতে দিন। কিন্তু যদি আপনারা এর জবাব দেন তাহ'লে আপনাদের ফোনগুলি ভাইরাস সংক্রমিত হবে।'

উল্লেখ্য যে, এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে উল্লেখিত উভয় ধরনের মোবাইলের সকল আইএমআইই এবং আইএমএসআই তথ্য মুছে যাবে। এসব তথ্য মুছে গেলে ফোন টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ পাবে না। তখন নতুন ফোন কিনতে হবে।

রুশ বিমান ছিনতাই নাটকের অবসান

মদীনায় রুশ বিমান ছিনতাই নাটকের অবসান ঘটেছে। সউদী নিরাপত্তাবাহিনী গত ১৬ই মার্চ এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে যিম্মী যাত্রীদের মুক্ত এবং ছিনতাইকারীদের আটক করেন। উদ্ধার অভিযানে তিনজন নিহত হন।

মদীনা বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা জানান, ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সফল হয়েছে এবং যিম্মীদের সবাই মুক্তি পেয়েছেন। তবে অভিযানে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা নিহত হন। ছিনতাইকারীদের ছুরির আঘাতে মহিলা এবং অভিযানকারীদের গুলিতে অপর দু'জন নিহত হন।

ইন্টারফ্যাক্স বার্তাসংস্থা জানায়, সঊদী নিরাপত্তাবাহিনী তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে। সংস্থার একজন সাংবাদিক জানান, টিভি ফুটেজ থেকে ধৃত দু'জন ছিনতাইকারীকে শনাক্ত করা গেছে। এদের একজন হ'লেন চেচনিয়ার সাবেক মন্ত্রী আসলানাবেক আরসায়েভের ভাই সুপিয়ান আরসায়েভ। অন্যজন সুপিয়ানের পুত্র। একটি চেচেন সূত্র জানায়, আসলানাবেক আরসায়েভই এই ছিনতাই ঘটনার মূল নায়ক।

মদীনা বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ আত্বা জানান, গত ১৬ই মার্চ অবতরণের পর নিরাপত্তা বাহিনী বিমানটি ঘিরে ফেলে। তুরস্ক থেকে ছিনতাই করে মদীনায় নিয়ে যাওয়া বিমানটিতে ১৭৪ জন যাত্রী ছিল। ছিনতাইকারীরা ৪৬ জনকে মুক্তি দেয়। বাকিরা আটক ছিল। জানা গেছে, ছিনতাইকারীদের কাছে কেবল ছুরি ছিল।

উল্লেখ্য যে, ১৬২ জন যাত্রী ও ১২ জন ক্রু নিয়ে ইস্তাম্বুল থেকে মস্কোগামী এ রুশ বিমানটি গত ১৫ই মার্চ আকাশে উড়ার ৩০ মিনিটের মধ্যেই ছিনতাই হয়। ছিনতাইকারীরা নিজেদেরকে চেচেন বিদ্রোহী হিসাবে পরিচয় দেয়।

পার্সেলে মানুষের মাথা ও হাত!

মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভর্তি একটি পার্সেল শ্রীলংকার একজন বিরোধী দলীয় নেতার আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠানো হয়েছে। গত ৬ই মার্চ সংবাদপত্রের খবরে একথা বলা হয়েছে। পার্সেলের প্যাকেটে ছিল একটি মাথা ও একটি হাত। প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির একজন সংসদ সদস্য রবি করুণানায়েকের মা ও শাশুড়ীর নিকট এক মোটর সাইকেল আরোহী পার্সেলটি পৌঁছে দেয়। করুণানায়েকের বিরুদ্ধে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

'সানডে টাইমস' পত্রিকা বলেছে যে, করুণানায়েকের মাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন তার ছেলেকে রাজনীতির বাইরে রাখেন।

বিশ্বের বৃহত্তম তেল প্লাটফরম ধ্বংস

ব্রাজিলের পেট্রোব্রাস কোম্পানীর মালিকানাধীন একটি অয়েল প্লাটফরম গত ১৫ই মার্চ তিনটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত হয়েছে। ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জেনিরো সমুদ্র উপকূলের নিকট অয়েল প্লাটফরমটি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম তেল উত্তোলক প্লাটফরমটি ভাসিয়ে রাখার জন্য সেদেশের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানী প্রেট্রোব্রাস শত চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে বিস্ফোরণের ৫ দিন পর ২০ মার্চ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে রাজধানী রিওডি জেনিরোর সাগর উপকূলে পানিতে তলিয়ে গেছে। প্রেট্রোব্রাস কর্মকর্তারা জানান, তেল রিগে ১৫ লাখ লিটার অপরিশোধিত তেল ও ডিজেল সমৃদ্ধ ছিল, যা এখন সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ৪০ তলা বিশিষ্ট উঁচু এই তেল প্লাটফরমটিকে সাগরে বিশ্বের বৃহত্তম তেলমঞ্চ হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে সকল মূর্তি ধ্বংস করা হবে

-তালেবান প্রধান

আফগানিস্তানের প্রাচীন বৃহৎ বৌদ্ধ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলায় আন্তর্জাতিকভাবে যে নিন্দার ঝড় উঠেছে, তাকে উপেক্ষা করে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর পাকিস্তানভিত্তিক আফগান ইসলামী সংবাদ সংস্থাকে (এআইপি) জানিয়েছেন, তিনি আফগানিস্তানে যত মূর্তি আছে সব ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে যেগুলো ইসলামী যুগের চেয়েও প্রাচীন, সেগুলোকে ইসলামী আইন মুতাবেক ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'ইসলামের বলে আমি বলিয়ান। তাই আমি কোন কিছুর ভয়ে ভীত নই। আমার কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী আইন-কানূন প্রতিষ্ঠা করা।' তিনি বলেন, এই নির্দেশ তিনি দিচ্ছেন আফগানিস্তানের উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী। ইসলামের আইন তার কাছে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, অন্য কিছু নয়।

উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী আফগানিস্তানের সকল মূর্তি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

[কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, আফগানিস্তানে মূর্তি ধ্বংসের বিপরীতে এখন ভারতে কুরআন পোড়ানো হচ্ছে। তার জবাব কি?- সম্পাদক]

চীন থেকে ৪ স্কোয়াড্রন ফাইটার কিনেছে পাকিস্তান

চীন থেকে ৪ স্কোয়াড্রন এফ-৭ এমজি জঙ্গী বিমান কিনেছে পাকিস্তান। চলতি বছরের মাঝামাঝি এই বিমান সরবরাহ শুরু হবে। বেইজিংয়ে সাম্প্রতিক সফরকালে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মুছহাফ আলী মীর মাকারি প্রযুক্তির এসব সুপারসনিক এয়ারক্রাফট সরবরাহের সিডিউল চূড়ান্ত করেন। তিনি যৌথভাবে সুপার-৭ কমব্যাট এয়ারক্রাফট তৈরীর বিষয়েও আলোচনা করেন। পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচীর কারণে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান সরবরাহ বন্ধ করে দিলে ইসলামাবাদ জঙ্গী বিমানের ঘাটতি পূরনের জন্য চীন, ফ্রান্স সহ অন্যান্য দেশের প্রতি ঝুঁকি পড়ে।

দুবাইয়ে রুশ পার্লামেন্ট সদস্যের জরিমানা

দুবাইয়ের একটি আদালত গাড়ীচাপা দিয়ে এক মহিলাকে হত্যার দায়ে রাশিয়ার একজন পার্লামেন্ট সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে ৮৬ হাযার দিরহাম (২৩ হাযার ৫৬০ মার্কিন ডলার) জরিমানা করেছে।

৫৩ বছর বয়সী আলেক্সান্ডার পোপোভ দুবাইতে ব্যক্তিগত সফরকালে ব্যস্ত সড়ক পার হওয়ার সময় ২২ বছরের এক দর্জি মহিলা নিথি হায়েনকে চাপা দেয়। নিথিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং কয়েকদিন পর সে মারা যায়।

আদালত পোপোভকে নিহতের পরিবারের কাছে ৭৫ হাযার দিরহাম (২০ হাযার ৫৪৭ ডলার) তুলে দেয়ার নির্দেশ দেন।

গাড়ী চাপা দিয়ে মহিলাকে হত্যার জন্য তাকে ১০ হাযার দিরহাম (২ হাযার ৭৪০ ডলার) এবং বিনা লাইসেন্সে গাড়ী চালানোর দায়ে ১ হাযার দিরহাম (২৭৪ ডলার) জরিমানা করা হয়েছে। মহিলা মারা যাবার পর পোপোভকে আটক করা হয় এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় ঘোষণা করার পর জরিমানার অর্থ দিতে রাযী হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাদ্দামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেরুযালেম বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে ৭০ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী

ফিলিস্তীনের সকল এলাকা মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে ইরাকী স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দল সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ১১ই মার্চ তাদের পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

'জেরুযালেম বাহিনী'র হাযার হাযার স্বেচ্ছাসেবী তাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণকালে এক আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা শ্লোগান দিতে থাকেন 'সাদ্দামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা আমাদের প্রাণ বিসর্জন দেব'। উল্লেখ্য যে, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন গত বছরের অক্টোবরে 'জেরুযালেম বাহিনী' গঠনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ইরাকের সরকারী বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, ৭০ লাখেরও বেশী পুরুষ ও মহিলা 'জেরুযালেম বাহিনীতে' যোগদান করেছে। ইরাকের বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

ইরাকের ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির পদস্থ কর্মকর্তা লতীফ নাসিফ জাসিম বলেন, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাকের জনগণ ও বাথ পার্টি যে ভূমিকা নিয়েছে সে ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ আমরা আপনাদের প্রশিক্ষণ দিতে যাচ্ছি এবং প্রশিক্ষণের পর আপনারা 'জেরুযালেম বাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফিলিস্তীনকে মুক্ত করা।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন জেরুযালেম মুক্ত করার লক্ষ্যে জিহাদের ডাক দেওয়ায় আরব বিশ্বে ফিলিস্তীনপন্থী বিক্ষোভকারীরা ইরাকী পতাকা নাড়িয়ে সাদ্দামের প্রশংসা করে।

উল্লেখ্য, ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর সাথে ফিলিস্তীনীদের সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ৪২৪ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৪৮ জনই ফিলিস্তীনী। ইসরাঈলী ইহুদীর সংখ্যা ৫৭ এবং অন্যান্য ১৯ জন।

ইসলামী পোশাক আইন পালনে বিদেশী মহিলাদের ব্যর্থতার জন্য কতিপয় ইরানী কর্মকর্তা বরখাস্ত

তেহরানে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে যোগদানকারী বিদেশী মহিলাদের ইসলামী পোশাক আইন লংঘন করা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দৈনিক 'তেহরান টাইমস' জানায়, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা উপেক্ষা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কতজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে তার কোন সংখ্যা পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত সম্মেলনে এশীয় দেশগুলির কতিপয় মহিলা যোগদান করেন। বর্ণবাদ ও বৈষম্য সংক্রান্ত এই সম্মেলনে এসব মহিলা দীর্ঘ গাউনসহ মাথায় স্কার্ফ ছাড়াই যোগদান করেন। অথচ মহিলাদের জন্য ইরানে এই পোশাক বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও রক্ষণশীল দৈনিকগুলিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ ধরনের অনৈসলামিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সমালোচনা করা হয়। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশনার মেরী রবিনসন। তিনি অবশ্য ইসলামী পোশাক রীতি সম্পূর্ণ পালন করেন।

ইসলামাবাদে কফি আনান

শত শত বিক্ষোভকারীর ভারতবিরোধী শ্লোগান, ধর্ষিতা কাশ্মীরী মহিলার ক্রন্দন

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ভারতের সাথে উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে গত ১১ই মার্চ পাকিস্তানী নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এর পাশাপাশি শত শত বিক্ষোভকারী ভারতবিরোধী শ্লোগান দেয় এবং অনেকে তার সাথে সাক্ষাৎ করে।

কফি আনান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি আলোচনার জন্য দক্ষিণ এশিয়া সফরের শুরুতে গত ১০ই মার্চ পাকিস্তানে পৌঁছেন। ইসলামাবাদে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে গায়ে শাল জড়ানো এক কাশ্মীরী মহিলা কফি আনানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি কফি আনানকে জানান, ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরে তাকে ধর্ষণ করেছে। পরে আনান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আগত ১৬ জন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করার জন্য কফি আনানের প্রতি আবেদন জানান।

কফি আনান পাকিস্তানের প্রধান নির্বাহী জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার, তাহরীকুল মুজাহেদীন জম্মু ও কাশ্মীর-এর প্রধান শায়খ জামীলুর রহমানের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

মিনায় পদপিষ্ট হয়ে ৩৫ জন হাজীর মৃত্যু

পবিত্র হজ্জ পালনের সময় মিনায় পাথর নিক্ষেপকালে ভিড়ে পায়ে চাপা পড়ে ৩৫ জন হাজী নিহত ও অনেক হাজী আহত হয়েছেন। সঊদী টেলিভিশন জানিয়েছে, মক্কা শরীফের কাছে মিনায় জামারাতের দিকে এগিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড ভিড়ে এঁড়া পদপিষ্ট হন। এছাড়া দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত সংখ্যক হাজী আহত হয়েছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কোষের রূপান্তর প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীদের করায়ত্তে

এই প্রথমবারের মত বিজ্ঞানীরা প্রাণীকোষের রূপান্তরের কথা ঘোষণা করেছেন। ক্লোন প্রক্রিয়ায় মেষশাবক ডলির জন্ম দিয়ে যে গবেষক দলটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেন, তারা এবার গো-চর্ম কোষ থেকে হৃৎপিণ্ডের পেশী কোষ জন্ম দেয়ার প্রক্রিয়া করায়ত্ত করেছেন বলে জানান। ফলে হৃৎপিণ্ডের 'টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট' চিকিৎসা সহজ হয়ে যাবে। স্কটিশ বায়োটেক কোম্পানি জানায়, বিজ্ঞানীরা চর্ম কোষের 'জেনেটিক ক্লক'-এ পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন ধরনের কোষ (স্টিম সেল) জন্ম দেন। যেগুলোকে বলা হয় 'মাস্টার সেল'। এসব কোষ থেকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের টিস্যু তৈরী করা যাবে। সেই পরিবর্তিত কোষে কারিগরি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তখন তৈরী করা হবে হৃৎপিণ্ডের পেশী কোষ।

লেবুর ঘ্রাণঃ মনোযোগ বৃদ্ধি করে

লেবুকে আমরা সাধারণতঃ মুখরোচক খাবার হিসাবে জানি। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেবু বা এর সুগন্ধি ব্যবহৃত হচ্ছে। স্নায়ুবিদদের মতে, সাধারণ কোন কক্ষের তুলনায় লেবুর সুগন্ধযুক্ত কক্ষে কাজ করলে কাজের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া যায়। তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের 'হিপ্পোক্যাম্পাস' লেবুর ঘ্রাণের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী উদ্দীপিত হয়। আর এই 'হিপ্পোক্যাম্পাস'ই মানুষের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সৌরজগতের বাইরে এক বিশাল গ্রহ

মহাকাশচারীরা পৃথিবী হ'তে ১৫ আলোকবর্ষ দূরে বৃহস্পতির চেয়ে বড় একটি গ্রহের সন্ধান লাভ করেছেন। স্যানফ্রান্সিসকো রাজ্যের ৪ সদস্যের একটি গবেষণা দলের প্রধান জিওফ্রে মার্থি কানাডার এক বিজ্ঞান সিম্পোজিয়ামে ঐ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত ফেক-১ দূরবীনে ধরা পড়া ঐ গ্রহটি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ (১.৯ গুণ) বড়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গ্রহটিতে মাটি জাতীয় কিছু নেই। ফলে পৃথিবীর মত সেখানে প্রাণের উন্মেষ অসম্ভব। গ্রহটির বেশীরভাগ অংশ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে তৈরী এবং এর ০ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ (-৬০ সি) ডিগ্রী সেলসিয়াস বলে বিজ্ঞানীরা বলেছেন। নব আবিষ্কৃত এই গ্রহটিই হচ্ছে এ পর্যন্ত পাওয়া সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্র গ্লিয়েস-৮৭১-কে পরিক্রমণরত একমাত্র গ্রহ।

[জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। যা মি'রাজের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। অতএব হে বিজ্ঞানীগণ এগিয়ে চলুন! কুরআনী সত্যের বাস্তবতা পরখ করুন! তার আগে আল্লাহর উপরে ঈমান আনুন ও তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান মেনে চলে তাঁর অনুগত বান্দা হউন! -সম্পাদক]

বাংলাদেশী তরুণের আবিষ্কার

তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সাজ্জাদ হাসান রুমী তৈরি করেছেন 'সেনশেনাল সিকিউরিটি এলার্ম'। এই সিস্টেমটি আপনার বাসাবাড়িসহ অফিসে চোর-ডাকাত বা অনাকাংখিত ব্যক্তির আগমনে আপনাকে বিশেষ সংকেত দেবে। এটি একটি হাইটেক ফটোসেন্সর ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এটি ১১০-২২০ ভোল্ট ক্ষমতা ধারণকারী। চতুর্দিকে এর কার্যক্ষমতা ২ ফুট এবং উচ্চতায় ১৩ ফুট ও ১৪ ফুট। এটি যেকোন পরিবেশে, যেকোন তাপমাত্রায় এবং যেকোন আবহাওয়ায় ব্যবহারোপযোগী। এটি আলো এবং আঁধার উভয় অবস্থাতেই সচল থাকে। এ যন্ত্রটি আপনার (ফ্লাট/বাড়ির) সদর দরজার উপরে যেকোন জায়গায় একটি গোপন স্থানে স্থাপন করবেন। শুধু তাই নয়, আপনার বাড়ীর বারান্দা, জানালা, গ্যারেজ, অফিস প্রভৃতিতেও ব্যবহার করতে পারেন। মূলতঃ যেকোন নিরাপত্তাহীন জায়গায় ব্যবহারোপযোগী মূল যন্ত্রটির আশপাশে কেউ আসলেই আপনার কাছে থাকা কলিংবেলটি বাজতে থাকবে। এতে আপনি কারু আগমনে টের পাবেন। যন্ত্রটি বাজারজাত করছে সিম কিং।

মহাকাশ স্টেশন 'মির'-এর যবনিকাপাত

দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণের পর রুশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশ স্টেশন 'মির'-কে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই গত ২৩শে মার্চ শুক্রবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছার পর মহাকাশ স্টেশনটিতে আগুন ধরে যায় এবং এর প্রজ্জলিত টুকরাগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নিপতিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র ফিজি থেকে এই অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন বহু সাংবাদিক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মির-এর খণ্ডিত অংশগুলো উল্কার ন্যায় দিগন্তের একপাশ হ'তে অপর পাশে ছুটে বেড়ায়। যা সত্যিই দেখার মত ছিল। 'মির' এর ক্রমাবনতিশীল অবস্থা ও একে সচল রাখার প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবের কারণে এই প্রকল্প পরিত্যাগ করা ছাড়া রাশিয়ার আর কোন উপায় ছিল না।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সালের ১৩ই মার্চ উৎক্ষেপণ করার পর থেকে মির ছিল মহাকাশে মানুষের তৈরী একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচীর একটি প্রধান ক্ষেত্র।

মির প্রথমে ছিল ১৩ মিটার দীর্ঘ ও ৪ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যান। এতে দুই থেকে ছয়জন নভোচারীর থাকার ব্যবস্থা ছিল। মহাকাশ স্টেশন বা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে মিরের সময় লেগেছে প্রায় ১০ বছর। স্টেশনটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ কিলোমিটার উপরে থেকে পৃথিবীর চারদিকে ঘন্টায় ২৮ হাযার ৭৭৬ কিলোমিটার বেগে পরিক্রমণ করত। ভেঙে পড়ার আগের দিন মির ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২১৭ কিলোমিটার উচ্চতায় নেমে আসে এবং ঐদিন পর্যন্ত মোট ৮৬ হাযার ৩২০ বার পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করেছে। রুশ মহাশূন্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী মির নির্মাণ ও এর রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হয়েছে ৪২০ কোটি ডলার।

সাতজন মার্কিন ও ৪২ জন রুশ নভোচারীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ১০৪ জন নভোচারী ও নাগরিক মিরে অবস্থান করেছেন।

মিরকে কেন্দ্র করে মহাশূন্যে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পরীক্ষা চালানো হয়। বিশ্বের দীর্ঘতম মহাকাশ মিশনে নভোচারী ভ্যালেরি পোলিয়াকভ ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪৩৮ দিন অবস্থান করেন। সবচেয়ে বেশী মোট সময়ের ক্ষেত্রেও এর রেকর্ড রয়েছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিন পর্বে নভোচারী মার্গেই আভদিয়েভ সর্বমোট ৭৪৭ দিন মহাশূন্যে অবস্থান করেন।

নভোচারীরা ৭৮ বার মহাশূন্যে পদচারণা করেন। সম্মিলিত সময় ছিল ৩৫২ ঘন্টা। মহাশূন্যে পদচারণার ক্ষেত্রে রেকর্ড করেন আনাতোলী সোলোভইয়ভ। তিনি ১৬ বারে মোট ৭৭ ঘন্টা মহাশূন্যে পদচারণা করেন।

উল্লেখ্য যে, 'মির'-এর যবনিকাপাতই মহাকাশ অভিযানের শেষ নয়। রুশ-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। এই স্টেশন নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ছাড়াও বিভিন্ন দেশ অংশগ্রহণ করছে।

সংগঠন সংবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা আবদুর রউফ ও মাওলানা আলীমুদ্দীন-এর শয্যাপাশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

(ক) নাড়াবাড়ী, দিনাজপুরঃ গত ২৩শে মার্চ শুক্রবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বর্তমানে নিজ বাসগৃহে শয্যাশায়ী ও স্থানীয়ভাবে চিকিৎসারত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)-এর সেক্রেটারী জেনারেল, নাযিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (৫৯)-কে বিরল থানার অন্তর্গত নাড়াবাড়ীস্থ বাসভবনে দেখতে যান এবং তাঁর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

একই দিন জুম'আর ছালাতের পূর্বে তাঁকে দেখতে যান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, মজলিসে শূরা সদস্য জনাব এস,এম, মাহমূদ আলম ও 'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ' -এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, মাওলানা মুসলিম বিগত প্রায় দু'মাস যাবত 'ব্লাড প্রেসার', হাত-পায়ে জ্বলন ও আনুষংগিক রোগ-যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী আছেন। তিনি গত ঈদুল আযহার পূর্বদিন ঢাকা থেকে নিজ বাড়ীতে আগমন করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর আশু রোগমুক্তির জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশবাসীর প্রতি আন্তরিকভাবে দো'আ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

(খ) ঢাকাঃ গত ৩১শে মার্চ শনিবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বর্তমানে ঢাকা পিজি হাসপাতালে চিকিৎসারত দেশের অন্যতম খ্যাতনামা আলেম খুলনার মাওলানা আবদুর রউফ (৬৫)-কে দেখতে যান। তিনি তাঁর শয্যাপাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং তাঁর চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন ও তাঁর আশু রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন। এই সময় তাঁর সাথে ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা সংগঠনের উপদেষ্টা, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস,এ,এম, হাবীবুর রহমান, অন্যতম শূরা সদস্য জনাব এস,এম, মাহমূদ আলম ও 'আল-কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, হঠাৎ 'ব্রেইন স্ট্রোক'-এ আক্রান্ত হয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তিনি খুলনার 'খালিশপুর ক্লিনিকে' অচেতন অবস্থায় ভর্তি হন। অতঃপর গত ২২শে মার্চ তাঁকে ঢাকার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর কেবিন নম্বর ২৩৫/এ 'বি ব্লক', ফোন নং ৮৬১৪৫৪৫/৫০৩। উল্লেখ্য যে, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাওলানা আবদুর রউফ-এর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে খুলনায় তাঁকে দেখতে যান। তখন তিনি সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় ছিলেন এবং দেহে স্যালাইন চলছিল ও নাকের মধ্য দিয়ে তরল খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছিল। বর্তমানে অবস্থা একটু উন্নতির দিকে। কেউ পরিচয় দিলে চিনতে পারেন কিন্তু কথা বলতে পারেন না। এখন তিনি হাসপাতালের সরবরাহ করা খাদ্য খেতে পারছেন। ঔষধ ক্রয় করা বাদে দৈনিক খাওয়া-খরচ সহ কেবিন ভাড়া ৫০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাওলানা আবদুর রউফ-এর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে উদার হস্তে সহযোগিতার জন্য দ্বীন-দরদী ভাইবোনদের প্রতি ও বিশেষ করে সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

[সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাঁকে গত ৮ই এপ্রিল রবিবার ঢাকা থেকে খুলনায় খালিশপুর নিজ বাসভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এখন তাঁকে বাসায় রেখেই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা করতে হবে। -সম্পাদক]

(গ) ঢাকাঃ দেশের অন্যতম খ্যাতনামা আলেম মেহেরপুরের মাওলানা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (৭৫) 'লিভার টিউমারে' আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে 'বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে' চিকিৎসাধীন আছেন। ৩১ শে মার্চ শনিবার বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী এবং উপরে বর্ণিত সাথীগণসহ মাওলানা আলীমুদ্দীনকে হাসপাতালে দেখতে যান। তাঁরা তাঁর শয্যাপাশে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করেন ও তাঁর নিকট থেকে দো'আ নেন।

মাওলানা শয্যায় বসে তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন। তবে কিছুটা স্মৃতি বিভ্রম ঘটেছে বলে তিনি জানান। অত্র প্রাইভেট হাসপাতালের নিকটবর্তী মাওলানার বড় ছেলের বাসা থেকে নিয়মিত দেখাশুনা ও রোগী পরিচর্যা করা হচ্ছে। কারু সাহায্য ব্যতীত তিনি পেশাব-পায়খানায় যেতে পারেন না। তাঁর কেবিন নম্বর ৫০৮, হাসপাতালের বাড়ী নং ৩৩/৩৫, রোড নং ১৪/এ, (নতুন) ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯। ফোন নম্বর-৯১১৮২০২।

মাওলানা আলীমুদ্দীন-এর আশু রোগ মুক্তির জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশবাসীর প্রতি দো'আ করার জন্য আহ্বান জানান।

মৃত্যুই সর্বোত্তম উপদেষ্টা

-দিনাজপুরে জুম'আর খুৎবায়
মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দিনাজপুর, ২৩শে মার্চ শুক্রবারঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত স্থানীয় লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত এক আবেগঘন খুৎবায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু পরবর্তী পাথেয় সঞ্চয়ের লক্ষ্যে সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জীবনের অবধারিত সত্য হ'ল মৃত্যু। মৃত্যুকে প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা মানুষের নেই। মৃত্যুকে হাদীছে 'হাযেমুল লাযযাত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু সকল ভোগলিপ্সাকে বিনষ্টকারী। ওমর (রাঃ) 'আল-মাউত' খচিত আংটি পরিধান করতেন, যা সরকারী মোহর হিসাবে তাঁর আদেশ নামায় ব্যবহৃত হ'ত। তিনি বলতেন, মৃত্যুই সর্বোত্তম উপদেষ্টা।

খুৎবার শেষদিকে তিনি সদ্য মৃত্যুবরণকারী দেশবরেণ্য আলেম মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর কথা স্মরণ করে বলেন, যিনি চলে যাচ্ছেন তাঁর স্থান আর পূরণ হচ্ছে না। আল্লাহ পাক আলেম উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তার ইল্‌ম উঠিয়ে নিচ্ছেন। ক্বিয়ামতের যামানায় যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের এই মহাসংকট যুগে একে একে সকল দেউটি নিভে যাচ্ছে। আহলেহাদীছ জামা'আত ক্রমেই যেন ইয়াতীম হয়ে যাচ্ছে। তিনি আল্লাহ পাকের নিকটে

মাওলানা বর্ধমানীর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

সাতক্ষীরা থেকে সাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান

ফিরোয আহমাদ, শফিউল আলম ও আলাউদ্দীন সাতক্ষীরার তিন তরুণ যুবকর্মী হরতালজনিত কারণে শেষ পর্যন্ত বাইসাইকেলে চড়ে সুদূর সাতক্ষীরা থেকে ৩১৮ কিঃ মিঃ রাস্তা পাড়ি দিয়ে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। ১৪ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২ টায় সাতক্ষীরা থেকে রওয়ানা হয়ে ২০ ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে তারা পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০ টায় নওদাপাড়া পৌঁছেন। এজন্য তারা নিয়ম মাফিক সাতক্ষীরা যেলা প্রশাসকের অনুমতিপত্র সাথে নিয়ে আসেন। তাদের এই সাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদানকে প্যাণ্ডেলে সমবেত বিশাল জনতা বিপুলভাবে স্বাগত জানান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।

[আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য তরুণ রক্ত এভাবে এগিয়ে আসলে আন্দোলনের সফলতা অবশ্যম্ভাবী ইনশাআল্লাহ। আমরা আমাদের এই তরুণ ভাইদেরকে আত-তাহরীক পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং তাদের খুলূছিয়াত অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহপাকের নিকটে আন্তরিকভাবে দো'আ করি। -সম্পাদক]

তা'লীমী বৈঠক

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইলম ও আমলে ছালেহ'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র সম্মানিত মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, দো'আ ও তাজবীদ শিক্ষা দেন মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয জনাব লুৎফর রহমান।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০০১ঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'কুরবানী ও আমাদের করণীয়' এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দেন মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয জনাব মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

১৩ই মার্চ ২০০১ঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'তাবলীগে দ্বীন ও তার ফযীলত'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দেন মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয জনাব মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

২০শে মার্চ ২০০১ঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'ইসলামী আন্দোলনে নেতার গুণাবলী' সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয জনাব মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

ঔদ্ধত্য থেকে বিরত থাকুন

- আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গত ২৭শে মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালীমন্দির ও আনন্দময়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্মৃতিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস,এ, মালেক ও অন্যান্য মুসলিম মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের পিরোজপুরের হিন্দু এম,পি সুধাংশু শেখর হালদার 'ফতোয়াবাজদের হত্যা ও সমূলে নিশ্চিহ্ন না করলে কালীমাতা জাগবে না', 'আমরা তাদের সাগরে চুবিয়ে মারবই মারব' এবং অন্য একজন হিন্দু নেতা 'মা কালীর চরণে এদের রক্ত উৎসর্গ করে পাপ মোচন করতে হবে' ইত্যাদি যেসব দায়িত্বহীন উক্তি করেন, তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন,

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশের রাজধানী মসজিদ নগরী ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে এতবড় স্পর্ধা দেখানোর পিছনে খুঁটির জোর কোথায় তা কারু জানতে বাকী নেই। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও তারা যে মূলতঃ এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের সেনাবাহিনী ডেকে আনার সুযোগ সৃষ্টি করতে চান, একথা বুঝতে কারু বাকী থাকার কথা নয়। হালদার মশাই ও তাদের প্রশ্রয়দাতাদের জানা আবশ্যক যে, বাংলাদেশের মানুষ পার্শ্ববর্তী কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ কর্তৃক বন্ধুবেশে সিকিম দখলের ইতিহাস ভালভাবে জানে এবং জানে তাদের দেশের কোটি কোটি মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপরে নির্মম নির্যাতনের ইতিহাস। অতএব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশে গুটিকতক দালাল চরিত্রের লোকের উস্কানীতে সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান কেউই উত্তেজিত হবে না বলে আমরা আশা করি। আমরা মনে করি, সরকার যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের সরকার হন, তবে তাদের কর্তব্য হবে, এইসব বাজে লোকগুলিকে তাদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত রাখা। একই সাথে আমরা হিন্দু নেতৃবৃন্দকে এধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানাই। *-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

হে পুলিশ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর

- আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

গত ৫ই এপ্রিল একটি সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমনকালে জুতা পায়ে মসজিদে প্রবেশ করে পুলিশ বাহিনী যে ন্যাক্কারজনক আচরণ করেছে, তার নিন্দা জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক বিবৃতিতে বলেন, চোর-গুণ্ডা-সন্ত্রাসীদের লালন করে যে পুলিশ বাহিনী ইতিমধ্যে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে, তারা এখন খোদ বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জুতা পায়ে সশস্ত্র ও মারমুখী চেহারা নিয়ে প্রবেশ করে মুছল্লী নির্বিশেষে বেধড়ক পিটিয়ে মসজিদকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। একজন বাপ বয়সী বয়োবৃদ্ধ মুছল্লীকে একজন পুলিশ অফিসার নিজে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়ে পরে তাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে হাজতে ঢুকিয়েছে। অথচ পুলিশ নিজে এতবড় সন্ত্রাস করেও সাধু বনে গেল। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে দেশের জনগণের উপরে এ ধরনের বেআইনী ও অমানবিক আচরণ করার পরেও তারা পুলিশের চাকুরী কিভাবে করতে পারে এটাই ভাববার বিষয়। জনগণের টাকায় কেনা রাইফেল আর জুতা দিয়ে জনগণকে পিটানো ও জনগণের পবিত্রতম স্থান মসজিদে মুছল্লীদেরকে জুতা পায়ে দবানো-পিটানো ও রক্তাক্ত করার অধিকার হে পুলিশ! তোমরা পেলে কোথায়? ধরাকে সরা জ্ঞান করার পরিণাম ভাল নয়। হে পুলিশ তোমারও মৃত্যু আছে। তোমারও পরকাল আছে। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমার ও জাতির মঙ্গল হবে। *-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২১১)ঃ আমি একটি স্বর্ণের চেইন কুড়িয়ে পেয়েছি। ছয় মাস হ'ল প্রচার করছি। কিন্তু সঠিক মালিক না পাওয়ায় চেইনটি হস্তান্তর করতে পারছি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাযহারুল ইসলাম
গ্রাম ও পোঃ উল্লাপাড়া
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন হারানো বস্তু কুড়িয়ে পেলে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হয়। অতঃপর মালিকের সন্ধান না পেলে উক্ত বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান অথবা প্রাপক নিজে গ্রহণ করতে পারে। যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর থলে ও মুখবন্ধন চিনে লও। অতঃপর এক বছর তা প্রচার কর। যদি মালিক আসে তবে ভাল। অন্যথায় তোমার ইচ্ছা। অর্থাৎ দানও করতে পার অথবা নিজে খেতেও পার *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৩৩ 'লুক্বাত্বা' অধ্যায়)*।

অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিকে আরো ছয় মাস প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে মালিক পাওয়া গেলে হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথা তার ইচ্ছাধীন।

প্রশ্ন (২/২১২)ঃ মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৯ সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় পায়খানা থেকে বের হওয়ার দো'আ শুধু "غفرانك" (গুফরা-নাকা) বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ডের ৩৪৫ নং হাদীছে الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ***(আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আফা-নী) বর্ণিত হয়েছে। তবে কি মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'গুফরা-নাকা' বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন *(মিশকাত হা/৩৫৯ 'পায়খানা ও পেশাবের আদব' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে 'আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযী... ওয়া 'আফা-নী' বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। যা ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী নামে জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/৩৭৪-এর টীকা-২ দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩/২১৩)ঃ যে মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে না দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় এবং কুরআন ও হাদীছ থেকে আলোচনা করা হয়, ঐ ধরনের মীলাদ জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনছুর রহমান
চানপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ 'মীলাদ' ইসলামের চার চারটি স্বর্ণ যুগের বহু পরে ধর্মের নামে আবিষ্কৃত একটি নিছক বিদ'আতী অনুষ্ঠান মাত্র। উজ্জ্বল শরীয়তে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। চাই সে মীলাদ দাঁড়িয়ে করা হোক বা বসে করা হোক। সর্বাবস্থায়ই এই বিদ'আতী অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা পরিত্যাজ্য' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৪/২১৪)ঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের ৮৩৪ ও ৮৩৫ নং হাদীছে দেখলাম জুম'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য গোসল করা ওয়াজিব বা কর্তব্য। বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। এর সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোবারক আলী
রাণীনগর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। ইরাকবাসীগণ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ওয়াজিব নয়। তবে গোসল করা ভাল। কেউ গোসল না করলে তার জন্য গোসল ওয়াজিব হবে না' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৯ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৪৪ 'মাসনূন গোসল' অনুচ্ছেদ)*। বুখারীর শর্তানুযায়ী ইমাম যাহাবী ও হাকেম এটাকে ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম নববী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী এটাকে হাসান বলেছেন। আর এটিই সঠিক *(আলবানী, মিশকাত উক্ত হাদীছের টীকা-২ দ্রঃ)*।

হাদীছ বিশারদগণ উভয় হাদীছের সমাধান করেছেন এভাবে যে, ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীছটি ইসলামের প্রথম যুগের জন্য প্রযোজ্য যখন মানুষ ৭ দিন পর একবার গোসল করত। পরবর্তীতে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা এটি মানুষের ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। সুতরাং জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।

প্রশ্ন (৫/২১৫)ঃ আমি যে সমাজে বাস করি সে সমাজে ছালাতের পাবন্দী নেই। পর্দা একেবারেই নেই। এমতাবস্থায় আমি উক্ত সমাজভুক্ত থাকতে চাইনা। আমি

কি সমাজ ত্যাক করতে পারি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযহার আলী
নখোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহপাক যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে স্ব স্ব জাতির নিকটে রিসালাতের মহান দায়িত্বসহ প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা আজীবন তাঁদের কওমকে দ্বীনের পথে দা'ওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের দা'ওয়াতে কম সংখ্যক লোকই সাড়া দিয়েছিল। তাঁদেরকে বরং নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-কে দেশ থেকে তাড়ানো হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর কওমের লোকেদের ষড়যন্ত্রের কারণে আল্লাহপাক আসমানে উঠিয়ে নেন। কিন্তু তাঁদের কেহই প্রশ্নে বর্ণিত কারণে দেশ ত্যাগ করেননি। বরং শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেই দা'ওয়াতী কাজ চালিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ) প্রায় সাড়ে নয় শত বছর স্বীয় জাতিকে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দিলেও অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেহই তাঁর দা'ওয়াতে সাড়া দেয়নি। অবশেষে তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো আমার কওমকে দিবা-রাত্রি দা'ওয়াত দিয়ে চলেছি, কিন্তু আমার দা'ওয়াত কেবল তাদের পলায়ণ প্রবণতাকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করেছি, যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তখনই তারা নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করেছে, বস্ত্রাবৃত করেছে, যিদ ধরেছে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে' *(নূহ ৫-৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহপাক বলেন, 'অতএব আপনি উপদেশ প্রদান করুন! আপনিতো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তাদের শাসক নন' (গাশিয়াহ ২১,২২)।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত কারণে সমাজ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। বরং সমাজভুক্ত থেকেই দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান জানাতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে সমাজে টিকতে না পারলে অন্যত্র হিজরত করা যাবে। যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম।

প্রশ্ন (৬/২১৬)ঃ ওযূ-র পর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুমায়ুন কবীর
গ্রামঃ সুলতানগঞ্জ ঘাট
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত কারণে ওযূ নষ্ট হবে না। কেননা ওযূ ভঙ্গের যে সমস্ত কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ হচ্ছে, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়া। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত যে, এটিই হ'ল ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণের প্রেক্ষিতে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পান এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই। ইস্তেহাযা ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই (আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা 'কোন বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৪)।

প্রশ্ন (৭/২১৭)ঃ শৈশবকালে আমি কোন এক বাড়ীতে থাকাবস্থায় বেশ কিছু টাকা চুরি করেছিলাম। এক্ষণে সেই চুরির অপরাধের জন্য আমার করণীয় কি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ চুরির কথা নিশ্চিত মনে থাকলে সেই টাকা মালিককে ফেরত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। কেননা বান্দার হক্ব আল্লাহ মার্জনা করবেন না। বান্দার নিকটেই মাফ নিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'তোমরা যথাস্থানে আমানত পৌঁছে দাও' *(নিসা ৫৯)*।

প্রশ্ন (৮/২১৮)ঃ কালেমা কয়টি? আমাদের উপর কয়টি কালেমা ফরয করা হয়েছে? এর মধ্যে কয়টি কালেমা জানতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যিয়াউল হক সরকার
রেডিও কোম্পানী
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ কালেমার মূলতঃ কোন প্রকার নেই এবং বিশেষ কোন কালেমা আমাদের উপর ফরযও করা হয়নি। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিদ্বানগণ ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে কালেমার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। যেমন কালেমায়ে ত্বাইয়েবা, শাহাদত, তাওহীদ ও তামজীদ ইত্যাদি। এটি সম্পূর্ণ ইজতিহাদী বিষয়। মুসলমান হিসাবে আমাদের সবকটি কালেমা জানাই উচিত। তবে বিশেষভাবে যে কালেমায় তাওহীদ ও রিসালাতে সাক্ষ্য রয়েছে সেটি মুখস্থ করা আবশ্যক। যা হাদীছে জিবরীল দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর সেটি হ'ল- أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ)। অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২, ১২ 'ঈমান' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৯/২১৯)ঃ বাংলা মিশকাতের ২য় খণ্ডের ৩৫৯ নং হাদীছে পড়লাম 'যে ছালাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় তার ফযীলত ঐ ছালাতের উপর সত্তর গুণ বেশী, যার জন্য মিসওয়াক করা হয় না' (বায়হাক্বী)। হাদীছটিতে যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা কি সঠিক?

দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বায়েযীদ ওমর দরদাহ
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মিসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ থাকলেও প্রশ্নে বর্ণিত ৭০ গুণ ফযীলত সম্বলিত হাদীছটি যঈফ। আলোচ্য হাদীছটির সনদে একাধিক ত্রুটি রয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনু শিহাব হ'তে হাদীছটি শুনেনি। তাছাড়া মু'আবিয়া বিন ইয়াহইয়া আবু ছুদাফী যুহরী হ'তে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, সেটিও শক্তিশালী নয়। অন্য বর্ণনায় উরওয়াহ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন এটিও যঈফ। সুতরাং সবগুলি সূত্র ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। *-বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মুসনাদ আহমাদ ৬/২৭২ পৃঃ; হাকেম ১/১৪৬ পৃঃ; তারগীব ১/১০২ পৃঃ; বায়হাক্বী ১/৩৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৮৭ 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ।* তবে মিসওয়াক করার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করলে আমি তাদেরকে প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬)।*

প্রশ্ন (১০/২২০)ঃ 'ইজতেমা' অর্থ কি? রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তাবলীগী ইজতেমা ও ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ইজতিমা'র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর আলী
পোঃ বক্স নং ৩১৬
ওনাইযাহ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ 'ইজতেমা' অর্থ সমাবেশ, বৈঠক, একত্রিকরণ ইত্যাদি। 'তাবলীগী ইজতেমা' অর্থ দা'ওয়াতী সমাবেশ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিবছর রাজশাহীর নওদাপাড়ায় 'তাবলীগী ইজতেমা'র আয়োজন করে থাকে। অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তেই আয়োজন করা হয় এই বিশাল সমাবেশের। এই ইজতেমায় শুরু থেকে শেষ অবধি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। বক্তব্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতিও পেশ করা হয়। যেন শ্রোতাগণের হৃদয়ে বিষয়টি বদ্ধমূল হয় এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি অনুযায়ী নিজেদের আমলী যিন্দেগী সমৃদ্ধ করতে পারেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' আলোকে পরিচালনার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় এই তাবলীগী ইজতেমায়। আহ্বান জানানো হয়, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একটিমাত্র প্লাটফরমে সমবেত হয়ে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গঠনের।

পক্ষান্তরে ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব ইজতেমা'। দেশ-বিদেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম উক্ত ইজতেমায় সমবেত হ'লেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের আহ্বান জানাতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইজতেমায় তাদের রচিত 'তাবলীগী নেছাব' বই-এর আলোকে অধিকাংশ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। যে তাবলীগী নেছাব অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছে ভরপুর। যে বইয়ের মাধ্যমে মিথ্যা ফাযায়েলের বর্ণনা করে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানানো হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন- مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীছ বর্ণনা করবে অথচ সে জানে যে, এটি মিথ্যা। সে হচ্ছে সেরা মিথ্যুক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই দুই ইজতেমার মৌলিক পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন (১১/২২১)ঃ আমার স্বামী একজন নাইট গার্ড। সঙ্গত কারণেই তার সাথে রাতে আমার সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু স্বপ্নদোষজনিত কারণে মাঝে মাঝে আমাকে ফজরের প্রাক্কালে গোসল করতে হয়। যা দেখে আমার স্বামী আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন এবং আমাকে মারধর করেন। তিনি বলেন যে, মেয়েদের নাকি স্বপ্নদোষ হয় না। নিরুপায় হয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয় কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়। উম্মে সুলাইম বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহপাক হক্ব কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হ'লে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গোসল করতে হবে যদি নাপাকী দেখা যায়। উম্মে সুলাইম (লজ্জায়) মুখ ঢেকে নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্যথায় তার সন্তান তার মায়ের মত হয় কিভাবে? (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩ 'গোসল' অনুচ্ছেদ)।

আলোচ্য হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়। আর এ অবস্থায় মেয়েদেরকে গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে। গোসল করা নিয়ে স্বামীকে সন্দেহ প্রবণ হওয়া মোটেও ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপজনক' *(হুজুরাত ১২)*।

প্রশ্ন (১২/২২২)ঃ মুহাম্মাদ ওসমান গণী প্রণীত 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন' বইয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন (১) 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) শুধু ছালাত শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাইতেন। অতঃপর ছালাতে আর কোথাও হাত উঠাইতেন না'। -বুখারীর হাশিয়া ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ। (২) 'হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কি হইল? আমি তোমাদিগকে রফে ইয়াদায়েন করিতে দেখিতেছি? মনে হয় যেন তোমাদের

হাতগুলি অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় উত্তোলিত। তোমরা ছালাতে এত নড়াচড়া করিও না; বরং ধীরস্থীর ও শান্ত থাক' (মুসলিম শরীফ)।' উক্ত হাদীছদ্বয়ের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন
১ রাইফেল ব্যাটালিয়ন বি,ডি,আর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণিত ১ম হাদীছটি যঈফ। হাদীছটি তিরমিযী, আবূদাঊদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, هذا أحسن خبر روى اهل الكوفة فى نفي رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو فى الحقيقة أضعف شيئ يعول عليه لأن فيه عللاً تبطله-

অর্থাৎ 'রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে, যা একে বাতিল গণ্য করে' *(নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ)*। আবদুল্লাহ বিন মুবারক হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, لم يثبتْ عندى حديثُ ابنِ مسعودٍ 'ইবনে মাস'উদের হাদীছটি আমার নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়'। *(নাছবুর রা'য়াহ ১/৩৯৪ পৃঃ)*। ইবনুল মুনযির বলেন, 'আবদুল্লাহ বিন মুবারক ছাড়াও অনেকেই উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে বলেছেন لم يسمعْ عبدُ الرحمنِ من علقمةَ 'আবদুর রহমান আলক্বামা থেকে শ্রবণ করেননি' *(ঐ, ১/৩৯৫)*। ইমাম আবূদাঊদ বলেন, 'হাদীছটি ছহীহ নয়' *(মিশকাত হা/৮০৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা لأنه نافٍ تلك مثبتةٌ ومنَ المُقرَّرِ فى علمِ الاصولِ أن المثبتَ مقدَّمٌ على النَّافى 'এটি না-বোধক এবং ঐগুলি হ্যাঁ-বোধক। ইলমে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হ্যাঁ-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার যোগ্য *(আলবানী, মিশকাত ১/২৫৪ পৃঃ; হা/৮০৯ -এর টীকা)*।

উল্লেখ্য যে, হাদীছটি বুখারীর নয়। পরবর্তীতে টীকাকাররা নিজস্ব বক্তব্যে সংযোজন করেছেন মাত্র। হাদীছটি তিরমিযী, আবূদাঊদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে। অনেকেই হাদীছটি বুখারীর বলে বর্ণনা করে থাকেন। যা আদৌ ঠিক নয়।

২য় হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হ'লেও রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর সাথে উক্ত হাদীছটির কোন সম্পর্ক নেই। মূলতঃ হাদীছটি তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদা ছাহাবাগণ তাশাহ্হুদ পর সালাম ফিরানোর সময় হাত তুলে ডানে-বামে ইশারা করতঃ সালাম ফিরাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দৃশ্য দেখে তাদের এ কাজকে ঘোড়ার লেজের সাথে তুলনা করেন। যেমন অন্য হাদীছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে যে, 'আবদুল্লাহ বিন কিবত্বিয়াহ বলেন, জাবির বিন সামুরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আমরা একদা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করা (তাশাহ্হুদ) অবস্থায় বলছিলাম, 'আসসালা-মু আলাইকুম, আসসালা-মু আলাকুম' এবং দুই পার্শ্বে হাত দ্বারা ইশারা করছিলাম, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কেন তোমাদের হাতগুলি দ্বারা ঘোড়ার লেজের ন্যায় নড়াচড়া করছ? বরং ইহাই যথেষ্ট যে, তোমরা তোমাদের হাত স্বীয় রানের উপর রাখবে। অতঃপর ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে *(নাছবুর রা'য়াহ ১/৩৯৩ পৃঃ বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন ১৩ পৃঃ)*।

পক্ষান্তরে ছালাতে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭পৃঃ; ফাৎহুল বারী ২/২৫৮ পৃঃ)* এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা চার শত *(সিফরুস সা'আদাত পৃঃ ১৫)*। সেকারণ আল্লামা সুয়ূত্বী ও শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছকে 'মুতাওয়াতের' পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন (তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০, ১০৬ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃঃ ১২৮-২৯)।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, لَمْ يَثْبُتْ عَنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ تَرْكَهُ وَقَالَ لاَ أَسَانِيْدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيْدِ الرَّفْعِ 'অর্থাৎ 'কোন ছাহাবী 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি'। তিনি আরও বলেন, 'রাফ'উল ইদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই *(ফাৎহুল বারী ২/২৫৭ পৃঃ)*।

'রাফ'উল ইয়াদায়েন' সম্পর্কে প্রসিদ্ধতম হাদীছ সমূহের একটি নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, أنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ... متفق عليه، وفى رواية عنه: وَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ... رواه البخارى،

'রাসূল (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়ার সময়ে ও রুকূ হ'তে ওঠার সময়ে....এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)*। হাদীছটি বায়হাক্বীতে বর্ধিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ حَتَّى لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالَى 'এইভাবেই তাঁর ছালাত জারি

ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন'। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করেছেন *(নায়লুল আওত্বার ৩/১২-১৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ ॥ বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৫-৬৮)*।

প্রশ্ন (১৩/২২৩)ঃ আমরা জানি ঋতুবতী মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার কথা হাদীছে এসেছে এবং তাদেরকে ছালাতে শরীক না হয়ে শুধু দো'আয় শরীক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আপনারাতো দো'আ করেন না। তবে তারা কিভাবে দো'আয় শরীক হবে? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-রোস্তম আলী
কোটবাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের মাঠে ঋতুবতী মহিলাদের দো'আয় শরীক হওয়া বলতে প্রচলিত মোনাজাতকে বুঝানো হয়নি। যা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে করা হয়। কেননা এরূপ দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ঈদের মাঠে) প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। মুছল্লীরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি মুছল্লীদের উপদেশ দান করতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬ 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তিনি ছালাত শেষে খুৎবা দিতেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট গমন করতেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং দান করার জন্য আহ্বান জানাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মহিলাদেরকে দেখলাম তারা কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছে এবং তাদের গয়না খুলে বেলালের নিকট দিচ্ছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯)*। হাদীছ দু'টিতে পৃথকভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঋতুবতী মহিলাদের দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাকবীর ও ইমামের বক্তব্যে শরীক হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঋতুবতী মহিলারা পুরুষের সাথে তাকবীর বলবে' *(মুসলিম ১/২৯০ পৃঃ)*। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ ইমামের বক্তব্য ও উপদেশ শ্রবণে শরীক হওয়া। কারণ দো'আ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যা বক্তব্য, যিকর, উপদেশ সবকিছুকে বুঝায়' (মির'আত ৫/৩১ পৃঃ 'ঈদায়েন' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৪/২২৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি সিনেমা হল তৈরী করে মৃত্যুবরণ করেছেন। যেখানে নিয়মিত ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন- লোকটির আমলনামায় কি পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে?

-মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
রেল বাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপের মাধ্যম বা উৎস হন, তবে ঐ মাধ্যম অবলম্বন করে যত মানুষ পাপ করবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে। হযরত জারীর (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকীর কাজ চালু করল, তার জন্য তার পুরস্কার ও পরবর্তীতে এর উপরে আমলকারী সকলের পুরস্কার প্রদত্ত হবে। তবে তাদের পুরস্কারে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করবে, তার উপরে তার পাপ এবং তার অনুসারী সকলের পাপ চাপানো হবে। তবে তাদের পাপে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যেহেতু মন্দ রীতি চালু করে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেহেতু এর মাধ্যমে যারা পাপ অর্জন করবে, তাদের সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লিখা হবে। এক্ষণে তার উত্তরাধীকারীদের উচিত হবে উক্ত সিনেমা হলটি বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোন হালাল পথে রূযী তালাশ করা।

প্রশ্ন (১৫/২২৫)ঃ জনৈক ব্যক্তির নিকট শুনতে পেলাম যে, পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ও এমব্রয়ডারী করা পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করা শরীয়ত সম্মত নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উক্ত বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মমতাযুল হক
সাং- কদমতলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ পুরুষের জন্য শুধু রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ ও রোপ্য ব্যবহার করা হারাম। এতদ্ব্যতীত অন্য যেকোন পোষাক পরিধানে কোন দোষ নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন ইহুদী-নাছারাদের সাদৃশ্য না হয়। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করতে, মোটা বা পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করতে এবং উহাতে বসতে নিষেধ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩২১ 'পোষাক' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ হালাল করা হয়েছে। আর পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৪১, হাদীছ হাসান ছহীহ)*। অতএব টুপি বা পাঞ্জাবীতে যদি রেশম মিশ্রিত থাকে তবে তা না জায়েয হবে।

প্রশ্ন (১৬/২২৬)ঃ আমি আর্থিক সংকটের কারণে বিবাহ করতে পারছি না। কিন্তু কোন কোন মেয়ের অভিভাবক আমাকে চাকুরী প্রদান ও বিদেশে পাঠানোর শর্তে মেয়ে বিয়ে দিতে চায়। উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিয়ে করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাইফুর রহমান আনছারী
গ্রামঃ তেঘরিয়া সরকার বাড়ী
পোঃ ঝগড়ারচর বাজার
শ্রীবর্দী, শেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিবাহ করা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ এটি যৌতুক হিসাবে গণ্য হবে। যা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম। সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে বিয়ের সময় মেয়েকে মোহরানা প্রদান করা *(নিসা ৪)*। তবে বিয়ের পরে শ্বশুর স্বেচ্ছায় জামাতাকে কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যাবে। এতে শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর বিবাহ করতে অসমর্থ্য হ'লে ছিয়াম পালনের কথা হাদীছে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের

মধ্যে যে বিবাহ করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে অবনমিত ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম নয়, তার ছিয়াম পালন করা আবশ্যক। কেননা ছিয়াম প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৭/২২৭)ঃ আমার জনৈকা মামাতো বোন শিক্ষিতা ও ধর্মভীরু। কিন্তু অসম্ভব কালো। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমার পরিবারের কেউ এই বিয়েতে সম্মত নয়। বিয়ে সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? আমার পরিবারকে উপেক্ষা করে আমি তাকে বিয়ে করতে পারব কি? দলীলভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মহিলাদেরকে অর্থ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী এই চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়। তবে দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। আলোচ্য হাদীছে ধার্মিকা মহিলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা যেহেতু ধর্মভীরু কাজেই তাকে বিবাহ করা শরীয়ত সম্মত। এই বিয়েতে পরিবারের অসম্মতি থাকলে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে ছেলের অভিভাবক বিয়েতে অসম্মত থাকলেও বিয়ে হয়ে যাবে। কেননা বিয়েতে মেয়ের ওয়ালী বা অভিভাবক শর্ত, ছেলের নয় (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০-৩১ 'বিবাহে অভিবাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)। -বিস্তারিত দেখুনঃ সেপ্টেম্বর ২০০০ ১/৩৩১ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন (১৮/২২৮)ঃ ইমাম অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করলে কি মুক্তাদীদেরকেও বসে ছালাত আদায় করতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আবদুল আলীম
নেয়ামপুর স্টেশন, পোঃ বাকইল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করলেও মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবেন। কেননা একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করতে লাগলে হযরত আবুবকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর এক্তেদা করছিলেন এবং লোকজন দাঁড়িয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর এক্তেদা করছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত পৃঃ ১০১ হা/১১৪০ 'মুক্তাদী ও মাসবূক-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। 'ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণও বসে ছালাত আদায় করবে' এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি মানসূখ বা রহিত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৮৯ পৃঃ 'ইমাম-মুক্তাদী দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/২২৯)ঃ পেশাব করার পর মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব আসে। এমনকি ছালাত অবস্থাতেও এমনটি ঘটে। এমতাবস্থায় আমার ওযূ থাকবে কি এবং ছালাত হবে কি?

- মনোয়ার হোসাইন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব শেষ করার পর পুনরায় ফোঁটা ফোঁটা পেশাব নির্গত হওয়া এক প্রকার রোগ। এ ধরনের ব্যক্তিকে প্রতি ছালাতের জন্য পৃথক ওযূ করতঃ ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোগজনিত কারণে মহিলাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে বলেন' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। ছালাত অবস্থায় কারো ফোঁটা ফোঁটা পেশাব নির্গত হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তবে উক্ত রোগের দ্রুত চিকিৎসা নেয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন (২০/২৩০)ঃ ফৎওয়া কি? ফৎওয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুসাইন
সন্তোষপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ফৎওয়া' আরবী শব্দ। শব্দটি একবচন। বহুবচনে 'ফাতাওয়া'। এর অর্থ কোন বিষয়ে রায় বা মতামত পেশ করা। পরিভাষায় 'শরীয়তের জটিল মাসায়েল ও আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের যথাযথ জবাব প্রদান করার নাম ফৎওয়া' *(মু'জাম)*। ইমাম রাগেব বলেন, 'কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার নামই ফৎওয়া' *(আল-মুফরাদাত)*। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে 'ফৎওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) তারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার ও মোহরানা পাবার অধিকার সম্পর্কে) বিধান জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ইসলামের স্পষ্ট বিধান দিচ্ছেন' *(নিসা ১২৭)*। আলোচ্য আয়াতে 'ইয়াসতাফতু' শব্দটি' 'ফৎওয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত। অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে '(হে রাসূল!) মানুষ আপনার কাছে ফৎওয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' এর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন' *(নিসা ১৭৬)*। এতদ্ব্যতীত সূরা ইউসুফ ৪১, ৪৩, ৪৬; নামাল ৩২; কাহাফ ২২; ছাফফাত ১১, ১৪৯ আয়াত দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন (২১/২৩১)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণকে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান
ধুরইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯ 'মুক্তাদী ও মাসবূক-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে কেউ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' না বলে শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' কিংবা 'আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ'ও বলতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৮, ১১৩৯)*।

প্রশ্ন (২২/২৩২)ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সাথে জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-ইউনুস
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে স্ত্রীকে পৃথক কাতারে স্বামীর পিছনে দাঁড়াতে হবে। কেননা নারী-পুরুষ এক কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় সিদ্ধ নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ও একজন ইয়াতীম ছেলে আমাদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার মা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/১১০৮ 'কাতারে দাঁড়ানো' অনুচ্ছে)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩৩)ঃ ছালাত আদায় অবস্থায় সামনে কেউ শুয়ে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-ইয়াহইয়া
ধুরইল মাদরাসা
রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে ছালাত আদায় করতেন তখন আমি তাঁর এবং ক্বিবলার মাঝে আড়াআড়িভাবে জানাযার মত শুয়ে থাকতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৯ 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৪/২৩৪)ঃ বিবাহের মোহরানা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত ধার্য করা যায়? বিবাহের পর মোহরানা বেশী করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ছফিউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ বিবাহের মোহরানা শরীয়তে যেমন সর্বোচ্চ নির্ধারণ করা নেই, তেমনি সর্বনিম্নও নির্ধারণ করা নেই। তবে মোহরানা কম হওয়াই ভাল। ওমর (রাঃ) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা বৃদ্ধি করো না। কারণ উহা যদি দুনিয়াতে সম্মান ও আখেরাতে তাক্বওয়ার বিষয় হ'ত, তবে তোমাদের অপেক্ষা নবী করীম (ছাঃ) অধিক উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি সাড়ে বার উক্বিয়া (১৩১ তোলা রূপার সমমূল্য)-এর বেশী দিয়ে কোন নারীকে বিবাহ করেননি এবং তার চেয়ে বেশী মোহরানা দিয়ে নিজের কোন মেয়েরও বিবাহ দেননি *(নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত হা/৩২০৪ 'মোহর' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। হাদীছে সর্বনিম্নে লোহার আংটি ও কুরআনের সূরা শিক্ষা দানকে মোহরানা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২)*। নির্ধারিত মোহরানা প্রদান করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৫/২৩৫)ঃ রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'আমার নিকট তিনটি বস্তু প্রিয়, নারী, ছালাত ও সুগন্ধি'-এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মান্নান
গ্রাম+পোঃ ছালাভরা
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ -

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পসন্দনীয় হচ্ছে সুগন্ধি, নারী ও ছালাত, যে ছালাতকে আমার চোখের জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'দরিদ্রদের ফযীলত ও নবী (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৬/২৩৬)ঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯টি ছিয়াম পালন করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবিয়াহ
কলেজপাড়া, গাবতলী
বগুড়া।

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯দিন ছিয়াম পালন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসে ৯ দিন ছিয়াম পালন করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যিলহজ্জ মাসের আমল আল্লাহ্র নিকটে অন্য সময়ের আমলের চেয়ে উত্তম। আমলগুলি হচ্ছে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও ছাদাক্বা *(মির'আত ৫/৮৯ পৃঃ; 'কুরবানী' অধ্যায়; নায়লুল আওতার ৩/৩১৩ পৃঃ 'কুরবানীতে যিকর' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৭/২৩৭)ঃ ফরয গোসল করার পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মোতাহার, মাগুরা।

উত্তরঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ফরয গোসল করতেন, প্রথমে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন। অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং হাত মাটি দ্বারা পরিষ্কার করতেন। অতঃপর ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন (পা বাকী রেখে)। তারপর তিন অঞ্জলী পানি মাথায় ঢালতেন। অতঃপর সম্পূর্ণ শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন এবং গোসল শেষে দুই পা ধুয়ে নিতেন' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৮)*।

আলোচ্য হাদীছে ফরয গোসল করার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে হাত ও লজ্জাস্থান ধৌত করতঃ ওযূ করে গোসল করতে হবে। তবে সর্বদা পানির অপচয় রোধে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা অল্প পানিতে গোসল করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৮/২৩৮)ঃ ছেলের বয়স ২ বৎসর। খাৎনা করা হয়নি। হঠাৎ কোন এক সকালে খাৎনার ন্যায় দেখা যায়। লোকে বলে, এটা নাকি 'পীর সুন্নাত'। শরীয়তে 'পীর সুন্নাত' বলে কিছু আছে কি? ঐ ছেলের আর খাৎনা করতে হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খলীলুর রহমান
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'সুন্নাতে খাৎনা' ইসলামী শরীয়তের একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম। তবে 'পীর সুন্নাত' বা 'পায়গাম্বরী সুন্নাত' বলে কোন পরিভাষা শরীয়তে নেই। জন্মসূত্রে অথবা কোন কারণ বশতঃ খাৎনা সদৃশ মনে হ'লে পুনরায় খাৎনা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৯/২৩৯)ঃ প্রশ্নঃ বৈপিত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিলে উপকৃত হবো।

-মুহাম্মাদ মাস'উদ
জামালগঞ্জ,জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বৈপিত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। কারণ, তারা নিজ নাতনীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেয়েকে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছে *(নিসা ২৩)*। আর এ মেয়ে বলতে নিজ মেয়ের মেয়ে, তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৩০/২৪০)ঃ ছালাতে তাশাহ্হুদের সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে? জনৈক মাওলানা বললেন, শাহাদত আঙ্গুলের দিকে রাখতে হবে। সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফাকীরুল ইসলাম
হাড়াভাঙ্গা ডি-এইচ সিনিয়র মাদরাসা,
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছালাতে তাশাহ্হুদের সময় মুছল্লীর নযর ইশারা বরাবর থাকবে। তার বাইরে যাবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯১২)*। হযরত নাফে' হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় দুই হাঁটুর উপরে রাখতেন ও আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং দৃষ্টি ইশারা বরাবর রাখতেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৯১৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ক্বেবলার দিকে ইশারা করতেন এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখতেন *(মুসলিম, ইবনু খুযায়মাহ, আলবানী-ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ১৫৮)*। উল্লেখ্য যে, 'আশহাদু' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে ও 'ইল্লাল্লা-হু' বলার সময় আঙ্গুল নামাবে' বলে সমাজে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি নেই; বরং তাশাহ্হুদ শেষ বা সালামের আগ পর্যন্ত সর্বদা ইশারা করতে থাকবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদের ১ম হাদীছের টীকা নং-২, হা/৯০৬; ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃঃ ১৪০;* ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ৭১-৭২)।

প্রশ্ন (৩১/২৪১)ঃ স্ত্রী মারা গেলে বিবাহের জন্য স্বামী কতদিন শোক পালন করবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আনীসুর রহমান
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে শোক পালন করতে হবে মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। শধুমাত্র স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন এবং অন্য কেউ (নিকটাত্মীয়) মারা গেলে তিন দিন শোক পালন করবে *(মুত্তাফাক্বা আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৩০,৩৩৩১ 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামী যে কোন সময় বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩২/২৪২)ঃ যারা চাকুরীর জন্য সারা বছর জাহাজে অবস্থান করেন, তারা ক্বছর ছালাত আদায় করবে, না পূর্ণ ছালাত আদায় করবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল খালেক
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যারা চাকুরীর জন্য সারা বছর জাহাজে বা যানবাহনে অবস্থান করেন তারা ক্বছর ছালাত আদায় করতে পারেন *(মিরক্বাত, ৩য় খণ্ড ২২১ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরো বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও দু'মাস যাবৎ ক্বছর করেন *(বায়হাক্বী ৩/১৫২পৃঃ; ইরওয়া হা/৫৭৭ সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে গিয়ে দু'বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪পৃঃ; মিরকাত ৩/২১১পৃঃ)*। সুতরাং স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহাজ, বিমান, ট্রেন, বাস, ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন।

প্রশ্ন (৩৩/২৪৩)ঃ দুই সিজদার মাঝের দো'আয় 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি কোন কোন ছালাত শিক্ষা বইয়ে দেখা যায়, আবার কোন কোন বইয়ে দেখা যায় না। উক্ত স্থানে শব্দটি যোগ করে পড়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ছাদেকুর রহমান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে বলতেন, رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَارْفَعْنِىْ (রাব্বিগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী) *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৭৪০)*। তিরমিযী ও আবূদাঊদে বর্ণিত হয়েছে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ (আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুক্বনী) *(মিশকাত হা/৯০০ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*।

সুতরাং 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি যোগ করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ

(আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ারযুক্বনী) বলা যাবে। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎ পথ পদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'।

প্রশ্ন (৩৪/২৪৪)ঃ কবরস্থানে গিয়ে 'আস-সালা-মু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছারি'

যে দো'আটি কবরবাসীকে লক্ষ্য করে পাঠ করা হয়, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি? দলীলসহ উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
সভাপতি, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
গ্রামঃ বাউসা হেদাতী পাড়া
পোঃ তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত দো'আটির প্রমাণে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ। হাদীছটির সনদে কাবূস ইবনে আবি যাবইয়ান নামক জনৈক রাবী দুর্বল *(আলবানী, মিশকাত হা/১৭৬৫-এর ১নং টীকা দ্রঃ)*। তবে এ সম্পর্কে আরো দো'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ –

(আস্‌সালা-মু আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লালা-হিকূনা; নাস্‌আলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল আ-ফিয়াতা)।

অর্থঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। হাদীছে আরো একটি দো'আ বর্ণিত হয়েছে,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ –

(আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাকৃদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হেকূনা)।

অর্থঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহেতো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৪৫)ঃ জিবরীল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী বা অহি বহন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসতেন। সুতরাং জিবরীল (আঃ)-কেও রাসূল বলা যাবে। আমাদের ইমাম ছাহেব জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল বলা যাবে কথাটি মেনে নিতে পারছেন না। আমার প্রশ্ন, জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল বলা যাবে কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হাসান
পিতা- আব্দুল কাদের
গ্রামঃ বিরস্তইল
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য হ'তে যেমন রাসূল মনোনীত করেছেন, তেমনি ফেরেশতাদের মধ্যে হ'তেও রাসূল মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَللهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ، 'আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন' *(হজ্জ ৭৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا– 'জিবরীল (আঃ) বলেন, নিশ্চয়ই তোমাকে (মারইয়াম) পুতপবিত্র সন্তান দান করার জন্য তোমার রবের পক্ষ থেকে আমি রাসূল হিসাবে এসেছি' *(মারইয়াম ১৯)*। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ– 'নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত' *(তাকভীর ১৯)*।

আল্লামা শাওকানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, يعنى جبريل لكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم– অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অহি নিয়ে আসার কারণে জিবরীলকে রাসূল বলা হয়েছে' *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৫ম খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ)*।

সুতরাং জিবরীল (আঃ) কেও রাসূল বলা যাবে। এতে সন্দেহ পোষণ করা কোন মুসলমানের উচিৎ নয়।

সংশোধনী

(১) ফেব্রুয়ারী২০০১ সংখ্যায় ১৮/১৫৮ নং প্রশ্নোত্তরে "صوموا قبله يومًا او بعده يومًا" হাদীছের অনুবাদে 'শাহাদাতে হুসায়েনের নিয়তে' বাক্যটি অসাবধানতা বশতঃ সংযুক্ত হওয়ায় আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। সঠিক অনুবাদ হবে 'তোমরা ১০ই মুহাররামের আগে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।

(২) একই সংখ্যার ১৬/১৫৬ নং প্রশ্নোত্তরে বিবাহ পড়ানোর পর খুৎবা পাঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক উত্তর হবে বিবাহ পড়ানোর পূর্বে খুৎবা পাঠ করবে। -দারুল ইফতা।